# সোলতান সালাহুদ্দীন

*"Saladin than whom no greater name is recorded in Eastern history"*
*—Sir Walter Scott.*

আবদুল কাদের বি-এ, বি-সি-এস্

প্রকাশক—
মওলভী মোহাম্মদ ইদ্‌রীস মিঞা,
মোস্‌লেম পাবলিশিং কন্‌সার্ণ,
৪৫।১, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড,
খিদিরপুর, কলিকাতা।



১ম সংস্করণ—১২৫০
এপ্রিল, ১৯৪০।

—•—

কুমিল্লা শঙ্কর প্রেস হইতে
শ্রীরজনীকান্ত নাথ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

মূল্য এক টাকা ]
বর্দ্ধিত মূল্য চারি আনা ]

# সূচী

সোলতান সালাহুদ্দিনের সমাধি

Islamia Art Press

# সোলতান সালাহুদ্দীন

## পরিচয়

১১৩২ খৃষ্টাব্দের একদিন এক ছত্রভঙ্গ বাহিনী তাইগ্রীস নদীর বাম তীরে উপনীত হইল। অপর তটে এক উন্নত শৈলোপরি দুর্ভেদ্য তেক্রিত দুর্গ অবস্থিত। সম্মুখে খরস্রোতা প্রবাহিনী, পশ্চাতে শোণিত-লোলুপ শত্রু-বাহিনী;—'জলে কুম্ভীর, ডাঙ্গায় বাঘ।' এই উভয় সঙ্কট হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে দুর্গাধ্যক্ষের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত পলাতক সৈন্যদলের গত্যন্তর ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে কেল্লাদার তাহাদের বিপদে ব্যথিত হইলেন। অবিলম্বে নদীতে খেয়া-নৌকার ব্যবস্থা হইল। পলাতকেরা অপর তীরে উঠিয়া নিরাপদে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। তাইগ্রীস নদীর এই খেয়া-নৌকা হইতেই সালাহুদ্দীনের বংশের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। পলাতক সেনাপতি মোসেলের শাসনকর্ত্তা বিখ্যাত ইমাদুদ্দীন জঙ্গী। জঙ্গী অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার সৌভাগ্যের দিন-ফিরিয়া আসিলে তিনি অতীত উপকারের কথা স্মরণ করিয়া দুর্গাধিপতিকে ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর পদে অধিষ্ঠিত করেন। এই কেল্লাদার আয়ূবই জগদ্বিখ্যাত সোলতান সালাহুদ্দীনের ( Saladin the Great ) জনক।

আয়ূবের পূর্ণ নাম নজমুদ্দীন আয়ূব। তিনি জাতিতে কুর্দ্দ; আর্ম্মেনিয়ার অন্তর্গত দবিন নগরীর নিকটবর্ত্তী আজদানাকান গ্রামে তাঁহার জন্ম। আয়ূবের দূরবর্ত্তী পূর্ব্ব-পুরুষদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিফ্‌লিস নগরীর সমৃদ্ধিলাভের বহু পূর্ব্বে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দবিন বা দবিল নগরী উত্তর আর্ম্মেনিয়ার রাজধানী ছিল। অধিবাসীরা প্রধানতঃ খৃষ্টান ও য়িহুদী

ব্যবসায়ী। বাণিজ্যের কৃপায় তাঁহারা অতুল সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। য়িহুদী, খৃষ্টান ও পারসিক পুরোহিতেরা বিজয়ী মোসলমানদের অধীনে তাঁহাদেরই ন্যায় সর্ব্ববিধ নাগরিক অধিকার ভোগ করিয়া সুখে-শান্তিতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; খৃষ্টানের গির্জ্জা ও মোসলমানের মস্‌জেদ পাশাপাশি দণ্ডায়মান থাকিয়া পরাজিত বিধর্ম্মী জাতির প্রতি মোসলমানদের উদারতার সাক্ষ্য দান করিত।* আয়ুব-পরিবার এই দবিল নগরীর এক অতি-বিখ্যাত ও সম্মানী বংশ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

সালাহুদ্দীনের পিতামহ সাদী ইব্‌নে মারওয়ানের সময় হইতেই দবিল নগরীর অবনতি আরম্ভ হয়। তৎকালে বাগ্দাদ নগর আব্বাসিয়া খলীফাদের রাজধানী ছিল। সাদীর বন্ধু বাহ্‌রোজ তখন উহার শাসনকর্ত্তা। তাঁহার দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া এই সদাশয় নগরপাল বন্ধু-পুত্র আয়ুবকে তেক্রিত দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা বলে নব-নিয়োজিত কেল্লাদার শীঘ্রই এই নির্ব্বাচনের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা শের্কু’র অবিবেচকতায় অচিরে তাঁহাদের সৌভাগ্যের দিন ফুরাইয়া গেল। কোন রমণীর প্রতি অসদ্ব্যবহারের দরুণ ক্রুদ্ধ হইয়া শের্কু এক দুর্ব্বৃত্তের প্রাণ-বধ করেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর সহিত বাহ্‌রোজের সদ্ভাব ছিল না। আয়ুব তাঁহার পলায়নে সাহায্য করায় তিনি পূর্ব্ব হইতেই বন্ধু-পরিবারের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। শের্কু’র অবৈধ বল-প্রয়োগে তাঁহার ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইল। আয়ুব পদচ্যুত হইয়া সপরিবারে দুর্গ ত্যাগে আদিষ্ট হইলেন।

১১৩৮ খৃষ্টাব্দের এক বিষাদ-রাত। আয়ুব চিন্তাকুল হৃদয়ে স্থানান্তর

* "Jews, Magians and Christians dwelt there in peace under their Mohammedan conquerors, and Armenian Church stood beside the mosque where the Moslems prayed."—Stanely Lane-poole, M. A., Litt-D, Saladin, 5.

গমনের আয়োজনে ব্যস্ত ; এমন সময় তাঁহার এক পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। এই দুরবস্থার মধ্যে প্রসব হওয়ায় আয়ুব উহাকে দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু 'স্বর্গ-মর্ত্ত্যে একমাত্র খোদা ভিন্ন আর কাহারও অদৃশ্য বিষয় জানা নাই।' যে সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি আয়ুবের ভ্রমণ-যাত্রায় বিঘ্ন উপস্থিত করিল, সেই ইউসুফ-ই পরবর্ত্তীকালে নিজের অসাধারণ কীর্ত্তি ও চরিত্র-মহিমায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে 'সালাহুদ্দীন' বা 'ধর্ম্মের গৌরব' নামে বিখ্যাত হন। ইউরোপীয়েরা এই সালাহুদ্দীনকেই সংক্ষেপ করিয়া 'সালাদিন' এই পারিবারিক নামে অদ্যাপি তাঁহার স্মৃতি-পূজা করিয়া আসিতেছে।

আয়ুব কি সালাহুদ্দীনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, না নূরজাহানের ন্যায় 'পথিমধ্যে পরিত্যাগ' (?) করিলেন, তাহা বর্ণনা করার পূর্ব্বে মোস্‌লেম জগতের যে রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে ইস্‌লামের ভাবী মহানেতাকে তাঁহার ভাগ্য-গতি নিরূপণ করিতে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

---

সালাহুদ্দীনের সময় খেলাফতের সে গৌরবের দিন আর ছিল না। ওমায়্যা ও ফাতেমিয়াদের দেহাস্থির উপর আব্বাসিয়ারা তাঁহাদের সাম্রাজ্য-সৌধ গড়িয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু উহার প্রস্তরগুলি খসিয়া পড়িতে অধিক বিলম্ব হইল না। জনৈক ওমায়্যা শাহ্‌জাদা * গোপনে পলাইয়া গিয়া স্পেনে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন, ফাতেমিয়ারা মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় স্বতন্ত্র খেলাফৎ কায়েম করিলেন। এতদ্ব্যতীত খাস এসিয়ায়ও বহু প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা সোলতান উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া বসিলেন। ফলে আব্বাসিয়া খলীফাদের ক্ষমতা বাগদাদ ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল।

একাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে এসিয়ার এই শোচনীয় রাজনৈতিক অবস্থার কিছু উন্নতি হইল। সেলজুক তুর্কেরা গজনভীদিগকে পরাজিত করিয়া পারস্যের অধিকাংশ নিজেদের দখলে আনিল। ক্রমে পশ্চিমে মিসর ও গ্রীক সীমান্ত পর্য্যন্ত তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। তাতার ও কিপ্‌চক হইতে অসংখ্য শ্বেত ক্রীতদাস আমদানী করিয়া সেলজুক সোলতানেরা তাহাদিগকে দেহরক্ষী এবং দরবার ও সাম্রাজ্যের বড় বড় পদে নিযুক্ত করিতেন। নগদ বেতনের পরিবর্ত্তে তাঁহারা জায়গীর বা জমিদারী পাইতেন। প্রতিদানে তাঁহাদিগকে যুদ্ধের সময় সোলতানকে সৈন্য ও রসদাদি দিয়া সাহায্য করিতে হইত। শীত ঋতুতে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া যাইতেন, বসন্তের আগমনে আবার যুদ্ধে নামিতেন। মেসোপতেমিয়া, সিরিয়া ও পারস্যের অধিকাংশ স্থানে এইরূপে অসংখ্য জায়গীরের সৃষ্টি হয়।

মালিক শাহের মৃত্যুর পর ( ১০৯২ খৃঃ ) সেলজুক সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। নিশাপুর, ইস্পাহান, কার্ম্মান, দেমাস্ক, আলেপ্পো ও আনাতোলিয়ায়

---

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য মৎ-প্রণীত 'স্পেনের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেলজুক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগে মামলূক বা ক্রীতদাস শাসনকর্ত্তারা ক্রমে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। মোসেলের বিখ্যাত আতাবেগ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা জঙ্গী মালিক শাহের এরূপ জনৈক দাসপুত্র; মেসোপতেমিয়ার অর্ত্তুক ও অন্যান্য বংশও ঠিক একইরূপে সৌভাগ্য-শিখরে আরোহণ করেন। তাঁহারাও সেলজুক-দের ন্যায় শিক্ষা-সভ্যতা বিস্তারে মন দেন; কিন্তু অন্তর্ব্বিবাদ—বিশেষতঃ 'ক্রুসেড' তাঁহাদের সমস্ত জনহিতকর কাজ পণ্ড করিয়া দেয়।

মোস্‌লেম জগত যখন এইরূপ শতধা বিচ্ছিন্ন, তখন খৃষ্টানেরা সুযোগ বুঝিয়া সচল হইয়া উঠিল। যিশু-খৃষ্টের সমাধি-ভূমি জেরুসালেম উদ্ধারের অজুহাতে পোপ দ্বিতীয় আরবান ও সন্ন্যাসী পিটার ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। পোপ প্রত্যেক ক্রুসেডার বা ধর্ম্ম-যোদ্ধার পাপমুক্তির ভার লইলেন। ফলে সমগ্র ইউরোপ যেন সমূলে উৎপাটিত হইয়া এসিয়া মাইনরে আপতিত হইল। প্রথম অভিযানে তিন লক্ষ খৃষ্টান বুলগেরিয়ার য়িহুদী ও রুমের সোলতানের হস্তে মৃত্যুবরণ করিলেও পরিণামে তাহাদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইল। ১০৯৮ হইতে ১১২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পালেস্তাইন প্রদে-শের অধিকাংশ ও সিরিয়া প্রদেশের সমুদ্র-তটভূমি খৃষ্টানদের দখলে চলিয়া গেল। নব-প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টান রাজ্য উত্তরে-দক্ষিণে ৫০০ মাইল দীর্ঘ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ন্যূনাধিক ৫০ মাইল প্রশস্ত ছিল। জেরুসালেমের রাজার অধীনে গ্যালিলী ও এন্টিওক এক এক জন প্রিন্স্, এডেসা ও জাফ্‌ফা-অ্যাস্কালন এক এক জন কাউন্ট্, সিদন ও করক-মণ্ট্‌রিয়েল এক এক জন লর্ড্ উপাধিধারী শাসনকর্ত্তার দ্বারা শাসিত হইত।

খৃষ্টানদের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মোসলমানদের উপর লোমহর্ষক অত্যাচার চলিতেছিল। মার'াতুন্নোমান নগরে এক লক্ষ ও জেরুসালেমে সত্তর হাজার মোসলমান তাহাদের হস্তে নিহত হয়। আগুন লাগাইয়া

দিয়া তাহারা নিরপরাধ য়িহুদীদিগকে মন্দিরের মধ্যে পোড়াইয়া মারে।* প্রস্তর-প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গ হইতে তাহারা প্রায়ই নিকটবর্ত্তী মোস্‌লেম জনপদ লুণ্ঠনে বাহির হইত। সীজার দুর্গাধ্যক্ষ ওসামা ও বিখ্যাত তুর্ক সেনাপতি ইলগাজী ব্যতীত আর কেহই অনৈক্যের দরুণ খৃষ্টানদের অগ্রগতি রোধের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে পারেন নাই। 'ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় হয়।' অবিশ্রান্ত অত্যাচারে অবশেষে মোসলমানদেরও ধৈর্য্য ফুরাইয়া গেল। ধর্ম্মপ্রাণ তুর্কেরাই বিশেষভাবে এই অমানুষিক জুলুম নিবারণে সচেষ্ট হইল। বিভিন্ন স্থানে তখনও সুশিক্ষিত তুর্ক সৈন্যদল বিদ্যমান ছিল। অভাব ছিল শুধু তাহাদিগকে একত্র করিয়া খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে পারেন, এরূপ এক জন উপযুক্ত নেতার। যিনি এই অভাব পূরণ করিলেন, তাঁহার নাম ইমাদুদ্দীন জঙ্গী।

---

* "...seventy thousand Moslems had been put to the sword, and the harmless Jews had been burnt in their synagogues..."—Gibbon, Decline and the fall of the Roman Empire, vol. vi, 336.

মালিক শাহের বিখ্যাত মাম্‌লুক কর্ম্মচারীদের মধ্যে মোসেলের শাসনকর্ত্তা অক্‌-সুঙ্কুর অন্যতম। ক্রুসেডের বিশ্রুতনামা বীর ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইঁহারই পুত্র। দশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে (১০৯৪)। পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তারা তাঁহাকে সযত্নে প্রতিপালন করেন। সোলতান ও খলীফার পক্ষে ত্রিশটী যুদ্ধে যোগদান তাঁহার সামরিক খ্যাতির মূল। ১১২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বসোরা ও ওয়াসেত নগরীর জায়গীর এবং তিন বৎসর পরে মোসেল ও জজিরার (মেসোপতেমিয়া) শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত সোলতানের দুই পুত্রের শিক্ষার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এই পদ-মর্য্যাদার গুণে তিনি আতাবেগ বা 'শাহ্‌জাদাদের শিক্ষক' এই সম্মানিত উপাধির অধিকারী হন। মোসেল খৃষ্টান রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া এই সময় হইতে তাঁহাকে ইস্‌লামের নেতারূপে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়।

রাজধানী হইতে দুই শত মাইল দূরে আসিয়া জঙ্গী স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজ্য শাসনের সুযোগ পাইলেন। খৃষ্টানদের সহিত শক্তি পরীক্ষার পূর্ব্বে তাঁহাকে নিজ ক্ষমতা সুদৃঢ় করিয়া লইতে হইল। দিয়ার বকর অধিকার না করিলে পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। তজ্জন্য তিনি প্রথমে জজিরাত ইব্‌নে ওমরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইহার পতনের পর সিঞ্জার ও নিসিবন তাঁহার দখলে আসিল। এডেসার ক্যাউণ্ট জোসেলিন তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস পাইলেন না। কাজেই জঙ্গী নির্ব্বিবাদে সিরিয়ায় প্রবেশ করিলেন। খৃষ্টানদের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া আলেপ্পোর অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে নগর ছাড়িয়া দিল (১১২৮)। এক বৎসর পরে সেলজুক সোলতান তাঁহাকে সমগ্র পাশ্চাত্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া এক বিশেষ সনন্দ প্রেরণ করিলেন। কিছু দিন

পরেই তিনি সুদৃঢ় আসারিব দুর্গ দখলে আনিলেন। খৃষ্টানেরা জেরুসালেম-রাজ বল্‌ডুইনের অধিনায়কতায় তাঁহাকে বাধা দিতে আসিয়া শোচনীয়রূপে পরাজিত হইল।

১১৩১ খৃষ্টাব্দে সেলজুক সোলতান মাহ্‌মূদের মৃত্যু হইলে সিংহাসন লইয়া অন্তর্ব্বিবাদ আরম্ভ হইল। এই গৃহ-যুদ্ধে যোগদান করিয়া জঙ্গী অনেকটা হীন-গৌরব হইয়া পড়িলেন। এই সময়ই তাঁহাকে তেক্রিত দুর্গাধ্যক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। জঙ্গীর ভাগ্য-বিবর্ত্তনের সুযোগে খলীফা অল্‌-মোস্তারশিদ মোসেল আক্রমণ করিলেন (১১৩৩)। কিন্তু তিন মাস ব্যর্থ চেষ্টার পর তাঁহাকে স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে হইল। এইরূপে বিপন্মুক্ত হইয়া জঙ্গী পুনরায় সিরিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু দুইবার আক্রমণ করিয়াও তিনি দেমাস্ক অধিকার করিতে পারিলেন না। উজীর ময়নুদ্দীন আনার খৃষ্টানদের সাহায্যে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া জঙ্গী খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলেন। জেরুসালেম-রাজ আবার পরাজিত হইয়া বেরিণ বা মণ্ট্‌ফের্‌রাণ্ড দুর্গে পলাইয়া গেলেন। কেল্লাটী অজেয় বলিয়া খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে অচিরে ইহা জঙ্গীর দখলে আসিল। রাজাকে তিনি এক প্রস্ত পোষাক উপহার দিলেন। সৈন্যেরা সসম্মানে দুর্গ ত্যাগের অনুমতি পাইল। তাঁহার মহত্ত্ব দেখিয়া খৃষ্টানেরা অবাক হইয়া গেল।

এদিকে জঙ্গীর ক্ষমতা বিচূর্ণ করার জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। গ্রীক সম্রাট জন কমেনাস এক বিরাট বাহিনী লইয়া সিরিয়ায় হাজির হইলেন। নিকট-প্রাচ্যের খৃষ্টান রাজন্যবর্গ, এমন কি দেমাস্ক-রাজ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। সুচতুর জন এক দিকে মিত্রতার ভাণ দেখাইয়া জঙ্গীর সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন; ওদিকে তাঁহার সৈন্যেরা বীজা ও কাফারতাব অধিকার করিয়া সীজার অবরোধ

করিল। জঙ্গীকে বাধ্য হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। ২৪ দিন পরে রোমান সম্রাট বিপুল রণ-সম্ভার মোসলমানদের হাতে ফেলিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেলেন (১১৩৮)।

১১৩৯ খৃষ্টাব্দে জঙ্গী দেমাস্কের অধীন বা-আলবেক নগর অধিকার করিলেন। কিন্তু কিছুতেই ফ্র্যাঙ্ক * ও আনারের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধনে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে হইল। তিনি কুর্দ্দিস্তানের শাহরজুর ও আশিব দুর্গ অধিকার করিয়া আর্ম্মেনিয়ার শাহ্ পরিবারের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশ নিরাপদ করিয়া বীরবর জঙ্গী § পুনরায় দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। দিয়ার বেকর দখল করিয়া তাঁহার সৈন্সেরা আমিদ অবরোধ করিল। এডেসার কাউণ্ট্ দ্বিতীয় জোসেলিন আতঙ্কে সিরিয়ায় পলাইয়া গেলেন। সংবাদ পাইয়াই জঙ্গী ত্বরিত গতিতে এডেসার সম্মুখে হাজির হইলেন। এক মাস অবরোধের পর মোসলমানেরা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগরে ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই সরুজ ও অন্যান্য স্থান তাহাদের দখলে আসিল (১১৪৪)। এডেসা অধিকারের ফলে খৃষ্টান রাজ্যের দৃঢ়তম অবলম্বন বিনষ্ট হইল। দুই বৎসর পরে জঙ্গী জাবর দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই সময় তিনি এক রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করার ভার তৎপুত্র নূরুদ্দীন ও নূরুদ্দীনের সেনাপতি সালাহুদ্দীনের উপর পড়িল।

---

* যে সকল ক্রুসেডার সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করে, তাহাদিগকে ও তাহাদের বংশধরগণকে ফ্র্যাঙ্ক বলে।

§ বিস্তৃত বিবরণের জন্য মৎ-প্রণীত মোস্‌লেম-কীর্ত্তি, ১ম খণ্ড, ৫৬-৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

## বালক সালাহুদ্দীন

তেক্রিত দুর্গ ত্যাগ করিয়া আয়ূব নবজাত শিশু ও অন্যান্য পরিজন সহ মোসেলে উপস্থিত হইলেন। জঙ্গী তাঁহাদিগকে স্বীয় সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিলেন। তাঁহারা বহু যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া শীঘ্রই প্রভুর বিশ্বাসভাজন হইলেন। ১১৩৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে বা-আল্‌বেক নগরী জঙ্গীর হস্তগত হইলে তিনি আয়ূবকে উহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এখানেই সালাহুদ্দীনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। আয়ূব অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ মোসলমান ছিলেন। কাজেই পুত্রের জীবন যে পিতার আদর্শে গঠিত হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? সেকালে আরবীই ছিল শিক্ষার বাহন। সুতরাং সালাহুদ্দীন স্বভাবতঃই কোরান-হাদীস, ব্যাকরণ, কবিতা, ধর্ম্মতত্ত্ব ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ইউসুফের বয়স নয় বৎসর না হইতেই জঙ্গীর অকাল-মৃত্যু ঘটিল। এই সুযোগে দেমাস্ক-রাজ বা-আল্‌বেক আক্রমণ করিলেন। আয়ূব দেখিলেন, জঙ্গীর পুত্রেরা আত্মকলহে লিপ্ত; তাঁহাদের কাহারও নিকট সাহায্য লাভের আপাততঃ কোন সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ দেমাস্কাধিপতি তাঁহার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সসৈন্যে নগর-দ্বারে উপস্থিত। কাজেই তিনি আত্ম-রক্ষার বৃথা চেষ্টা না করিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। বিনিময়ে তিনি প্রচুর পুরস্কার ও বিস্তৃত জায়গীর পাইলেন। অসাধারণ দক্ষতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-বলে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ভাগ্যবান্ পুরুষ দেমাস্ক-বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে উন্নীত হইলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যখন ক্ষমতার উচ্চ শিখরে, কনিষ্ঠ শের্‌কুহ্‌ও (শের-ই-কূহ্ = পার্ব্বত্য সিংহ) তখন স্বকীয় অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বে সোলতান নূরুদ্দীনের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া সেনাপতির পদে সমাসীন। জাবারের শোচনীয় দুর্ঘ-টনার পরে জঙ্গীর বিস্তৃত রাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হয়; জ্যেষ্ঠ পুত্র সায়ফুদ্দীন গাজী

মোসেলের ও কনিষ্ঠ নূরুদ্দীন মাহ্‌মূদ আলেপ্পোর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। বীরবর জঙ্গীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই এডেসার আর্ম্মেনীয় খৃষ্টানগণের আহ্বানে দ্বিতীয় জোসেলিন এক রাত্রে (নভেম্বরে) নিদ্রিত তুর্ক সৈন্যগণকে আহত, নিহত বা বন্দীকৃত করিয়া নগর অধিকার করিয়া লন। কিন্তু রক্ষী সৈন্যেরা নূরুদ্দীনের আগমন পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত দুর্গ রক্ষা করিল। তাঁহার উপস্থিতিতে জোসেলিন এডেসা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিশ্বাসঘাতক আর্ম্মেনিয়ান্‌দের অধিকাংশই পলায়নের চেষ্টা করিতে গিয়া নিহত হইল। নূরুদ্দীন হতাবশিষ্ট নেমক-হারামদিগকে ইউফ্রেতিজের তীর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন।

১১৪৯ খৃষ্টাব্দের শেষে আবার এডেসা দখলের চেষ্টা করিতে গিয়া জোসেলিন ধৃত হইয়া আলেপ্পোর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। নয় বৎসর পরে সেখানেই তাঁহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয়। তাঁহার অকৃতকার্য্যতার ফলে এডেসার কাউন্টি ও উত্তর সীমান্তে ফ্র্যাঙ্কদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গেল। জার্ম্মান সম্রাট কনরাড ও ফরাসী-রাজ সপ্তম লুই পরিচালিত সর্ব্বনাশকর দ্বিতীয় ক্রুসেড তাহাদিগকে আরও ভগ্নোৎসাহ করিয়া দিল। পোপ সেণ্ট্‌ বার্ণার্ডের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহারা এডেসার অপমান বিমোচন করিতে এসিয়ায় পদার্পণ করিলেন (১১৪৮)। দেমাস্কের মৃৎ-প্রাচীর তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না; কিন্তু সঙ্কীর্ণ গলির কোণ, ফলোদ্যানের অভ্যন্তর ও অট্টালিকার ছাদের উপর হইতে শর-বৃষ্টি করিয়া মোসলমানেরা তাহাদিগকে পশ্চাতে হটাইয়া দিল। নিরুপায় ক্রুসেডারেরা নাগরিকদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ নগরবাসীরা তাহাদিগকে কৌশলে নদী ও ফলোদ্যান হইতে দূরে সরাইয়া নিল। ফলে খৃষ্টান শিবিরে খাদ্য ও পানীয় জলের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। তদুপরি কূটবুদ্ধি আনার ফ্র্যাঙ্কদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, জেরুসালেম রাজ্য অধিকারই ইউরোপীয়

খৃষ্টানদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, দেমাস্ক অবরোধ উহার মুখবন্ধ মাত্র। ইহাতে আস্থা স্থাপন করিয়া তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। এমতাবস্থায় রাজদ্বয়কে বাধ্য হইয়াই নূতন অপমান ঘাড়ে লইয়া ১১৪৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। এই নিরর্থক যুদ্ধে ইউরোপের দুর্গ ও নগরগুলি প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল; এমন কি সাতজন রমণীর পক্ষেও একজন পুরুষের সঙ্গভোগ করা কঠিন হইয়া পড়িল। *

১১৪৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে অজেয় আনার স্বর্গ-গমন করিলে আয়ূব তাঁহার স্থানাধিকারী হইলেন। নূরুদ্দীন দেখিলেন, দেমাস্ককে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার স্বর্গীয় জনক বৃহত্তর সিরিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে কল্পনা করেন, তাহা বাস্তবে পরিণত করার ইহাই সুবর্ণ-সুযোগ। ১১৫৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার সৈন্যেরা দেমাস্কের সম্মুখে উপনীত হইল। শের্কুহ্ তাহাদের প্রধান সেনাপতি হইয়া আসিলেন। দুই ভাইর মধ্যে সন্ধির কথাবার্তা চলিতে লাগিল। সেকালের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী নরপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আত্মরক্ষার খাতিরে আয়ূব ছয় দিন পরে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রতিদানে তিনি দেমাস্ক নগরীর ও শের্কুহ্ সমগ্র দেমাস্ক প্রদেশ সহ এমেসা নগরীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

১১৫৪ হইতে ১১৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সালাহুদ্দীন দেমাস্কে সোলতান নুরুদ্দীনের দরবারে অবস্থান করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পনর বৎসরের ন্যায় এই দশ বৎসরের ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁহার জীবন-চরিত লেখকেরা একেবারে নীরব। শিকারই ছিল সেকালের আমীরদের চিত্ত বিনোদনের প্রধান উপায়। এজন্য কনষ্টান্টিনোপল হইতে নিয়মিতভাবে শিকারী কুকুর ও শ্যেন পাখী আনাইয়া দেমাস্কে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্দ্ধিত, প্রতিপালিত ও সুশিক্ষিত করা

* Sir G. W. Cox, Bart, M. A, Crusades, 93.

হইত। কিন্তু সালাহুদ্দীন যে দেশ-প্রচলিত রীত্যনুযায়ী এক জন সুকৌশলী শিকারীতে পরিণত হন, এরূপ অনুমানের কোনই কারণ নাই। খৃষ্টানদের নিকট হইতে নুরুদ্দীন অন্ততঃ পঞ্চাশটী দুর্গ কাড়িয়া লন। এই সকল যুদ্ধে শের্কুহ্ অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন ইহার কোনটাতেই যোগদান করেন বলিয়া জানা যায় না। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি কিরূপে এত অজ্ঞাত জীবন যাপন করেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়।

কবিতা-প্রিয় হইলেও সূক্ষ্ম তর্ক-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার যত আসক্তি ছিল, কাব্যের প্রতি তত ছিল না। কাজেই তিনি যে এক জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বা কবিরূপে খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন, তাহারও সম্ভাবনা কম। সে যুগের 'জ্ঞানিগণের নেতা' ইব্‌নে আবী উস্‌রাণ যখন দেমাস্কের বড় মস্‌জেদে বক্তৃতা করিতেন, তখন সালাহুদ্দীন সম্ভবতঃ দূরদেশ হইতে আগত সুধীমণ্ডলী হইতে দূরে বসিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেন। নতুবা ওসামার আত্ম-চরিতের কোথাও না কোথাও তাঁহার নাম উল্লিখিত হইত। বস্তুতঃ সংসারে যাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে বড় হইয়া গিয়াছেন, সালাহুদ্দীন তাঁহাদেরই এক জন। প্রাথমিক জীবনে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোনই আভাস পাওয়া যায় না। অবশ্য ক্ষমতালাভের পর উহার সদ্ব্যবহার করিতে কখনও তিনি শৈথিল্য দেখান নাই। কিন্তু খুল্লতাত ও বন্ধুবর্গের নির্ব্বন্ধাতিশয্য ব্যতীত তিনি আদৌ রাজনীতি-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতেন কিনা, সন্দেহ। হয়ত এই শান্ত-স্বভাব ধার্ম্মিক যুবক কাল-স্রোতের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া অখ্যাত ও অজ্ঞাত ভাবে ভব-লীলা সাঙ্গ করিতেন, হয়ত তিনি ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠ রক্ষক সালাহুদ্দীন বা ইউরোপীয়দের অতি-আদরের সালাদিন না হইয়া শুধু 'দেমাস্কের ইউসুফ'ই থাকিয়া যাইতেন। বিধির বিধি সত্যই দুর্ব্বোধ।

———

## মিসর জয়

উমায়্যা ও আব্বাসিয়া খলীফাদের আমলে নবী-বংশের উপর যে অবিচার ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে এক দল মোসলমানের সহানুভূতি স্বভাবতঃই এই উপদ্রুত বংশের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহারাই শিয়া ( দল ) নামে পরিচিত। বাকী মোসলমানেরা প্রধানতঃ সুন্নী। শিয়াদের সাহায্যে ফাতেমিয়ারা আব্বাসিয়াদের হাত হইতে উত্তর আফ্রিকা ( ৯০৯ খৃঃ ) সিরিয়া, আরব ও মিসর ( ৯৬৯ ) কাড়িয়া নিয়া সেখানে স্বতন্ত্র খেলাফতের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় তিন শতাব্দী ( ৯০৯-১১৭১ ) পর্যান্ত তাঁহারাই ছিলেন ভূমধ্য সাগর তটের প্রবলতম রাজশক্তি। সিসিলী তাঁহাদের অধিকারে আসে; কর্সিকা ও সার্দিনিয়া তাঁহাদের হস্তে লুন্ঠিত হয়। তাঁহাদের অর্ণবযান লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে ঘুরিয়া বেড়াইত। প্রাচ্যের বিপুল বাণিজ্যের শুল্ক মিসরেই আদায় হইত। কাজেই মিসরীয়দের ঐশ্বর্য্যের অন্ত ছিল না।

প্রথমে নিরাড়ম্বর জীবন যাপন করিলেও ক্রমে মিসরের ধনৈশ্বর্য্যে খলীফাদের চিত্ত-বৈকল্য ঘটিল। কর্ম্মচারীদের হস্তে রাজ্যের গুরু-ভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহারা বিলাসিতার পঙ্কিল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। উজীরেরা রাজক্ষমতা হস্তগত করিয়া রাজোপাধি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন। উজীরীর জন্য রাজ্যমধ্যে নিরন্তর গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। ১১৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে উত্তর মিসরের আরব শাশনকর্ত্তা শাবের উজীর আজমের পদ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু সাত মাস পরে বার্কিয়া সেনাদলের অধিনায়ক দীর্গাম তাঁহাকে মিসর হইতে তাড়াইয়া দিলেন। শাবের দেমাস্কে পলাইয়া গিয়া নূরুদ্দীনের সাহায্য চাহিলেন। তিনি যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে ও মিসরের রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ বার্ষিক কর দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথায় প্রত্যয় না হওয়ায় এবং মরুভূমি অতিক্রম কালে ফ্র্যাঙ্ক বাহিনী

কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় সোলতান ইতস্তত: করিতে লাগিলেন।

অবস্থার চাপে নূরুদ্দীনের এই দ্বিধা বেশী দিন টিকিল না। যুদ্ধে সাহায্য দানের জন্য জেরুসালেম-রাজ মিসরের রাজস্ব হইতে বার্ষিক কিছু টাকা পাইতেন। ইহা লইয়া দীর্গামের সহিত প্রথম আমালরিকের বিবাদ বাধিল। ব্যাপার শেষে যুদ্ধক্ষেত্র পর্য্যন্ত গড়াইল। বিলবায়সের নিকটে পরাজিত হইয়া উজীর নীল নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। সমগ্র দেশ জলে ডুবিয়া যাওয়ায় আমালরিককে বাধ্য হইয়া দেশে ফিরিতে হইল। এমন সময় শাবেরের দেমাস্ক গমন-বার্ত্তা দীর্গামের কানে আসিল। নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি পূর্ব্ব-দেয় টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে স্বীকার করিয়া জেরুসালেমে দূত পাঠাইলেন। মিসরের রাজস্বে আমালরিকের শক্তিবৃদ্ধি হউক, নুরুদ্দীন কিছুতেই ইহা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। খৃষ্টানেরা তাঁহাকে বাধাদানে অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বেই এপ্রিল মাসে ( ১১৬৪ ) শের্কুহ্ একদল শক্তিশালী সৈন্য লইয়া মিসর যাত্রা করিলেন। পিতৃব্যের ঐকান্তিক অনুরোধে সালাহুদ্দীনও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

বিল্‌বায়সে মিসরীয়েরা হারিয়া গেল ; শাবের ফোস্তাত ও অন্যান্য সেনাপতি কায়রো অবরোধ করিয়া রহিলেন। রাজকোষে অর্থাভাব ঘটায় দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ দীর্গাম ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অর্থে হস্তক্ষেপ করিলেন। অমনি লোকে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। সাহায্য লাভের জন্য নগরের দূরবর্ত্তী অংশের দিকে গমনকালে তাঁহার অশ্ব কোলাহলে ক্ষেপিয়া গিয়া তাঁহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোধোন্মত্ত জনতা তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিল। মিসরের একজন শ্রেষ্ঠ শূর, ধানুকী ও অশ্বারোহী এবং ইব্‌নে-মুক্‌লার ন্যায় লেখক ও কবির এরূপ শোচনীয় পরিণাম বাস্তবিকই অতি মর্ম্মান্তিক।

মে মাসে শাবের স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু উজীরী পাইয়াই তিনি শেকু‌র্হ কে কৌশলে কায়রো হইতে বাহির করিয়া দিয়া প্রতিশ্রুত অর্থ দানে অস্বীকৃত হইয়া বসিলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। শাবেরের আমন্ত্রণে আমালরিক মিসরে আসিলেন। শেকু‌র্হ্ চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত বিলবায়সে আত্মরক্ষা করিলেন। এদিকে নূরুদ্দীনের সৈন্যেরা হারিম অধিকার করিয়া বেনিয়াস অবরোধ করায় আমালরিককে স্বরাজ্য রক্ষায় ছুটিতে হইল। সন্ধি-সূত্রে 'মিসর মিসরীয়দের জন্য' রাখিয়া শেকু‌র্হ্ও দেশে ফিরিয়া গেলেন।

বিনা গৌরবে প্রথম মিসরাভিযান সমাপ্ত হইলেও উহা একেবারে নিরর্থক হইল না। মিসরের সামরিক দৌর্ব্বল্য অবগত হইয়া শেকু‌র্হ্ পুনরায় সেখানে সৈন্য পাঠাইবার জন্য সোলতানকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বাগদাদের আব্বাসিয়া খলীফা তাঁহাকে দোয়া পাঠাইলেন। তথাপি সতর্ক নূরুদ্দীন কিছুদিন চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে শাবের ফ্র্যাঙ্কদের সহিত সন্ধি করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন।

১১৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে শেকু‌র্হ্ দুই হাজার উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী লইয়া পুনরায় মিসরে হাজির হইলেন। গিজায় তাঁহার শিবির পড়িল। আমালরিকও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া নদীর অপর তীরে ফোস্তাতের নিকটে তাঁবু ফেলিলেন। শাবের তাঁহাকে নগদ দুই লক্ষ ও যুদ্ধশেষে আরও দুই লক্ষ মোহর দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। উজীরের কথায় বিশ্বাস না হওয়ায় আমালরিক স্বয়ং খলীফার দ্বারা সন্ধি-পত্র অনুমোদন করাইয়া লইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা এক রাত্রিতে নৌকাযোগে নীল নদী উত্তীর্ণ হইল; বাধা দানের সুবিধা না পাইয়া শেকু‌র্হ্ উত্তর মিসরের দিকে প্রস্থান করিলেন। আমালরিক তাঁহার পশ্চাতে ছুটিলেন। বন্ধুবর্গের সাবধান-বাণী

উপেক্ষা করিয়া শের্কুহ্ আল্‌বাবানে তাঁহাকে যুদ্ধ দান করিলেন। সালাহুদ্দীন চালাকি করিয়া প্রথমেই পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। তিনি পলায়ন করিতেছেন ভাবিয়া মিত্র-বাহিনীর অগ্রভাগ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। এদিকে শের্কুহ্ শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিয়া মিসরীয়দিগকে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বহু সৈন্য নিহত হইল; যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল। ওদিকে সালাহুদ্দীন কিয়দ্দূর গিয়া হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া খৃষ্টানদের উপর আপতিত হইলেন। সহসা আক্রান্ত হইয়া তাহারা পশ্চাতে হটিয়া গেল। কিন্তু পূর্ব্বস্থানে আসিয়া মিত্রদের সাড়া না পাইয়া তাহারাও তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিল। শের্কুহ্ ও সালাহুদ্দীন পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। বহু লোক বন্দীকৃত ও শত্রুপক্ষের সমস্ত রসদ-পত্র তাঁহাদের হস্তগত হইল। শের্কুহ্ বিনা বাধায় আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করিলেন। সালাহুদ্দীনকে ইহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য পুনরায় উত্তর মিসরে চলিয়া গেলেন।

অল্প দিন পরে ফ্র্যাঙ্ক ও মিসর বাহিনী স্থলপথে এবং খৃষ্টান নৌ-বহর জলপথে আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করিল। সালাহুদ্দীনের সঙ্গে মাত্র এক হাজার সৈন্য ছিল। খৃষ্টানদের আনীত প্রাচীর-ধ্বংসকারী মারাত্মক যন্ত্রাবলী দেখিয়া নাগরিকেরা হতাশ হইয়া পড়িল। তদুপরি নিয়ত অবরুদ্ধ থাকায় নগরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল। এমতাবস্থায় আড়াই মাস পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করা সোজা ব্যাপার নহে। বস্তুতঃ সটান নির্জ্জনবাস হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সালাহুদ্দীন বাবানের যুদ্ধে ও আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধে যে অপূর্ব্ব ধৈর্য্য, সাহস, রণ-কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, তাহাতে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা পর্য্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধের সংবাদ পাইয়া শের্কুহ্ শত্রুদের মনো-

যোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য কায়রো আক্রমণ করিলেন। বাধ্য হইয়া আমালরিককে সন্ধির প্রস্তাব উঠাইতে হইল! শের্কু হ্ প্রথমে নারাজ হইলেন; কিন্তু অর্দ্ধ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ায় অবশেষে তাঁহার সুর নামিয়া আসিল। ১১৬৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট পূর্ব্ব-শর্ত্তে উভয় পক্ষে আবার সন্ধি হইল। তদনুসারে শের্কু হ্ পুনরায় দেমাস্কে গমন করিলেন। কিন্তু আমালরিক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া মিসরে তাঁহার প্রভুত্ব বজায় রাখার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। কায়রোতে খৃষ্টান প্রহরী ও প্রতিনিধি নিযুক্ত হইল; এতদ্ব্যতীত শাবের জেরুসালেম-রাজকে বার্ষিক এক লক্ষ দিনার কর দানের অঙ্গীকার করিতেও বাধ্য হইলেন।*

আমালরিকের উগ্র-স্বভাব পরামর্শদাতারা ইহাতেও তৃপ্ত হইতে না পারিয়া মিসর জয়ের জন্য তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন। রাজা ইহার বিরোধিতা করিয়া বলিলেন, "আমরা মিসর আক্রমণ করিলেই শাবেরকে বাধ্য হইয়া নূরুদ্দীনের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে। 'একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।' তখন মিসর জয় দূরের কথা, জেরুসালেম রক্ষা করাই কঠিন হইয়া পড়িবে।" কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকদের প্রস্তাবে সায় দিতে হইল। প্রকাশ্যভাবে সন্ধিভঙ্গ করিয়া এবং বিন্দুমাত্রও কারণ না দর্শাইয়া খৃষ্টান বাহিনী আবার মিসর যাত্রা করিল। ১১৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩সরা নভেম্বর বিলবায়সে (পেলুসিয়াম) উপস্থিত হইয়া তাহারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-নির্ব্বিশেষে সমস্ত নাগরিক ও রক্ষী সৈন্যকে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিল।

একে বিশ্বাসঘাতকতা, তদুপরি না-হক্ নরহত্যা; 'গোদের উপর বিষ-ফোড়া'। সমগ্র মিসর ক্ষেপিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ নূরুদ্দীনের পক্ষাবলম্বনে প্রস্তুত হইল। খৃষ্টানেরা ফোস্তাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কায়রো রক্ষা

* Archer & Kingsford, Crusades, 235.

করা কঠিন হইবে ভাবিয়া শাবের তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন ( নভেম্বর, ১৪ )। তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ফোস্তাত মিসরের রাজধানী ছিল; ইহা দগ্ধ হইতে ৫৪ দিন লাগিল। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে কত সমৃদ্ধ নগরই না এভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে! কায়রোর দক্ষিণের জনহীন সুবিস্তৃত বালুকা-স্তূপের মধ্যে আজিও ফোস্তাতের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাবের ছিলেন পাকা কূটরাজনীতিবিদ্। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অনর্থক বলক্ষয় করার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। তিনি এক দিকে লোভী খৃষ্টানদিগকে অর্থদানে কায়রো আক্রমণে বিরত রাখিলেন, অন্য দিকে সাহায্য চাহিয়া দেমাস্কে দূত পাঠাইলেন। স্বয়ং খলীফা পর্য্যন্ত নূরুদ্দীনের নিকট পত্র লিখিলেন। দীনতা প্রকাশের জন্য এমন কি তিনি তৎসঙ্গে স্বীয় পত্নীর একগুচ্ছ কেশ পাঠাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এরূপ বিনীত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। ৮০০০ উৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া ১৭ই ডিসেম্বর শের্কূহ্ আবার মিসরে চলিলেন। সালাহুদ্দীনকে সঙ্গে যাইতে বলায় তিনি উত্তর দিলেন, "খোদার কসম, মিসরের রাজত্ব দিলেও আমি সেখানে যাইব না; আলেকজান্দ্রিয়ার যে কষ্ট পাইয়াছি, কখনও তাহা ভুলিতে পারিব না।" কিন্তু শের্কূর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে মত পরিবর্ত্তন করিতে হইল। মৃত্যুমুখে বিতাড়িত ব্যক্তির ন্যায় তিনি মিসরে চলিলেন। এই অনিচ্ছাকৃত যাত্রাই অচিরে তাঁহাকে ক্ষমতা ও গৌরবের তুঙ্গ শিরে বসাইয়া দিল। 'হয়তঃ তুমি যাহা ঘৃণা কর, তাহাই তোমার পক্ষে ভাল', সালাহুদ্দীনের জীবনী কোরানের এই মহাবাণীর মূর্ত্ত বিকাশ।

শের্কূর অগ্রগতি রোধের জন্য আমালরিক মরুভূমির দিকে ছুটিলেন; কিন্তু শের্কূহ্ কৌশলে তাঁহার সহিত সঙ্ঘর্ষ এড়াইয়া ৯ই জানুয়ারী ( ১১৬৯ ) মিসর বাহিনীর সহিত মিলিত হইলেন। শাবের কর্ত্তৃক প্রতারিত ও শের্কূর

সামরিক বুদ্ধির নিকট পরাভূত হইয়া আমালরিক আর যুদ্ধ না করিয়াই স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। সম্পূর্ণ বিনা রক্তপাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় তুর্কেরা বিজয়-বাদ্য বাজাইয়া নগরে প্রবেশ করিল। কৃতজ্ঞ খলীফা শের্কুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে একটী খেলাত উপহার দিলেন। ধূর্ত্ত শাবের তাঁহাকে বাহ্য ভক্তিতে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন; অথচ সিরীয় সর্দ্দারগণকে বন্দী করার জন্য গোপনে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সালাহুদ্দীন ও কয়েকজন আমীর ইহা টের পাইয়া একদিন অসতর্ক অবস্থায় শাবেরকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। খলীফার আদেশে অবিলম্বে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত হইল। কুটিল-প্রকৃতি হইলেও শাবের অত্যন্ত কবিত্ব-প্রিয় ছিলেন। একবার একটী গীতি-কবিতা শুনিয়া তিনি এতই আনন্দিত হন যে, প্রসিদ্ধ কবি ওমারার মুখ-গহ্বর স্বর্ণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেন।

১৮ই জানুয়ারী খলীফা অল্‌-আজিজ শের্কুহ্‌কে অল্‌-মালেক-অন্‌-নাসির (বিজয়ী রাজা) উপাধি দিয়া শাবেরের শূন্য পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার উজীরী প্রাপ্তিতে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু বেশী দিন এই মর্য্যাদা ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। অতি-ভোজনের ফলে দুই মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল (২৩শে মার্চ্চ)। শের্কুর অকাল মৃত্যুতে সালাহুদ্দীনের ভাগ্য-পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল।

---

## উজীর সালাহুদ্দীন

মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অতি সামান্য। সে যেখানে কল্পনায় বিপজ্জালের বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠে, খোদা হয়ত সেখানেই তাহার জন্য অনন্ত মঙ্গল নিহিত রাখেন। কোরান সত্যই বলিয়াছে, "আল্লাহ্ জ্ঞানী, আর মানুষ অজ্ঞান।" মিসর গমনের পূর্ব্বে সালাহুদ্দীন তাঁহার ভাগ্য-পটে দুঃখ-কষ্টের কাল রেখা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই। কিন্তু এক্ষণে উহাই তাঁহাকে সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিল। সমস্ত প্রবীণ লোককে উপেক্ষা করিয়া খলীফা সালাহুদ্দীনকেই 'অল্-মালিক অন্-নাসির' উপাধি দিয়া ২৬শে মার্চ্চ উজীরের শূন্য গদীতে বসাইলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েকজন তুর্ক সেনাপতি সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন। মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া এবং বিখ্যাত আইনজ্ঞ অল্-হক্কারির সাহায্যে অনেক বুঝাইয়া সালাহুদ্দীন অতি কষ্টে অবশিষ্ট সৈন্য ও সেনাপতিকে নিজের নিকটে রাখিতে সমর্থ হইলেন।

সৈন্যদলের বিরুদ্ধভাব থামিয়া গেলে সালাহুদ্দীন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংযম ও কঠোরতার সহিত জীবন যাপন আরম্ভ করিলেন। স্বজাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা বিমোচনের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া এখন হইতে তাঁহার সমগ্র শক্তি ও উদ্যম এক মহান্ উদ্দেশ্যে—খৃষ্টানদিগকে এসিয়া হইতে বিতাড়িত করিতে পারে এরূপ একটী শক্তিশালী সৈন্যদল গঠনে নিয়োজিত হইল। তিনি প্রকাশ্যেই বলিতেন, "খোদা যখন মিসরের শাসন-ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, তখন পালেস্তাইনও তিনি আমারই জন্য রাখিয়া দিয়াছেন।" তাঁহার পদ খুবই জটিল ছিল; এক দিকে তিনি শিয়া খলীফার উজীর, অন্যদিকে সুন্নী সোলতানের প্রতিনিধি। এমতাবস্থায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সালাহুদ্দীন নির্ব্বোধ ছিলেন না; তিনি খোৎবায় উভয়েরই মঙ্গল কামনার আদেশ দিয়া ব্যাপারটা সোজা করিয়া ফেলিলেন। হঠাৎ কোন

গুরুতর পরিবর্ত্তন করিতে গেলে উহার ফল তাঁহার পক্ষে মারাত্মক হইতে পারিত। মিসরীয় সভাসদ্ ও কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে ঈর্ষ্যা ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন; প্রাসাদের সৈন্য ও ভৃত্যেরা প্রকাশ্যেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিত। নূরুদ্দীন তাঁহার উজীরী প্রাপ্তিতে আনন্দ জ্ঞাপন করিলেও তাহাতে আন্তরিকতা ছিল কিনা, সন্দেহ। কাজেই সালাহুদ্দীনের কাজ হইল, কাহারও অধিক ঈর্ষ্যা বা সন্দেহের উদ্রেক না করিয়া নিজের শক্তিবৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচীন মিসরের ফেরাউনের মন্ত্রী ইউসুফের ন্যায় স্বীয় পরিজনবর্গকে মিসরে আনয়ন করিলেন। তাঁহার ভ্রাতারা নির্ব্বাসিত আমীরদের জায়গীর পাইলেন; আয়ূব স্বেচ্ছায় কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। প্রতিদানে সকলেই বিশ্বস্ততার সহিত সালাহুদ্দীনকে প্রাণপণে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

ভ্রাতৃগণের সহায়তা শীঘ্রই তাঁহার খুব কাজে লাগিল। খলীফা মনে করিয়াছিলেন, সালাহুদ্দীনের ন্যায় শান্ত-শিষ্ট যুবককে তিনি নিজের ইচ্ছামত চালাইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার তস্‌বিহের ভিতর যে এত ক্ষমতা লুক্কায়িত ছিল, তাহা কে জানিত? যেই তিনি নির্ব্বাচনের ভুল বুঝিতে পারিলেন, অমনি নূতন উজীরকে ধ্বংস করার জন্য গুপ্ত-মন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া গেল। খোজাধ্যক্ষ নেজার নেতৃত্বে ফ্র্যাঙ্কদের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিল। দৈবক্রমে সালাহুদ্দীন ইহা টের পাইয়া তাহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। ফলে হতভাগ্য ধৃত হইয়া ফাঁসী-কাষ্ঠে বিলম্বিত হইল (জুলাই, ১১৬৯)। প্রধানতঃ সুদানীদের দ্বারাই তখন মিসর-বাহিনী গঠিত হইত। তাহাদের নেতা ও স্বদেশবাসীর প্রাণদণ্ডে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চাশ হাজার কাফ্রী সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। খলীফার পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী বায়নুল কাস্‌রায়নে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। বহুলোক হতাহত হওয়ার পর কাফ্রীরা পরাজিত ও তাহাদের বাসভূমি আল্-মনসুরিয়া ভস্মীভূত হইল।

নিরুপায় হইয়া তাহারা দয়া ভিক্ষা করিল; তাহাদিগকে প্রথমে গিজায় ও পরে উত্তর মিসরে স্থানান্তরিত করা হইল।

দূরে গিয়াও খলীফা-পক্ষীয় লোকদের উত্তেজনায় কাফ্রীরা ছয় বৎসর পর্যন্ত সালাহুদ্দীনকে বিরক্ত করিয়া মারিল। ১১৭১-২ খৃষ্টাব্দের শীত ঋতুতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তুরাণ শাহ্ তাহাদিগকে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করিলেন। কিন্তু পর বৎসর তাহারা আবার বিদ্রোহ-পতাকা উত্তোলন করিল। পরবর্ত্তী শীত ঋতুতে তিনি তাহাদিগকে নিউবিয়া পর্যান্ত তাড়াইয়া নিয়া ইব্রিম বা পিরিস্ নগর দখলে আনিলেন। কেন্‌জুদ্দৌলার নেতৃত্বে তথাপি তাহারা পর বৎসর (১১৭৪) আস্ওয়ানে ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। সালাহুদ্দীনের অন্যতম জ্যেষ্ঠভ্রাতা সায়ফুদ্দীন অল্-আদিল ঘোর যুদ্ধের পর সেপ্টেম্বর মাসে কেন্‌জুকে নিহত করিলেন। ইহার পরেও ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্দান্ত কাফ্রীরা কপ্‌টসে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। অল্-আদিল এবার তাহাদিগকে এমন শিক্ষা দিলেন যে, চিরতরে তাহাদের মাথা ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

বিদ্রোহী কাফ্রীদিগকে কায়রো হইতে বিতাড়িত করিতে না করিতেই এক ভীষণতর বিপদ উপস্থিত হইল। নূরুদ্দীনের সেনাপতি কর্ত্তৃক মিসর অধিকৃত হওয়ায় দুইটী শক্তিশালী রাজ্যের মধ্যে পড়িয়া পালেস্তাইনের খৃষ্টান শক্তির অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিল। কাজেই কায়রোর ষড়যন্ত্রকারীদের আমন্ত্রণ পাইয়া আমালরিক অবিলম্বে তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। গ্রীক সম্রাট ম্যানুয়েল জামাতার সাহায্যে আসিলেন। দুই শত রণ-তরী সমুদ্র-পথে ও এক শক্তিশালী ক্রুসেডার বাহিনী স্থলপথে দমিয়েতা অবরোধে ছুটিয়া চলিল। অনুকূল বায়ুর অভাবে নৌবহরের আসিতে বিলম্ব ঘটায় সালাহুদ্দীন রক্ষী সৈন্যদলের সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের জন্য সিরিয়ায় দূত প্রেরিত হইল। প্রত্যুত্তরে দেমাস্ক হইতে দলে দলে সৈন্য

আসিতে লাগিল। খৃষ্টানদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য নূরুদ্দীন স্বয়ং পালেস্তাইন আক্রমণ করিলেন।

১১৬৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে দমিয়েতা অবরোধ আরম্ভ হইল। নৌ-বহর আসিতে আরও তিন দিন বিলম্ব ঘটিল। কিন্তু এক অজেয় দুর্গ দ্বারা রক্ষিত লৌহ-শৃঙ্খলে প্রতিহত হইয়া উহা পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিতে পারিল না। রক্ষী সৈন্যেরা অকস্মাৎ বহির্গত হইয়া কয়েকটী অবরোধ-যন্ত্রে আগুন লাগাইয়া দিল; এমন কি তাহারা নৌ-বহরের একাংশ পর্য্যন্ত পোড়াইয়া ফেলিল। কিছুদিন পরেই খৃষ্টান শিবিরে খাদ্যাভাব দেখা দিল। ফল ভক্ষণের দরুণ তাহাদের অনভ্যস্ত পাকস্থলীতে গোলমাল আরম্ভ হইল। রোগ ও অনাহারে ক্রুসেডারদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। তাহাদের পরাজয় সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রকৃতিও অবরুদ্ধ নাগরিকদের সহিত ষড়যন্ত্র করিল। মুষলধারে বারিপাতের ফলে শিবিরগুলি জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ভীষণ ঝড়ে শিবির-দণ্ড ও অবরোধ-মঞ্চসমূহ উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। রক্ষী সৈন্যেরা প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের দুর্দ্দশা আরও বাড়াইয়া তুলিল। পঞ্চাশ দিন ব্যর্থ অবরোধের পর আমালরিক তাঁহার অর্দ্ধ-উপবাসী সৈন্যগণকে লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। 'বিপদ কখনও একা আসে না।' পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকায় পড়িয়া খৃষ্টান নৌ-বহর একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। উটপাখীর ন্যায় শৃঙ্গের সন্ধানে গিয়া তাহারা কর্ণহীন অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

এই শোচনীয় ব্যর্থতার পর খৃষ্টানেরা আর পর-রাজ্য আক্রমণে সাহসী হইল না; এখন হইতে তাহাদিগকে সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষায় ব্যস্ত থাকিতে হইল। বিগত কৃতকার্য্যতায় প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি শীঘ্রই চির-শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলেন; এই সংগ্রাম দীর্ঘ বাইশ বৎসরের মধ্যে আর থামে নাই। প্রথমে সীমান্তের গাজার উপর তাঁহার নজর পড়িল। পথি-

মধ্যে তিনি দারুম নামক একটী ক্ষুদ্র দুর্গ অবরোধ করিলেন। টেম্পলার নাইটদের হাতে ইহার রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা আমালরিকের আগমন পর্যান্ত দুর্গ রক্ষা করিলেন। রীতিমত যুদ্ধ করা সালাহুদ্দীনের ইচ্ছা ছিল না বলিয়া তিনি অবরোধ উঠাইয়া গাজার দিকে ছুটিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই নগর তাঁহার দখলে আসিল; কিন্তু দুর্গ অবিজিত রহিল। দুর্গাধ্যক্ষ পলাতক নাগরিকগণকে আশ্রয় দানে অসম্মত হওয়ায় তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিল। দীর্ঘকাল অবরোধ চালাইবার ইচ্ছা না থাকায় সালাহুদ্দীন নগর লুণ্ঠন করিয়া বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য সহ মিসরে ফিরিয়া আসিলেন। বহুদিন পরে তাহাদের উজীরকে বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া মিসরীয়দের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

কিছু দিন পরে সালাহুদ্দীন আকাবা উপসাগরের মুখে অবস্থিত আয়লা দুর্গ অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। লোহিত সাগরের পথে যাঁহারা মক্কা যাইতেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাকে চাবি বলা যাইতে পারে। কায়রোতে জাহাজের যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া উটের সাহায্যে তাহা লোহিত সাগর-তীরে নীত হইল। সেখানে জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া সালাহুদ্দীন জল, স্থল উভয় দিক্ হইতে আক্রমণ চালাইয়া ১১৭০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে আয়লা দুর্গ হস্তগত করিলেন।

এরূপ কৃতকার্য্যতা লাভের ফলে মিসরীয় মহলে নূতন উজীরের খ্যাতি বর্দ্ধিত হইল। খৃষ্টানেরা সমস্ত মোসলমানেরই শত্রু। কাজেই শান্তির সময় সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইলেও যুদ্ধকালে তাহারা শিয়া-সুন্নীর পার্থক্য ভুলিয়া দলে দলে তাঁহার পতাকা-নিম্নে সমবেত হইত। ক্রমে তাহারা তাঁহাকে দেশ ও ধর্ম্মের একজন শ্রেষ্ঠ রক্ষক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। নেজার প্রাণ-দণ্ডের পর হইতেই খোজা-প্রহরী কারাকুশ খলীফার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নির্জ্জন-বাস ও ক্ষমতাহীনতায়

কায়রোতে শিয়া মতের প্রাধান্য হ্রাস পাইল। ফোস্তাতে নাসিরিয়া ও কামহিয়া নামে দুইটী কলেজ স্থাপন এবং প্রধান প্রধান প্রাদেশিক নগরে গোঁড়া শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া সালাহুদ্দীন দেশের অভ্যন্তরেও সুন্নী মত বিস্তারের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে উদ্যোগ-পর্ব্ব সমাপ্ত করিয়া তিনি শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। অবশেষে অসহায় খলীফা অসুস্থ হইয়া পড়িলে ১১৭১ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর সালাহুদ্দীনের আদেশে বড় মসজেদের ইমাম ফাতেমিয়া খলীফার পরিবর্ত্তে আব্বাসিয়া খলীফার নামে খোৎবা পাঠ করিলেন। মুসল্লীরা (উপাসকেরা) ইহাতে বিস্মিত হইলেন, কিন্তু সালাহুদ্দীনের ক্ষমতা তখন এত দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত যে, প্রতিবাদের একটী ক্ষীণ শব্দও কাহারও মুখ হইতে বাহির হইল না।

যে ধর্ম্ম-বিপ্লবের ফলে মোসলেম জগত দ্বিধা-বিভক্ত হয়, এইরূপে দুই শতাব্দী পরে সম্পূর্ণ বিনা বাধায় তাহার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া সালাহুদ্দীন অসীম গৌরবের অধিকারী হইলেন। * খলীফা আল্-মোস্তাদী আহ্লাদে আটখানা হইয়া রাজধানী আলোক-মালায় সজ্জিত করিলেন। নূরুদ্দীন দুইখানা তরবারি ও সোলতান উপাধি পাইলেন। প্রভুর নিকট হইতে সালাহুদ্দীনের জন্য শাহী খেলাত ও আব্বাসিয়াদের কৃষ্ণ-পতাকা আসিল। তিনি রুগ্ন ফাতেমিয়া খলীফাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন না করার জন্য নিষেধ করিয়া দিলেন। তিন দিন পরে (১৩ই সেপ্টেম্বর) খলীফা অল্-আজীজ একুশ বৎসর বয়স না হইতেই শান্তিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কারাকুশ তাঁহার পুত্র-কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের উপর কড়া নজর রাখিলেন। ফলে তাঁহারা সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

---

* "...Saladin had the glory of ending a schism which had lasted two hundred years..."—Cox, Bart, 99.

## সালাহুদ্দীনের কায়রো

বর্ত্তমান সময় যাঁহারা কায়রো দর্শনে গমন করেন, সালাহুদ্দীনের রাজধানীর অতি সামান্য অংশই তাঁহাদের দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। তিনটী পুরাতন দ্বার, তিনটী ভগ্ন-প্রায় মস্‌জেদ ও প্রাচীন প্রাচীরের অংশবিশেষ ব্যতীত এখন উহার আর কিছুই নাই। বর্ত্তমান কায়রোর সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক দৃশ্য—বহু-সংখ্যক অত্যুচ্চ চমৎকার বুরুজ-শোভিত, দৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত নগররক্ষী দুর্গের তখন অস্তিত্ব ছিল না। তৎপরিবর্ত্তে সেখানে মুকাত্তাম শৈলের একটী চক্রাকার বাহু শোভা পাইত। নীল নদী তখন আরও অনেক পূর্ব্ব দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইত ; ইউরোপীয়দের বাসভূমি ইস্‌মাঈলিয়া পাড়ার অধিকাংশই তখন নদী-গর্ভে নিহিত ছিল। বুলক দ্বীপ তখনও জলের উপরে মস্তকোত্তলন করে নাই, উত্তরেও কোন আব্বাসিয়া উপনগরী গড়িয়া উঠে নাই। বর্ত্তমান কালের ন্যায় গৃহ ও রাজপথগুলি তখনও প্রাচীন জুবিলা দ্বার ছাড়াইয়া দক্ষিণে সেণ্ট্ নেফিসার উপাসনাগার পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। আরও দক্ষিণে অনেকগুলি ক্ষুদ্র পাহাড় পরিদৃষ্ট হইত। প্রাচীন ফোস্তাত এবং তদপেক্ষাও প্রাচীনতর বাবিলন নগরীর ধ্বংসাবশেষ এই শৈল-শ্রেণীর উপাদান। উপরাংশ বালুকায় ঢাকা পড়িয়া যাওয়ায় উহাদের সমৃদ্ধির স্মৃতিচিহ্নগুলি মানব-দৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে।

মোসলমান আমলে মিসরের রাজধানী কয়েক বার দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ উত্তর-পূর্ব্ব দিকে স্থানান্তরিত হয়। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে মিসর-বিজেতা আমর ফোস্তাত বা পট-মণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। যেখানে আব্বাসিয়া সেনাপতি তাঁহার শিবির স্থাপন করেন, সেখানে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে অল্-আস্‌কার ( তাঁবু ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার আরও উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদ ইব্‌নে-তুলুন অল্-কাতাইর ( পাড়া-শ্রেণী ) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মিসরে

মোসলমানদের সর্ব্বশেষ রাজধানী কায়রো; ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে কায়রোওয়ানের ফাতেমিয়া খলীফার সেনাপতি জোহর মিসর বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া প্রভুর জন্য ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইহার প্রকৃত নাম অল্-কাহেরা বা বিজয়ী; ইতালীয়েরা ইহাকে বিকৃত করিয়া কায়রো বলিত; বর্ত্তমানে সকলেই তাহাদের অনুকরণ করিতেছে। ইহা মদীনা বা নগর নামেও অভিহিত হইত। ফাতেমিয়াদের কায়রো ছিল এক সুরক্ষিত বিশাল দুর্গ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী বিরাট প্রাঙ্গণকে বায়নুল কাস্‌রায়ন (প্রাসাদদ্বয়ের মধ্যস্থল) বলা হইত। ভূগর্ভস্থ পথ দিয়া খলীফারা প্রাসাদান্তরে গমন করিতেন। পূর্ব্ব বা বৃহত্তর প্রাসাদটীতে চারি হাজার কক্ষ ছিল। এত আড়ম্বরের মধ্যে বাস করা সালাহুদ্দীনের মনঃপুত না হওয়ায় শুধু যত্নের অভাবে এমন চমৎকার সৌধ দুইটী নষ্ট হইয়া যায়। আল্-আজহার মস্‌জেদ ভিন্ন অল্-কাহেরার এবং ইব্‌নে-তুলুনের ধ্বংস-প্রায় চমৎকার কারু-কার্য্য-খচিত মহাড়ম্বর মস্‌জেদ ব্যতীত অল্-কাতাইর পূর্ব্ব সমৃদ্ধির আর কিছুই এখন অবশিষ্ট নাই। প্রাচীন বাবিলন দুর্গ ও আমর মস্‌জেদ মাত্র ফোস্তাতের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দানের জন্য কোনরূপে অদ্যাপি দণ্ডায়মান আছে; কালের কুটিল নিষ্পেষণে অল্‌-আস্‌কার একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রাচ্যের রাজন্যবৃন্দ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে গর্ব্বানুভব করিতেন। সালাহুদ্দীনও এই চিরন্তন নীতির অনুসরণ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের ন্যায় রাজধানীকে আরও উত্তর-পূর্ব্ব দিকে না সরাইয়া তিনি এক বৃহৎ প্রাচীরের সাহায্যে প্রাচীন রাজধানী-চতুষ্টয়ের সংযোগ সাধন এবং নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ না করিয়া মুকাত্তাম শৈল-শ্রেণীর পশ্চিম বাহুর উপরে একটী নগর-রক্ষী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই। প্রলয়ঙ্কর তৃতীয় ক্রুসেডের চাপে তিনি এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। তাঁহার আমলে দুর্গের একাংশ মাত্র নির্ম্মিত

হয় ; দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে তাঁহার জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্রুতনামা খুল্লতাতের আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করেন। বাবুল-মোদার্রাস বা সোপান-দ্বারের শিলা-লিপি পাঠে জানা যায় যে, ৫৯৮ হিজরীতে ( ১১৮৩-৪ খৃঃ ) অল্-আদিলের তত্ত্বাবধানে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে-কারাকুশ কর্ত্তৃক কায়রো দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ২৮০ ফুট গভীর বীরে ইউসূফ বা ইউসূফের কূপও এই আবদুল্লার খনিত। সালাহুদ্দীনের পুণ্য-স্মৃতি বহন করিয়া ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দুর্গের অপর যে সকল অট্টালিকাদি তাঁহার নামে পরিচিত, সেগুলি পরবর্ত্তীকালের কীর্ত্তি। প্রস্তাবিত প্রাচীরও সালাহুদ্দীনের জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি যেটুকু নির্ম্মাণ করেন, তাহার ফলে নগর-রক্ষী দুর্গের সহিত শুধু অল্-কাহেরার সংযোগ সাধিত হয় ; কিন্তু ইহার দরুণ সেণ্ট্ নেফিসার ভজনালয় হইতে ফাতেমিয়া 'নগর' পর্য্যন্ত সমস্ত শহরতলি বিনষ্ট হইয়া যায় ; ঐ স্থানে এত হৃদয়গ্রাহী প্রমোদোদ্যান নির্ম্মিত হয় যে, ইব্‌নে-তুলুনের মস্‌জেদের দ্বারদেশ হইতে জুবিলা দ্বার পরিদৃষ্ট হইত। এখনও কায়রোর দুর্গ-প্রাচীর হইতে দৃষ্টিপাত করিলে ইহাদের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

কাহারও কাহারও অনুমান, বিগত রাজবংশের পক্ষভুক্ত ব্যক্তিরা পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই সালাহু-দ্দীন কায়রো দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু ইহার আরও গুরুতর কারণ ছিল। সিরিয়ার প্রত্যেক নগরেই একটী দুর্গ থাকিত। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, নগর বিজিত হইলেও বহু ক্ষেত্রে দুর্গ অবিজিত রহিয়া গিয়াছে ; এমন কি এই আশ্রয়-স্থান হইতে বহির্গত হইয়া নাগরিকেরা অনেক সময় শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া নগর পুনরধিকার করিতেও সমর্থ হইয়াছে। কাজেই কায়রোতেও এরূপ একটী দুর্গ নির্ম্মাণের খুবই প্রয়োজনীয়তা ছিল। এমন কি খোদ নূরুদ্দীনের বিরুদ্ধেও ইহার দরকার হইতে পারিত। মিসরের মস্‌জেদসমূহে তাঁহার নামে খোৎবা পঠিত এবং মুদ্রায় তাঁহার নাম অঙ্কিত

হইলেও সালাহুদ্দীন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিলেন। নূরুদ্দীন ইহা বেশ জানিতেন ; কিন্তু রুমের সোলতান ও ফ্র্যাঙ্কদের সহিত নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় মিসরের রাজপ্রতিনিধির ক্ষমতা থর্ব্বের অবসর তাঁহার হইয়া উঠিত না।

সালাহুদ্দীনও বরাবরই প্রভুর সংশ্রব এড়াইয়া চলিতেন। ফাতেমিয়া খলীফার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি মণ্ট্‌রিয়েল দুর্গ আক্রমণ করিলেন। সিরিয়া ও মিসরের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া ইহা উভয় রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য ও যাতায়াতের এক ভীষণ বিঘ্ন ছিল। তজ্জন্যই তাঁহার এই যুদ্ধ-যাত্রা। তিনি দুর্গ অবরোধ করিতে না করিতেই সংবাদ আসিল, নূরুদ্দীন তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য দেমাশ্‌ক ত্যাগ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়াই সালাহুদ্দীন শিবির ভাঙ্গিয়া দ্রুতপদে মিসরে চলিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় সোলতানকে লিখিলেন, ফাতেমিয়া বংশের অনুকূলে এক ষড়যন্ত্র চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়ায় তিনি অকস্মাৎ কায়রো যাইতেছেন। ষড়যন্ত্রের কথা সত্য হইলেও নূরুদ্দীন এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। মিসরের শাসন-কর্ত্তার অবাধ্যতার অবসান ঘটাইবার জন্য তিনি যুদ্ধ-যাত্রার আয়োজন করিলেন।

এই সংবাদ কায়রো পৌছিলে সালাহুদ্দীন ব্যাকুল হইয়া এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করিলেন ; কিন্তু আসন্ন বিপদ্-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও সেনা-পতিরা চুপ করিয়া রহিলেন। আয়ুব ব্যাপার বুঝিয়া পুত্রকে বলিলেন, "তুমি সোলতানকে লিখিয়া দাও, 'আপনার যুদ্ধোদ্যোগের সংবাদ পাইয়া অবাক্ হইলাম। শাহানশাহ্ একটীমাত্র লোক পাঠাইয়া দিলেই সে এই গোলামকে হুজুরের খেদমতে হাজির করিতে পারিবে। এমতাবস্থায় রণ-সজ্জার কি প্রয়োজন?" এই বলিয়া তিনি সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। সেনাপতিরা চলিয়া গেলে তিনি পুত্রকে বলিলেন, "খোদার কসম, নূরুদ্দীন

মিসরের একখানা ইক্ষুর জন্য হাত বাড়াইলেও আমি স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিব। কিন্তু হিংসুকেরা ইহা জানিতে পারিলে তাহার ফল বিষময় হইবে।” সালাহুদ্দীন পিতার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিলেন। আয়ুবের দূর দৃষ্টি সার্থক হইল; মিসর অভিযান করিয়া না-হক্ বিপদের সম্মুখীন হওয়া অপেক্ষা সালাহুদ্দীনের বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট থাকাই নূরুদ্দীন বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন।

শীঘ্রই এই বাধ্যতার পরীক্ষা করা হইল। ১১৭৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে সালাহুদ্দীন প্রভুর আদেশে মরু সাগরের দক্ষিণস্থ করক দুর্গ অবরোধ করিলেন। সিরিয়ার পথে অবস্থিত বলিয়া মোসলমানদের চক্ষে ইহা কণ্টক বলিয়া বিবেচিত হইত। গভীর পরিখা-বেষ্টিত একটী তুঙ্গ ঋজু শৈলোপরি অবস্থিত থাকায় দুর্গটী প্রায় অজেয় হইয়া পড়িয়াছিল। সালাহুদ্দীন ইহা অবরোধ করিলে নূরুদ্দীন আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন, পূর্ব্ব হইতেই এই ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ সঙ্কল্প টিকিল না। সোলতানের নিকটবর্ত্তী হওয়ার সংবাদ পাইয়াই তিনি তাড়াতাড়ি মিসরে চলিয়া গেলেন। নূরুদ্দীন পত্র পাইলেন, আয়ুবের অসুখ; তাঁহার মৃত্যুতে মিসরে বিদ্রোহ ঘটিতে পারে। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি এই যুক্তি সদ্‌ভাবেই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হায়, সালাহুদ্দীন যখন মিসরে পৌছিলেন, আয়ুবের পুণ্যাত্মা তখন স্বর্গ-পুরে। সৈন্যগণকে কুচ্-কাওয়াজ শিখাইবার সময় দৈবাৎ অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে ভূ-পতিত হইয়া তিনি গুরুতররূপে আহত হন; তৎফলে ৯ই আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতৃভক্ত পুত্র চক্ষু-জলে বক্ষ ভাসাইলেন। কিন্তু যিনি একবার পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তিনি কি কাহারও অশ্রু দর্শনে ফিরিয়া আসেন? পিতার মৃত্যুতে সালাহুদ্দীন এক জন পরম হিতোপদেষ্টা হারাইলেন। তাঁহার এ ক্ষতির আর পূরণ হয় নাই।

---

# দিগ্বিজয়

শোক-দুঃখ সমভাবে মনে থাকিলে সংসার অচল হইয়া যাইত। যতই দিন যায়, বিষাদ-স্মৃতিও ততই ক্ষীণ হইয়া আসে; মানুষও ক্রমে ক্রমে পুনরায় কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করে। ইহাই প্রকৃতির রীতি। পিতৃ-শোক কমিয়া গেলে সালাহুদ্দীন নানা কারণে রাজ্য-বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার সেনাপতি কারাকুশ ইতঃপূর্ব্বেই কাবেশ পর্য্যন্ত বার্কা ও ত্রিপোলীর সমগ্র অংশ দখল করিয়া লন। তাঁহার বিরাট বাহিনীকে কার্য্যে রত রাখিবার এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য ও পুরস্কারের অর্থে তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিবার জন্যই এই অভিযান প্রেরিত হয়। কায়রোর ষড়যন্ত্রকারী কর্ম্মচারী ও বিদ্রোহী কাফ্রীদিগকে বিদূরিত করিবার জন্য ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সুদানে এক অভিযান প্রেরণ করেন। অবশ্য ইহাতে তাঁহার আর একটী গূঢ়তর উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। নূরুদ্দীন বাহ্যতঃ তাঁহার প্রতি মিত্র-ভাব দেখাইলেও অন্তরে শত্রুতা পোষণ করিতেন। যদি মিসরে টিকিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব হইয়া উটে, তবে তিনি সুদান অথবা দক্ষিণ আরবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন। এত দূরদেশে নূরুদ্দীনের পক্ষে তাঁহার অনুসরণ করার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। দুর্দ্ধর্ষ তুরাণ শাহ্ কিরূপে সফলতার সহিত কাফ্রী দমন করিয়া ইব্রিম নগর দখলে আনিয়া সুদান জয় সম্পূর্ণ করেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ভূট্টার দেশে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে দগ্ধ হইয়া একটী নিয়ত-বিবাদমান জাতিকে দাবাইয়া রাখিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করা তুরাণ শাহের ভাল লাগিল না। কিছুদিন অবস্থানের পর বহু ক্রীতদাস সহ কায়রো প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি ভ্রাতাকে খবর দিলেন, সুদান তাঁহার কাজে লাগিবে না।

বাকী রহিল য়েমন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক-কবি ওমারা তখন কায়রোতে বাস করিতেছিলেন। আয়ুব-পরিবারের বিরুদ্ধে সেখানে যে ষড়যন্ত্র

চলিতেছিল, তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে তুরাণ্ শাহের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতিকে কায়রো হইতে অপসৃত করিবার জন্য তিনি পঞ্চমুখে তাঁহার জন্মভূমির প্রশংসা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার মতলব বদ্ হইলেও প্রশংসা-বাক্য বহুলাংশে সত্য ছিল; সৌন্দর্য্য ও উর্ব্বরতার জন্য প্রাচীনকালে য়েমনকে 'সুখী আরব' বলা হইত। সালাহুদ্দীনও উহা সদ্ভাবে গ্রহণ করিলেন। একদল সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া ১১৭৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তুরাণ শাহ্ য়েমন জয়ে বহির্গত হইলেন। মক্কায় উপস্থিত হইলে তথাকার এক জন শক্তিশালী আমীর তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। য়েমন-বাসীরা তাঁহাকে প্রাণপণে বাধা দান করিল; কিন্তু তুরাণ শাহের প্রবল পরাক্রমের বিরুদ্ধে তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। জেবেদ, জেনেদ, আদন, সানা প্রভৃতি নগর ও দুর্গ একে একে তাঁহার দখলে আসিল। ফলে আগষ্ট মাসের মধ্যেই য়েমন জয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল। তায়েজ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত নব-বিজিত রাজ্যের শাসন-কার্য্য চালাইয়া পর বৎসর তিনি ভ্রাতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। য়েমন ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত আয়ূব-বংশের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু নূরুদ্দীনের প্রতিহিংসা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সালাহুদ্দীনকে কখনও এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই।

ইতোমধ্যে সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তৃত হইতেছিল। ওমারা উহার প্রধান উদ্যোক্তা। বহু মিসরী, সূদানী—এমন কি কয়েক জন তুর্ক সৈন্য ও কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত ইহাতে যোগদান করিলেন। অর্থ ও রাজ্য লোভে সিসিলী ও জেরুসালেমের রাজারা ষড়যন্ত্রকারিগণকে নৌ-বাহিনী দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ জনৈক পুরোহিত এই ষড়যন্ত্রের খবর রাখিতেন। তাঁহার নিকট সংবাদ পাইয়া সালাহুদ্দীন এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধানে পুরোহিতের

বর্ণনা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় এক দিন তিনি অকস্মাৎ ষড়যন্ত্রকারী-দিগকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। ১১৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল ওমারা ও অন্যান্য নেতা ফাঁসী-কাষ্ঠে বিলম্বিত হইলেন। অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা উত্তর মিসরে নির্ব্বাসিত হইল।

ষড়যন্ত্রকারীদের শোচনীয় পরিণাম জানিতে পারিয়া পালেস্তাইনের ফ্র্যাঙ্কেরা মিসর গমনে বিরত হইল। কিন্তু এই সংবাদ সিসিলী-রাজের কানে উঠিল না। পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহার ৬০০ যুদ্ধ-জাহাজ ৩০০০০ সৈন্য লইয়া মিসর যাত্রা করিল। ২৮শে জুলাই এই বিরাট নৌ-বহর আলেকজান্দ্রিয়ার অদূরে উপস্থিত হইল। দুর্গে তখন রক্ষী-সৈন্যের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প; তাহাদের প্রাণপণ বাধা উপেক্ষা করিয়া খৃষ্টানেরা বাতি-ঘরের নিকট নামিয়া পড়িল। পরবর্ত্তী দুইদিনে তাহারা আরও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া প্রাচীর-মূলে উপস্থিত হইল। কিন্তু নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে সাহায্যকারী লোক আসিয়া রক্ষী-সৈন্যদের সহিত যোগদান করায় খৃষ্টানেরা শেষে পশ্চাতে হটিয়া গেল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া মোসলমানেরা পরদিন ভীম বেগে শত্রুপক্ষের উপর আপতিত হইল। নগর-দ্বারে ফিরিয়া আসিয়াই তাহারা সংবাদ পাইল, সালাহুদ্দীনের সৈন্যেরা নিকটে উপস্থিত। নবীন উৎসাহে তাহারা রাত্রিকালেই আবার খৃষ্টান-শিবির আক্রমণ করিয়া বসিল। শত্রুরা তাহাদের প্রবল পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না। তাহাদের কেহ মোসলমানদের হস্তে নিহত হইল, কেহ জলে ডুবিয়া মরিল; অবশিষ্ট সৈন্যেরা জল-যানে উঠিয়া নিশাবসানের পূর্ব্বেই স্বদেশে পলাইয়া গেল।

ভাগ্যবান্ সালাহুদ্দীন শীঘ্রই আরও বৃহত্তর সঙ্কটের হাত হইতে রেহাই পাইলেন। কণ্ঠস্ফীত হইয়া ১৫ই মে সিরিয়া-রাজ পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সালাহুদ্দীন সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হইলেন।

---

## সিরিয়া জয়

"কাহারও পৌষ মাস, কাহারও সর্ব্বনাশ।' নূরুদ্দীন মরিলেন; আর তাহারই ফলে সালাহুদ্দীন বাগদাদ ও কার্থেজের মধ্যবর্ত্তী বিশাল ভূ-ভাগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী নরপতিতে পরিণত হইলেন। বিগত সোলতানের পুত্র সালেহ্ ইস্মাঈলের বয়স তখন মাত্র এগার বৎসর; কাজেই তিনি অভিভাবকদের ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জঙ্গীর রাজ্য ছারেখারে যাইতে বসিল। এই বৎসরের (১১৭৪ খৃঃ) জুলাই মাসে আমালরিকের মৃত্যু হওয়ায় খৃষ্টান রাজ্যেরও মৃত্যু-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তৎপুত্র বল্ডুইন একে ত বয়সে বালক, তদুপরি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। ত্রিপোলিসের রেমণ্ড তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। ঈর্ষ্যাপরায়ণ পরামর্শদাতা-দলে পরিবেষ্টিত হইয়া এক জন ক্ষমতাশালী নরপতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা এই বালক ভূপতি-দ্বয়ের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশেই সালাহুদ্দীনের ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী রাজার পক্ষে প্রতিবেশীদের দৌর্ব্বল্যের সুযোগে রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করা নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি সজ্ঞানে মনোমধ্যে এরূপ ধারণা পোষণ করিতেন, একথা বলিতে গেলে তাঁহার চরিত্রে অযথা কলঙ্কারোপ করা হইবে।* ইস্লাম ও মোসলমানের স্বার্থরক্ষার জন্য সিরিয়ার ব্যাপারে তাঁহার হস্তক্ষেপ নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে তিনি ভূতপূর্ব্ব প্রভুর রাজ্য-বিনিময়ে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিতে নিশ্চিতই ইতস্ততঃ করিতেন। জঙ্গী ও তাঁহার সন্তানের কঠোর পরিশ্রমে সুগঠিত রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী আমীর—এমনকি খৃষ্টানদেরও হস্তগত হইতেছে, এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য না দেখিলে তিনি কিছুতেই সিরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইতেন না।

---

* "...to ascribe any such conscious motive to him would be to misread his character."—Lane-poole, 134.

নূরুদ্দীনের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য মধ্যে অনৈক্য ও অরাজকতা আরম্ভ হইল। বালক-রাজার খুল্লতাত ভ্রাতা দ্বিতীয় সায়ফুদ্দীন গাজী বিদ্রোহী হইয়া এডেসা প্রভৃতি কয়েকটী করদ-রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। বহু প্রধান জায়গীরদারও স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মোস্-লেম-সিরিয়া নেতৃহীন হইয়া পড়িল। ফ্র্যাঙ্কেরা তাহাদের ন্যায় দুরবস্থাপন্ন না হইলে জঙ্গীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য লইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিত। এই ঘোর বিপদে সালাহুদ্দীন বিগত সোলতানের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে স্বভাবতঃই বালক-রাজাকে সাহায্য দানে অগ্রসর হইলেন। তিনি দূত মারফতে সালেহ্‌কে তাঁহার অবিচলিত রাজভক্তির কথা জ্ঞাপন করিয়া খোৎবায় নব-প্রভুর মঙ্গল কামনার আদেশ দান করিলেন; মিসরের মুদ্রায় নবীন সোলতানের নাম ক্ষোদিত করারও ব্যবস্থা হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিরিয়ার আমীরদিগকে নেমক-হারামির জন্য ভর্ৎসনা করিয়া এক পত্র লিখিলেন। ইহাতে ভীত হইয়া তাঁহারা বহু অর্থ দিয়া খৃষ্টানদের সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। ওদিকে মেসোপতেমিয়া-রাজের বিজয়-গতি অবাধভাবে চলিতে লাগিল; দেমাশ্‌কের সভাসদেরা তাহা প্রতিরোধের চেষ্টা না করিয়া আগষ্ট মাসে বালক-রাজাকে আলেপ্পো পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। শাসনকর্ত্তা গোমশ্‌তিগিন সালেহ্‌ ইসমাঈলের অভি-ভাবকত্ব গ্রহণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী আমীরগণকে পর্য্যদস্ত করিবার জন্য দেমাশ্‌ক আক্রমণে প্রস্তুত হইলেন। এই অপ্রত্যাশিত বিপদে তাঁহারা প্রথমে মোসেল-রাজের সাহায্য চাহিলেন। তিনি অস্বীকার করায় নিরুপায় হইয়া তাঁহারা সালাহুদ্দীনের শরণাপন্ন হইলেন। প্রভুর স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহাকে নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইল।

মাত্র ৭০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী লইয়া সালাহুদ্দীন মরুপথে দেমাশ্‌ক যাত্রা করিলেন। নাগরিকেরা তাঁহাকে মহাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করিল। ২৮ শে

নভেম্বর কেল্লাদার দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য দলে দলে লোক নগরে জড় হইতে লাগিল। সালাহুদ্দীন মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া তাহাদের প্রশংসা লাভ করিলেন। কিন্তু সেখানে অধিক দিন বসিয়া থাকার উপায় ছিল না। তুগ্‌তিগিনের হস্তে দেমাশ্‌কের শাসন-ভার ন্যস্ত করিয়া তিনি বিদ্রোহী জনপদ পুনরধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রবল শীত ও তুষার-পাত উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সৈন্যেরা ৯ই ডিসেম্বর এমেসা নগরে প্রবেশ করিল। কয়েকদিন পরে তিনি হামায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর আলেপ্পোর ধূসর দুর্গের সম্মুখে তাঁহার তাঁবু পড়িল। কিন্তু গোমশ্‌তিগিন কিছুতেই তাঁহার হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিতে চাহিলেন না। কাজেই ৩০শে ডিসেম্বর দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। সালেহ্‌ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে না পারিয়া নাগরিকদের দয়া ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী অনুরোধে বিচলিত হইয়া তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে অবরোধকারীদিগকে বাধা-দান করিতে লাগিল।

এদিকে এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করা অসম্ভব বুঝিয়া গোমশ তিগিন গুপ্তঘাতকদের সর্দ্দার 'শায়খুস্‌-সেনানে'র ( পার্ব্বত্য বৃদ্ধ ) সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। কতকটা ধর্ম্মোদ্দেশ্যে হইলেও প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণেই এই ভয়ঙ্কর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণস্থ আন্‌সারিয়া পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী আলামুৎ দুর্গ ইহাদের আড্ডা। গুপ্তহত্যায় ইহারা অত্যন্ত দক্ষতা অর্জ্জন করে। ইহাদের চরেরা 'ফেদায়ী' নামে অভিহিত হইত। সমগ্র সিরিয়া ইহাদের ভয়ে কম্পবান্‌ থাকিত। ইহারা ইস্‌মাঈলিয়া বা 'বাতেনী' অর্থাৎ গুপ্ত সম্প্রদায় বলিয়াও অভিহিত হইত। সাধারণ লোকেরা ইহাদিগকে 'হাশ্‌শাশিন' বা গাঁজাখোর বলিয়া ডাকিত। নূরুদ্দীন একবার এই ভীষণ-প্রকৃতি গুপ্ত-ঘাতকদিগকে বশীভূত করার চেষ্টা করেন ; কিন্তু একদা তাঁহার উপা-

ধানের নিকট সাবধান-বাণী সহ একখানা বিষাক্ত ছুরিকা দেখিতে পাইয়া তিনি এই অসম্ভব কার্য্য হইতে নিরস্ত হন। ফাতেমিয়া বংশে উদ্ভব বলিয়া মিসরের বিগত রাজবংশের পক্ষভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি ইহাদের সহানুভূতি ছিল। কাজেই শায়খুস্-সেনান সহজেই গোমশ্‌তিগিনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সালাহুদ্দীনকে হত্যা করিবার জন্য কয়েকজন ফেদায়ী প্রেরিত হইল। তাহারা বিনা বাধায় শিবিরে প্রবেশ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়িল। এক দুর্ভাগ্য সালাহুদ্দীনের শিবির মধ্যেই নিহত হইল, অন্যান্য দুর্বৃত্ত আত্ম-রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া শেষে মৃত্যু বরণ করিল।

এইরূপে মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়া সালাহুদ্দীন আর না-হক্ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে চাহিলেন না। কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁহাকে অনান্য দিক্ হইতেও বিপদ্-জালে জড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মোসেল-রাজ তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতার সাহায্যার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। ফ্রাঙ্কেরা পূর্ব্বেই তাঁহার দেমাশ্‌কে প্রত্যাবর্ত্তন-পথ বন্ধ করিয়া বসিয়াছিল। ওদিকে গোমশ্‌তিগিনের অনুরোধে কাউন্ট্ রেমণ্ড এমেসা আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। সংবাদ পাইয়াই সালাহুদ্দীন আলেপ্পোর অবরোধ উঠাইয়া সেদিকে ছুটিলেন। তিনি ওরোণ্টস্ নদীর বিরাট প্রস্তর-সেতুর নিকটবর্ত্তী হইলে ফ্র্যাঙ্কেরা স্বরাজ্যে পলাইয়া গেল। সালাহুদ্দীন নির্ব্বিবাদে নগরে প্রবেশ করিলেন। ভীষণ অবরোধের পর মার্চ্চের ( ১১৭৫ ) মধ্যভাগে তিনি দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। এই মাসের শেষ ভাগে বা-আলবেক নগরীও তাঁহার হস্তগত হইল। ফলে তিনি আলেপ্পোর খাস দখলীয় জেলাগুলি ভিন্ন সমগ্র সিরিয়া রাজ্যের মালিক হইয়া বসিলেন।

সালাহুদ্দীনের কৃতকার্য্যতায় অবশেষে সায়ফুদ্দীন গাজী সজাগ হইয়া উঠিলেন। খুল্লতাত ভ্রাতার কৈশোরের সুযোগে তিনি তাঁহার রাজ্যাংশ গ্রাস করিতে সঙ্কোচ বোধ না করিলেও জঙ্গীবংশের সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয়

লোক আসিয়া তাঁহাদের পারিবারিক সম্পত্তিতে ভাগ বসাইবেন, ইহা তাঁহার নিকট নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল। কাজেই তিনি আপাততঃ গৃহ-যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া এক বিরাট বাহিনী সহ আলেপ্পো যাত্রা করিলেন। সালেহ্ ইস্মাঈলের সৈন্যেরা তাঁহার সহিত যোগদান করিলে সম্মিলিত বাহিনী সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাহির হইল। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অনেক কম বলিয়া তিনি সন্ধির প্রস্তাব উঠাইলেন; কিন্তু শত্রুরা তাঁহাকে রূঢ় বাক্যে মিসরে প্রত্যাবর্ত্তন করার জন্য আদেশ পাঠাইল। বাধ্য হইয়া সালাহুদ্দীন কুরুণ-হামা বা হামা-শৃঙ্গে সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল শত্রু-পক্ষ জয়লাভ নিশ্চিত ভাবিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহারা গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করা মাত্রই কায়রো ও দেমাশ্কের সুশিক্ষিত, প্রবীণ সৈন্যেরা উভয় দিক্ হইতে তাহাদের ঘাড়ে পড়িল। যাহারা ভাগ্য-বলে জীবিত রহিল, তাহারা ভীরুর ন্যায় রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। সালাহুদ্দীন তাহাদিগকে আলেপ্পো পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। এবার বালক-রাজার পরামর্শদাতারা তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। শর্ত্তানুসারে প্রত্যেক পক্ষই স্বাধিকৃত জনপদ নিজ দখলে রাখিলেন। ফলে সালাহুদ্দীন হামা, এমেসা ও দেমাশ্ক প্রদেশের নির্ব্বিরোধ প্রভু হইলেন; তাহা ছাড়া আলেপ্পোর অদূরবর্ত্তী মার্রা, বারিণ, কাফারতাব প্রভৃতি নগরা-বলীও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল।

---

## স্বাধীন সোলতান

এতদিন সালাহুদ্দীন সালেহ ইসমাঈলের অধীনে মিসরের আমীর মাত্র ছিলেন ; আলেপ্পোর সন্ধির পর তিনি সর্ব্বপ্রথম সোলতান বা রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এখন হইতে খোৎবা ও মুদ্রায় সালেহ্ ইস্মাঈলের নাম রহিত হইল। সিরিয়া ও মিসরের যাবতীয় মস্জেদে ইমামেরা তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিলেন ; কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার টাকশাল হইতে তাঁহার নামে মুদ্রা বাহির হইতে লাগিল। এই তারিখের স্বর্ণ-মুদ্রা অদ্যাপি কায়রোর যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

লেনপুল বলেন, "সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে প্রায়ই রাজ-দ্রোহের অভিযোগ আনীত হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহাতে যুক্তির পরিমাণ নিতান্ত অল্প। সিরিয়ার নাম-সম্বল রাজা সালাহুদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্রীড়নকমাত্র ছিলেন। তিনি কখনও তাঁহাকে রাজভক্তি প্রকাশের সুযোগ দেন নাই। সালাহুদ্দীন সিরিয়ার ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিলে উহা বালক-রাজার পরিবর্ত্তে অন্যান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমীরেরই হস্তগত হইত।" অথচ ইস্‌লামের স্বার্থের খাতিরে তখন নিকট-প্রাচ্যের ঐক্য বজায় রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। সালাহু-দ্দীনের কথা ও কার্য্যে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিশ্বস্ততার সহিত প্রভু-পুত্রের সেবা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সালেহ্ স্বভাবতঃই মনে করেন, এরূপ সেবা প্রভুত্বেরই নামান্তর মাত্র। তজ্জন্য তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতেও সম্মত হন নাই। মিলনের সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়া নিজকে রাজভক্তির দায়িত্ব-মুক্ত মনে করা সালা-হুদ্দীনের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় তিনি কেন যে স্বাধীনতা অবলম্বন করিবেন না, তাহার কোনই কারণ নাই। বাগদাদের খলীফা তাঁহাকে 'সিরিয়া ও মিসরের সোলতান' বলিয়া স্বীকার করিয়া যথারীতি

সনন্দ ও অভিষেক-পরিচ্ছেদ পাঠাইয়া দিলেন। ইস্‌লামের উর্দ্ধতম কর্ত্তার অনুমোদন লাভ করায় তাঁহার রাজোপাধি বৈধ হইয়া গেল।

হামা-শৃঙ্গেই আয়ূব ও জঙ্গী বংশের বিবাদের শেষ হইল না। উভয় পক্ষই ভাবী সংগ্রামের জন্য যথাসাধ্য শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সায়ফুদ্দীন দিয়ার বকর ও জজিরার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হইতে ৬০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিরায় ইউফ্রেতিজ নদী উত্তীর্ণ হইলেন। শীঘ্রই আলেপ্পো বাহিনী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। সালাহুদ্দীনও মিসর হইতে সৈন্য সাহায্য পাইলেন। ১১৭৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তিনি ওরোণ্টস্ নদী অতিক্রম করিলেন। সে দিন পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ ছিল; ধরণী একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, মধ্যাহ্নেও নক্ষত্রমণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হয়। হামা ছাড়াইয়া অধিক দূর না যাইতেই সালাহুদ্দীন এই দুর্লক্ষণের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। সেখানে তিনি কেবল দৈবানুগ্রহে এক ভীষণ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা জেবাবুত্ তুর্কে (তুর্কের কূপ) ঘোড়াগুলিকে জলপান করাইবার জন্য ছড়াইয়া পড়িল। এমন সময় সায়ফুদ্দীন অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে হাজির হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিলে জয়লাভ নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তিনি না-হক্ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সালাহুদ্দীন সৈন্যদের শৃঙ্খলা বিধান করিয়া তেলুস্-সোলতান বা সোলতান শিলোচ্চয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

পরদিন (২২শে এপ্রিল) উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। ইব্রিলাধিপতি মিসর-বাহিনীর দক্ষিণাংশ পরাজিত করিয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। এতদ্দর্শনে সোলতান স্বয়ং তাঁহার দেহরক্ষীদল সহ শত্রুপক্ষের উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার ভীম আক্রমণে বিপক্ষ বাহিনী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। আতাবেগের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই নিহত বা বন্দীকৃত হইলেন। তিনি নিজে অতি কষ্টে পলাইয়া প্রাণ

বাঁচাইলেন। তাঁহার অশ্ব, শিবির, রসদ-পত্র ও ধনাগার সমস্তই বিজেতার হস্তগত হইল। সালাহুদ্দীন নিজকে মহান্ বিজয়ী বলিয়া প্রমাণিত করিলেন। বন্দীরা বিনা-শর্ত্তে মুক্তি পাইল। অনেকেই বিবিধ উপহার লাভে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার জয়-গান করিতে করিতে স্বদেশে প্রস্থান করিল। আহত সৈন্যদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিছুই নিজে গ্রহণ না করিয়া সমস্তই তিনি সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। ফলে তাহারা তাঁহার আদেশে জান কোর্‌বানী করার জন্য প্রস্তুত হইল।

সৈন্যদের উত্তেজনা হ্রাস পাইবার পূর্ব্বেই সালাহুদ্দীন তাহাদিগকে সম্মুখে পরিচালিত করিলেন। এক মঞ্জিল ( দিনের পথ ) দূরে গিয়া তিনি বাজা অধিকার করিলেন। পরদিন মানবিজ তাঁহার হাতে আসিল। ১৫ই মে মিসর-বাহিনী সুদৃঢ় আজাজ দুর্গ অবরোধ করিল। ৩৮ দিন পর্য্যন্ত এই অবরোধ চলিল। ইহাতে আক্রমণকারীদের গুরুতর ক্ষতি হইল ; এমন কি স্বয়ং সালাহুদ্দীনের জীবন বিনষ্ট হইতে বসিল। ২২শে মে তিনি শিবিরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় এক গুপ্তঘাতক ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার মস্তকে ছুরি বসাইয়া দিল। সৌভাগ্যবশতঃ পাগ্‌ড়ীর নিম্নে লৌহ-টুপি থাকায় ছুরিকা তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। সালাহুদ্দীন বিদ্যুদ্বেগে নর-ঘাতককে ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দস্যু সজোরে হাত ছাড়াইয়া নিয়া পুনরায় তাঁহার কণ্ঠে আঘাত করিল। ইহাতে তাঁহার গলবন্ধ কাটিয়া গেল ; কিন্তু সালাহুদ্দীনের লৌহবর্ম্ম আকণ্ঠ-বিস্তৃত ছিল বলিয়া এই আঘাতও ব্যর্থ হইল। এই ভীষণ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতে এক মুহূর্ত্তও লাগিল না। ইতোমধ্যে প্রহরীরা ছুটিয়া আসিয়া দুর্ভাগ্য ফেদায়ীকে যমালয়ে প্রেরণ করিল। তাহার পতনের পর দ্বিতীয় ঘাতক দৌড়িয়া আসিয়া সালাহুদ্দীনের কণ্ঠে আঘাত করিল। প্রহরীরা এই দুর্ব্বৃত্তেরও ভব-লীলা সাঙ্গ করিয়া দিল। ইহাতেও বিপদ কাটিল না। আর এক জন

আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণের প্রয়াস পাইল; কিন্তু প্রহরীরা তখন সতর্ক হইয়া পড়ায় তাহার চেষ্টা সফল হইল না।

তদন্ত করিয়া দেখা গেল, দস্যুরা সোলতানের দেহরক্ষী দলের মধ্যেই ভর্ত্তি হইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল। তদ্দণ্ডেই দেহরক্ষী পরিবর্ত্তিত হইল; আর কোনও গুপ্তঘাতক লুকায়িত আছে কিনা, তাহারও অনুসন্ধান চলিল। সৌভাগ্যবশতঃ আর কাহারও খোঁজ মিলিল না।

সালাহুদ্দীনের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, গোমশ্‌তিগিনই এই হীন প্রচেষ্টার নায়ক। কিন্তু তাঁহাকে শিক্ষা দানের পূর্ব্বে আজাজ অধিকার প্রয়োজন। তজ্জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে অবরোধ আরম্ভ হইল; ২১শে জুন দুর্গ তাঁহার হাতে আসিল। সেদিনই তিনি আলেপ্পোর দিকে ধাবিত হইলেন। ২৫শে জুন তৃতীয় বার সুবিখ্যাত ধূসর দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। নাগরিকেরা পূর্ব্বের ন্যায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু অচিরে নগর-মধ্যে খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়ায় তাহারা সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইল। কায়ফা ও মারিদিনের অর্তুক বংশীয় শাহ্‌জাদারা পূর্ব্ব হইতেই মিসর-রাজের সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন। ২৯শে জুন ইহাদের ও সালেহ্‌ ইস্‌মাঈলের সঙ্গে সালাহুদ্দীনের এক সন্ধি হইল। তদনুসারে তিনি সমগ্র বিজিত রাজ্যের মালিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

সন্ধি-শেষে সালেহ্‌ ইস্‌মাঈলের এক অল্প-বয়স্কা ভগিনী সালাহুদ্দীনের নিকট আসিলেন। তিনি তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শাহ্‌-জাদী উত্তর দিলেন, 'আজাজ'। মহামতি সোলতান তৎক্ষণাৎ দুর্গটী প্রভু-পুত্রকে ফিরাইয়া দিলেন। শাহ্‌জাদীও বহু মূল্যবান উপহার পাইলেন। সোলতানের কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে আলেপ্পোর সিংহ-দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। পরাজিত শত্রুর প্রতি সালাহুদ্দীনের এত মহানুভবতা দেখিয়া লোকে অবাক্‌ হইয়া গেল।

---

## গুপ্ত-ঘাতকের দেশে

ছয় বৎসর পর্য্যন্ত সালাহুদ্দীন ও জঙ্গী বংশের মধ্যে শান্তি বিরাজিত রহিল। সালেহ্ ইস্‌মাঈল নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার পিতৃ-রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ ভোগ করিতে লাগিলেন। মোসেলের আতাবেগও কুরুণ-হামা ও তেলুস্-সোলতানের শোচনীয় পরাজয়ের পুনর্নিমন্ত্রণে সাহসী হইলেন না। ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে খৃষ্টানদের সঙ্গেও এক সন্ধি হইল। কিন্তু 'অবিশ্বাসী'-দের সহিত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন', ইহাই ছিল সে যুগের খৃষ্টান-জগতের অবলম্বিত নীতি; কাজেই তাহাদের সঙ্গে সন্ধি করার কোনই মূল্য ছিল না।* অত্যল্প কাল পরেই তাহারা লিটানী উপত্যকার অধিবাসীদের শস্যাগার ও ঘরবাড়ী দগ্ধ করিয়া বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য ও পশুপাল লইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেল। সালাহুদ্দীন আপাততঃ এদিকে মনোযোগ দিতে পারিলেন না। যে পর্য্যন্ত শায়খুস্-সেনান উপযুক্ত শিক্ষা না পান, সে পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন কিছুতেই নিরাপদ ছিল না। তজ্জন্য আলেপ্পোর দ্বিতীয় সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়া মাত্রই তিনি মিসর বাহিনীকে বিশ্রামার্থ স্বদেশে পাঠাইয়া দিয়া অবশিষ্ট সৈন্যসহ আন্‌সারিয়া পর্ব্বতমালায় প্রবেশ করিলেন।

এক মাসেই (আগষ্ট) এই অভিযান সমাপ্ত হইল। গুপ্তঘাতকদের রাজ্যের বহু স্থান বিনষ্ট করিয়া তিনি তাহাদের প্রধান দুর্গ মাস্‌য়াফ্ অবরোধ করিলেন। কিন্তু এক দুরারোহ গিরি-শৃঙ্গে অবস্থিত ছিল বলিয়া তাঁহার অবরোধ-যন্ত্রসমূহ ইহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিল না। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি এখানে অবস্থানের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। কোন নরঘাতক তাঁহার শিবিরে প্রবেশের চেষ্টা করিলে যাহাতে

---

* "Treaties with the soldiers of the cross ... were worse than nothing, so long as the doctrine prevailed in Christendom that no faith need be kept with the 'infidel".—Lane-poole, 147.

তাহার পদ-চিহ্ন ধরা পড়ে, তজ্জন্য তিনি চতুষ্পার্শ্বে খড়ি-মাটী ছড়াইয়া রাখিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত সাবধানতাই ব্যর্থ হইয়া গেল। পার্ব্বত্য-বৃদ্ধ প্রহরীদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াই হউক, কিংবা তাহাদিগকে উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়াই হউক, রাত্রিকালে সোলতানের শিবিরে আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বিষাক্ত ছুরিকা সহ একখানা পত্র রাখিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিলেন। 'জয় ও সোলতানের জীবন— দুইই ঘাতক-রাজের হাতে; তাঁহাকে বশীভূত করার ক্ষমতা সালাহুদ্দীনের নাই।' ইহাই পত্রের সার-মর্ম্ম। পত্রপাঠে ও ছুরিকা দর্শনে নিদ্রোত্থিত সোলতানের আতঙ্কের সীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, দুর্গম পার্ব্বত্য দেশে অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া দুরারোহ শৈল-শৃঙ্গ হস্তগত করা এক প্রকার অসম্ভব। তদুপরি যে প্রত্যক্ষ 'শয়তান' শত শত প্রহরী বেষ্টিত শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিরাপদে প্রস্থান করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। বৃদ্ধকে দমন করা যখন অসম্ভব, তখন তাঁহাকে বন্ধু-শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিলেও রাজনীতির দিক্ দিয়া কম লাভ নহে। তজ্জন্য তিনি সন্ধির কথাবার্ত্তা স্থির করার জন্য শায়খুস্-সেনানের নিকট দূত পাঠাইলেন। কিন্তু অবরোধ ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত বৃদ্ধ শান্তির প্রস্তাব বিবেচনা করিতে রাজী হইলেন না। বাধ্য হইয়াই সালাহুদ্দীনকে অবরোধ উঠাইয়া স্বদেশ যাত্রা করিতে হইল। তিনি ইব্‌নে-মুস্কিদের সেতুর নিকট উপস্থিত হইলে শায়খুস্-সেনান ভবিষ্যতে তাঁহার কোন ক্ষতি করিবেন না বলিয়া এক অঙ্গীকার-পত্র পাঠাইয়া দিলেন। মিসরের শিয়ারা পার্ব্বত্য বৃদ্ধের সাহায্যে তখনও ফাতেমিয়া প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখিতেছিল, ইহার ফলে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল; ক্রুসেডারেরাও তাহাদের এক গুপ্ত অস্ত্র হইতে চির-তরে বঞ্চিত হইল। বৃদ্ধ বাস্তবিকই তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন; অতঃপর আর কখনও ফেদায়ীরা সালাহুদ্দীনের প্রাণ নাশের চেষ্টা করে নাই। এদিক্ দিয়া ক্রুসেডারদের

অপেক্ষা ঘাতক-রাজই অধিক প্রশংসা লাভের অধিকারী।

গুপ্ত-ঘাতকদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া সালাহুদ্দীন ২৫শে আগষ্ট দেমাশ্‌কে ফিরিয়া আসিলেন। তুরাণ শাহ্‌কে সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি দুই বৎসরের অনুপস্থিতির পর কায়রোতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এবার তিনি তাঁহার বাঞ্ছিত দুর্গ নির্ম্মাণের অবসর পাইলেন। কায়রোর বাহিরে গিজার বিরাট বাধ তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ইহা সাত মাইল দীর্ঘ ও চল্লিশটী খিলানের উপর স্থাপিত। মূর জাতির আক্রমণে বাধা দানের জন্য ১১৮৩-৪ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়; কিন্তু তাহারা কখনও মিসর আক্রমণ করে নাই।

## প্যালেস্টাইন অভিযান

রাজধানীর দৃঢ়তা সাধন, শাসন-সৌকর্য্যের ব্যবস্থা ও তরবারি-নির্ম্মাতা-দের দোকানের ন্যায় কলেজ স্থাপনে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়া সালাহুদ্দীন পূর্ণ এক বৎসর কাল কায়রোতে অবস্থান করিলেন। কিন্তু খৃষ্টানেরা তাঁহাকে দীর্ঘকাল শান্তিতে থাকিতে দিল না। তাহারা দেমাশ্‌ক প্রদেশ লুণ্ঠন করায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ১১৭৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে হইল। খৃষ্টানেরা তখন আলেপ্পো-রাজের অধিকারভুক্ত হারিম অবরোধে ব্যাপৃত। এই সুযোগে সালাহুদ্দীন ২৬০০০ সৈন্য লইয়া আস্কালনের দিকে অগ্রসর হইলেন। রমলা ও লিস্যা তাঁহার হস্তে লুণ্ঠিত হইল; লুণ্ঠন করিতে করিতে সারাসেনেরা বিক্ষিপ্তভাবে এমন কি জেরুসালেমের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিল।

এদিকে রাজা বল্‌ডুইন আস্কালনে প্রবেশ করিলেন; অচিরে গাজার টেম্পলার নাইটেরা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। গর্ব্বিত সারা-সেনেরা এই সম্মিলনে বাধা দেওয়া আদৌ আবশ্যক মনে করিল না। শত্রুরা যাহাতে তাহাদিগকে আকস্মিক আক্রমণে বিপদগ্রস্ত করিতে না পারে, তজ্জন্য তাহারা কোন সতর্কতা অবলম্বনেও মনোযোগী হইল না। শীঘ্রই তাহা-দিগকে এই অসাবধানতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ভোগ করিতে হইল। ২৫শে নভেম্বর; সারাসেন বাহিনীর অধিকাংশই চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত; এমন সময় খৃষ্টানেরা রমলার নিকটস্থ তেল-জেজারে সহসা তাহাদের উপর আপতিত হইল। তাহারা একত্রিত হওয়ার পূর্ব্বেই শত্রু সৈন্যেরা তাহাদিগকে কর-বালাঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করিতে লাগিল। সালাহুদ্দীন সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু তাঁহার দেহরক্ষীরাই ভূপতিত হইতেছে দেখিয়া তিনি এক দ্রুতগামী উটে উঠিয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। আহত সৈন্যেরা বিনা চিকিৎসায় সেখানে পড়িয়া রহিল। যাহারা জীবিত রহিল,

তাহারা অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া রাখিয়া রজনীর অন্ধকারে আত্ম-গোপন করিয়া বহুকষ্টে মিসরে উপস্থিত হইল। যে সকল সৈন্য তেলজেজ্জারে অনুপস্থিত ছিল শীত, দুর্ভিক্ষ ও বারিপাতের প্রকোপে তাহাদেরও অতি অল্পই সজীব দেশে ফিরিতে পারিল। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সালাহুদ্দীনকে কখনও এত বিপন্ন হইতে হয় নাই।

এক দল চমৎকার সৈন্য বিনষ্ট হইলেও সালাহুদ্দীন নিরুৎসাহ হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি নবীন উদ্যমে পুনরায় নূতন সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। মাত্র তিন মাসের মধ্যেই সমস্ত প্রয়োজনীয় সৈন্য ও রসদাদি সংগৃহীত হইয়া গেল। ১১৭৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে এমেসা নগরীর প্রাচীর-নিম্নে সালাহুদ্দীনের তাঁবু পড়িল। উভয় পক্ষে কয়েকটী খণ্ড-যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইল। হামার সৈন্যেরা এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বহু লুন্ঠিত দ্রব্য, খণ্ডিত মস্তক ও বন্দী লইয়া সালাহুদ্দীনের নিকট ফিরিয়া আসিল। মোস্‌লেম জনপদ লুণ্ঠন ও উৎসন্ন করার অপরাধে বন্দীরা ফাঁসী-কাষ্ঠে বিলম্বিত হইল। শীতকাল দেমাশ্‌কে কাটাইয়া বসন্তকালে সালাহুদ্দীন বল্‌ডুইনের বিগত চাতুরীর প্রতিশোধ গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে জেরুসালেম-রাজ রমলার বিজয়ের সুযোগ গ্রহণে বিরত হন নাই। জর্ডন নদীর এক স্থান হাঁটিয়া পার হওয়া যাইত; তিনি সেখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। উহার নাম হইল 'দুঃখ-দুর্গ'। ইহার ফলে নদী-পথ সুরক্ষিত হইল, 'দেমাশ্‌কের শস্যাগার' বেনিয়াস প্রান্তরে গমন-পথও বন্ধ হইয়া গেল। সারাসেনদের ক্ষতির কথা ভাবিয়া সালাহুদ্দীন রাজাকে এই সঙ্কল্প ত্যাগে সম্মত করাইবার জন্য প্রথমে ৬০০০০, শেষে ১০০০০০ স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাহিলেন। কিন্তু বল্‌ডুইন কিছুতেই এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। তখন সালাহুদ্দীন 'দুঃখ-দুর্গ' ভূমিসাৎ করার জন্য কসম করিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফেরোখ শাহ্‌ স্বল্পমাত্র অনুচর সহ বেল্‌ফোর্টের

নিকটস্থ একটী সরু পার্ব্বত্য পথে বল্‌ডুইনকে ধৃত করিয়া ফেলিলেন ( এপ্রিল, ১১৭৯ )। কিন্তু তোরণের নির্ভীক হাম্ফে্‌ নিজের প্রাণ বিনিময়ে সে যাত্রা যুবক-রাজার প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এই সুযোগের অনুসরণ করিয়া সালাহুদ্দীন জুন মাসে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। সারাসেনেরা সিদনের দিকে লুটপাট আরম্ভ করিয়াছে শুনিয়া বল্‌ডুইনও সদ্য-প্রাপ্ত অপমান ঘুচাইবার জন্য সেদিকে ছুটিলেন। মেসাফা গ্রামের নিকটে একটী গিরি-শৃঙ্গে উঠিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, মার্জ্জিয়ানের ময়দানে সালাহুদ্দীনের বিস্তৃত শিবির-রাজি শোভা পাইতেছে। শত্রু পক্ষকে অকস্মাৎ আক্রমণের জন্য তাঁহার ভারি লোভ হইল। অত্যধিক দ্রুত ধাবনের ফলে পদাতিকেরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, অশ্বারোহীরাও ভিন্ন ভিন্ন দলে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এই বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও ভাগ্য প্রথমে খৃষ্টানদের প্রতিই প্রসন্নতা দেখাইল। তাহাদের প্রবল আক্রমণে মোসলেম বাহিনীর একাংশ পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য হইল। কিন্তু ওডো তাঁহার টেম্পলার নাইটদিগকে লইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করায় বিক্ষিপ্ত খৃষ্টানেরা আরও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। অনেকেই যুদ্ধ জয় হইয়াছে মনে করিয়া নিহত সৈন্যদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইল। এই সুযোগে সালাহুদ্দীন তাঁহার পলায়নোদ্যত সৈন্যগণকে একত্র করিয়া ভীম বেগে শত্রু পক্ষের উপর আপতিত হইলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাহারা একত্র হইবার অবসর পাইল না। অধিকাংশ খৃষ্টান নিহত বা বন্দীকৃত হইল ; অবশিষ্ট সৈন্যেরা লিটানী নদী অতিক্রম করিয়া বেলফোর্ট দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেহ কেহ এত ভীতিগ্রস্ত হইল যে, সিদনে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে কোথাও বিশ্রাম করিতে সাহসী হইল না। এই যুদ্ধে টেম্পলার ও হস্পিটালার সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ, ত্রিপোলিসের রেমণ্ড, ইবেলিনের বেলিয়ান, রমলার বল্‌ডুইন, তাইবেরিয়াসের হাগ প্রভৃতি সত্তর জন বিখ্যাত নাইট সালাহুদ্দীনের হস্তে

বন্দী হইলেন। বল্‌ডুইন দেড় লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা নিষ্ক্রয় ও ১০০০ সারাসেন বন্দীকে মুক্তি দান করিয়া কারামুক্ত হইলেন। কিন্তু ওডো এক জন মাত্র আমীরের বিনিময়েও মুক্তিলাভ করিতে অস্বীকার করিয়া কারাগার হইতে সোজা 'দোজখে চলিয়া গেলেন।'

এবার বল্‌ডুইনের মূর্খতার ফল দুঃখ-দুর্গে গমন-পথ পরিষ্কৃত হইল। অগ্রগামী সৈন্যেরা অধঃখননকারীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দ্রাক্ষা-কাণ্ড সংগ্রহ করা মাত্রই সালাহুদ্দীন আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। প্রথমে একটী লোক ছিন্ন কামিজে দেহ আবৃত করিয়া এক লম্ফে দুর্গের বহিরঙ্গে উঠিয়া শত্রু পক্ষকে ব্যস্ত রাখিবার প্রয়াস পাইল। অন্যান্য সৈন্য শীঘ্রই তাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। অবিলম্বে বহির্দুর্গ মোসলমানদের অধিকারে আসিল। কিন্তু রক্ষী-সৈন্যেরা সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় মূল দুর্গ-প্রাচীর রক্ষা করিতে লাগিল। পরদিন প্রত্যূষে সারাসেনেরা প্রাচীরের নীচে খাত কাটিয়া কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। কিন্তু প্রাচীরের বেধ সাড়ে তের হাত ছিল; কাজেই দুই দিন অবিরত অগ্নি জ্বলা সত্ত্বেও উহার পতনের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সমস্তই পণ্ডশ্রম হইয়াছে দেখিয়া সালাহুদ্দীন পানি ঢালিয়া আগুন নিভাইয়া দিলেন। অধঃখননকারীরা আবার আসিল। খাত গভীরতর ও প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া কাষ্ঠস্তূপে পুনরায় অগ্নি প্রদত্ত হইল। এবার (৩০শে আগষ্ট) দুর্গ-প্রাকার মহাশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সারাসেনেরা ভগ্ন-স্থান দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া ৭০০ রক্ষী সৈন্যকে বন্দী ও মোসলমান বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিল। অধিকাংশ ফ্র্যাঙ্ক নিহত ও দুর্গ-মধ্যস্থ কূপে নিক্ষিপ্ত হইল। দুর্গটী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া তবে সালাহুদ্দীন স্থান ত্যাগ করিলেন।

অবশেষে জেরুসালেম-রাজ তাঁহার প্রিয় দুর্গের অবরোধ উঠাইতে আসিয়া অনল-কৃষ্ণ প্রস্তর-স্তূপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ক্রুসেডারেরা সালাহুদ্দীনের সহিত সে বৎসর আর বল পরীক্ষায়

প্রবৃত্ত হইল না। বিগত শরৎ কালে তাঁহার সত্তরটী যুদ্ধ-জাহাজ সমুদ্র-তট লুণ্ঠন করিয়া সহস্র খৃষ্টান বন্দী লইয়া ফিরিয়া আসে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া তিনি অবসর কাল এক শক্তিশালী নৌ-বহর গঠনে নিয়োজিত করিলেন। ১১৮০ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে তাঁহার স্থল-বাহিনী সফেদের নিকটে আসিয়া নৌ-বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ শিক্ষা পাইয়া বল্‌ডুইন সাবধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। সালাহুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া তাঁহার নিকট নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। কাজেই শান্তি স্থাপনের জন্য মোস্‌লেম শিবিরে দূত ছুটিল। অনাবৃষ্টি ও শস্যাভাবের দরুণ সোলতানের সৈন্যদের রসদাদি সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি ইহাতে অসম্মত হইলেন না। জলে-স্থলে দুই বৎসর কাল যুদ্ধে বিরত থাকিতে স্বীকার করিয়া উভয় পক্ষ গ্রীষ্মকালে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ফ্র্যাঙ্কদের পক্ষে এই সন্ধি হীনতাজনক; কোন সুবিধা না পাইয়া তাহারা সমান শর্ত্তে পূর্ব্বে কখনও কোন সোলেহ্‌-নামায় দস্তখৎ করে নাই। বল্‌ডুইনের সহিত রেমণ্ডের তখন সদ্ভাব ছিল না। কাজেই তিনি তার-স্বরে এই সন্ধির প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু যে মাসে সালাহুদ্দীনের অশ্বারোহী সৈন্যেরা ত্রিপোলিসে ও তাঁহার নৌ-বহর টর্টোসার অদূরে উপস্থিত হইলে রেমণ্ডের কাণ্ড-জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কিছুদিনের জন্য ধর্ম্ম-যুদ্ধ বন্ধ হইল।

অন্যান্য যে সকল শক্তি নিকট-প্রাচ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকেও শীঘ্রই শান্তির পক্ষপাতী হইতে হইল। একটী গায়িকা-বালিকা এই সুদূর-ব্যাপ্ত শান্তির উপস্থিত কারণ। কায়ফার শাহ্‌জাদা নূরুদ্দীন কুনিয়া বা রুমের সেলজুক সোলতান খিলিজ আর্‌সলানের কন্যার পাণি পীড়ন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি স্বীয় মহিষীর সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন না। এক অজ্ঞাতকুলশীলা গায়িকা-বালিকা তাঁহার প্রেমপাত্রী

হইয়া দাঁড়াইল। উপেক্ষিতা রাণী পিতার নিকট নালিশ করিলেন। ফলে শ্বশুর জামাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলিলেন। আলেপ্পোর সন্ধি অনুসারে সালাহুদ্দীন নূরুদ্দীনের সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। তদুপরি উত্তর সীমান্তের রা'বান দুর্গ লইয়া কুনিয়ার সোলতানের সহিত তাঁহার নিজেরও বিবাদ ছিল। কাজেই এক মহাযুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। মীমাংসার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া সালাহুদ্দীন উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। রা'বানে উপস্থিত হইলে সেলজুক দূত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাদের প্রকৃত কারণ বুঝাইয়া দিলেন। ব্যাপার বুঝিয়া সালাহুদ্দীন তাঁহার প্রেমাসক্ত মিত্রকে মহিষীর সহিত সদ্ব্যবহার না করার কারণ দর্শাইবার জন্য তাড়না করিলেন। নূরুদ্দীন বিশেষ উচ্চ-বাচ্য না করিয়া গায়িকা-বালিকাকে রাজপুরী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে আপোষে বিবাদ মিটিয়া গেলে সালাহুদ্দীন সিলিসিয়া বা লেসার আর্মেনিয়ায় প্রবেশ করিয়া আল্-মাসিসা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তুর্ক মেষ-পালকদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে রাজা রূপেনকে বাধ্য করাই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। আল্-মেনাকির দুর্গ বিধ্বস্ত হইলে তিনি বাধ্য হইয়া সোলতানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এইরূপে সালাহুদ্দীনের ক্ষমতা এসিয়া মাইনর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। ইউফ্রেতিজ হইতে ত্রিপোলী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে তিনি এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। এরূপ উচ্চপদ পাইলে লোভের বশীভূত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সালাহুদ্দীন এক অতি মহদুদ্দেশ্যে স্বীয় ক্ষমতা ব্যবহার করিলেন। তাঁহার সভাপতিত্বে ১১৮০ খৃষ্টাব্দের ২সরা অক্টোবর সেঞ্জা নদী-তটে এক চিরস্মরণীয় জাতীয় মহাসভা বসিল। এখানে মোসেল, জজিরা, ইব্রিল, কায়ফা ও মারিদিনের শাহ্‌জাদাগণ এবং কুনিয়ার সোলতান ও আর্মেনিয়ার রাজা সালাহুদ্দীনের সহিত এক পবিত্র সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দুই বৎসর কাল শান্তিতে থাকিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

## মেসোপটেমিয়া জয়

মহাশান্তি স্থাপিত হইলে সালাহুদ্দীনের পক্ষে মিসর প্রত্যাবর্ত্তনে আর কোন বাধা রহিল না। ফেররোখ শাহের হাতে সিরিয়ার শাসন-ভার ন্যস্ত করিয়া ১১৮১ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে তিনি কায়রোতে ফিরিয়া আসিলেন। যে বছরটী চলিয়া গেল তাহাতে বহু রাজমুকুট হস্তান্তরিত হইল। লুই লি জিউনের মৃত্যু হওয়ায় ফিলিপ অগস্তাস ফ্রান্সের রাজা হইলেন; লিউসিয়াস পোপ আলেকজাণ্ডারের গদীতে বসিলেন; দ্বিতীয় আলেক্সিয়াস ম্যানুয়েল কমেনাসের স্থলে কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট হইলেন। এসিয়ার শাহী মহলেও বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিল। আল্-মোস্তাদি বেহেশ্তে গমন করায় অন্-নাসির বাগদাদের খলীফা হইলেন; সায়ফুদ্দীন গাজীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা আয়জুদ্দীন মোসেলের সিংহাসন পাইলেন। ১১৮১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সাঙ্ঘাতিক উদর-বেদনায় সালেহ্ ইসমাঈলেরও নির্দ্দোষ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

মোসেলের আতাবেগ ব্যতীত সালাহুদ্দীনের হাত হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার মত শক্তিশালী শাহ্জাদা জঙ্গীবংশে তখন আর কেহই ছিলেন না। তজ্জন্য সালেহ্ স্বীয় প্রধান কর্ম্মচারীবর্গকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকারের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া গেলেন। তদনুসারে আয়জুদ্দীন খুল্লতাত ভ্রাতার মৃত্যুর পরেই দ্রুতপদে আলেপ্পো অধিকারে ধাবিত হইলেন। বিগত রাজার অনুচরেরা তাঁহাকে আনন্দে বরণ করিয়া লইল। সিরিয়ার অন্যান্য নগরও তাঁহার অধীনতা স্বীকারে ইচ্ছুক হইল; হামা প্রকাশ্যেই সহানুভূতি জ্ঞাপন করিল। কিন্তু আতাবেগ সন্ধি-ভঙ্গ করিলেন না। অবশ্য ইহাতে ভয়েরও প্রভাব ছিল। এমন কি আলেপ্পো অধিকারই তাঁহার উদ্যমের পক্ষে অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যুগপৎ দুইটী রাজধানী রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ায় তিনি তাঁহার ভ্রাতা সিঞ্জারাধিপতি ইমাদুদ্দীনের

সহিত নগর বিনিময়ে সম্মত হইলেন। তদনুসারে ১১৮২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে ইমাদুদ্দীন আলেপ্পো প্রবেশ করিলেন।

এই সকল পরিবর্ত্তনে সালাহুদ্দীন কোনই বাধা দিলেন না। জীবনে তিনি কখনও কোন সন্ধি ভঙ্গ করেন নাই, এবারও করিলেন না। সিরিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিলেও তিনি উত্তর সীমান্তের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। সালেহ ইস্‌মাঈলের মৃত্যুর পর আলেপ্পো দখলে আনা তাঁহার ইচ্ছা ছিল; এক্ষণে উহা ইমাদুদ্দীনের ন্যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাহ্‌জাদার হস্তগত হওয়ায় তাঁহার মতলব সিদ্ধির পথে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব বাধা উপস্থিত হইল। কিন্তু সন্ধি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীকারের কোনই উপায় ছিল না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ১১৮২ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

অবশ্য আর কেহই যখন সন্ধি রক্ষা করেন নাই, তখন সন্ধি-ভঙ্গ করিলেও সালাহুদ্দীনকে দোষ দেওয়া যাইতে পারিত না। ফ্র্যাঙ্কেরা আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিল। চেটিলনের রেজিনাল্ড দীর্ঘকাল পরে কারামুক্ত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় উদ্ভাবনে নিরত হইলেন। তোরণের তৃতীয় হাম্ফ্রের কন্যা ও করকের উত্তরাধিকারিণী ষ্টেফেনিয়ার সহিত বিবাহের ফলে মরু-সাগর তটস্থ দুর্গগুলি তাঁহার দখলে আসিল। ক্ষমতা হাতে পাইয়াই তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীনের ন্যায় উহার অপব্যবহার আরম্ভ করিলেন। সন্ধির সময় অতীত না হইতেই তিনি না-হক্ একদল শান্তশিষ্ট মোসলমান বণিককে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সালাহুদ্দীন এই অন্যায় জুলুম বরদাশ্‌ত্ করিতে পারিলেন না। দমিয়েতার নিকট দিয়া গমন-কালে ১৫০০ তীর্থযাত্রীপূর্ণ একখানা খৃষ্টান জাহাজ জলমগ্ন হইল। সালাহুদ্দীন তাঁহাদিগকে ধরিয়া নিয়া জামীন-রূপে আটক করিয়া রাখিলেন।

অবশেষে সন্ধি-নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হইয়া গেল। ১১ই মে সালাহুদ্দীন কায়রো ত্যাগ করিলেন। প্রধান কর্ম্মচারী ও সভাসদেরা তাঁহাকে বিদায় দানের জন্য আবিসিনিয়া হ্রদের তীরে সমবেত হইলেন। চারণেরা তাঁহার-

প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া কবিতা ও লেখকেরা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সহসা একটী অসঙ্গত সুর সমস্ত মাধুর্য্য মাটী করিয়া দিল: প্রাচীন আরব কবির অনুকরণে কে যেন গাহিয়া উঠিল:

'ভুঞ্জিয়া কুসুম-বাস নাও নজ্দের,
এই রাত পরে উহা দেখিবে না ফের!'

এই বিরোধী সুর সালাহুদ্দীনের হৃদয়ে বড় বাজিল। তিনি ইহাকে ভারি দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন; তাঁহার হৃদয়ে যেন এক বিরাট বোঝা রহিয়া গেল। এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত ব্যর্থ হয় নাই: সালাহুদ্দীন আর কখনও কায়রো দেখিতে পান নাই।

খৃষ্টানেরা তাঁহাকে বাধা দানের জন্য সীমান্তে সমবেত হইয়াছে শুনিয়া সালাহুদ্দীন মরুপথে সিনাই উপত্যকা দিয়া আয়লা বন্দরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে তিনি সির পর্ব্বতের পাদদেশস্থ প্রস্তরময় প্রান্তর অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে ফিরিলেন। মণ্ট্‌রিয়েলের চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদ বিনা বাধায় তাঁহার হস্তে লুণ্ঠিত হইল। খৃষ্টানেরা তখন করকে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। তাঁহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেও তাহারা তাঁহাকে বাধা দানের জন্য এক অঙ্গুলীও নড়িল না। তাহাদের জড়তায় সালাহুদ্দীন লাভবান হইলেন। তিনি মোয়াবের পথে জুন মাসের মধ্যভাগে দেমাশ্‌কে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, দক্ষিণাঞ্চলে বলডুইনের অনুপস্থিতির সুযোগে ফের্‌রোখ শাহ্‌ জর্ডন নদী অতিক্রম করিয়া গ্যালিলী উৎসন্ন, দেবুরিয়া লুণ্ঠন, এমন কি খৃষ্টানদের অতি প্রয়োজনীয় গিরি-দুর্গ হাবেশ জেলদেক অধিকার করিয়া ২০০০০ গোমহিষাদি পশু ও ১০০০ বন্দী লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রের কৃতকার্য্যতায় প্রফুল্ল হইয়া সালাহুদ্দীন জুলাই মাসে তাঁহাকে পুনরায় পালেস্তাইনে প্রেরণ করিলেন। তিনি স্বয়ং জর্ডন নদী অতিক্রম করিয়া বায়সানের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদে ফ্র্যাঙ্কেরা শিবির

ভাঙ্গিয়া বেলভয়ের রক্ষার জন্য ধাবিত হইল। এই নব-নির্ম্মিত দুর্গে তাহাদের প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষিত ছিল। সালাহুদ্দীন তকিউদ্দীন ও ফেরুরোখ্ শাহ্কে একদল ধনুর্দ্ধর ও অশ্বারোহী সহ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তারা পাহাড়ের নিম্নে দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। বেলিয়ান, রমলার বল্ডুইন ও অন্যান্য নাইট প্রাণপণে শত্রু দলন করিলেও পরিণামে মোসলমানেরাই জয়লাভ করিল; কিন্তু খৃষ্টানদের তুলনায় তাহাদের লোকক্ষয় বেশী হইল।

আগষ্ট মাসে সালাহুদ্দীন স্বয়ং বিকা নদীর অপর তীরে সৈন্য চালনা করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অল্-আদিল মিসর হইতে নৌ-বাহিনী লইয়া বায়রুতের দিকে অগ্রসর হইলেন। নৌ-বহর উপস্থিত হইলে জল, স্থল উভয় দিক্ হইতে নগর আক্রান্ত হইল; কিন্তু দৃঢ় প্রাচীরে সুরক্ষিত থাকায় উহার কোনই ক্ষতি হইল না। এদিকে খৃষ্টান বাহিনী অবরোধ উঠাইতে যাত্রা করিল; রাজা বল্ডুইন টায়ার ও একরে নৌ-বহর সজ্জিত করিতে লাগিলেন। অবরোধ-যন্ত্র সঙ্গে না থাকায় তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে মোসলমানদের পক্ষে শুধু অস্ত্রবলে নগর অধিকারের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই সালাহুদ্দীন অবরোধ ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময় হরাণের আমীর কুক্‌বারী তাঁহাকে জজিরা আক্রমণের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বায়রুত অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব কম ছিল না। সুতরাং সালাহুদ্দীন শিবির ভাঙ্গিয়া সদলবলে আলেপ্পো যাত্রা করিলেন। তিন দিন পর্য্যন্ত নগর অবরোধের ভাণ করিয়া তিনি বিরায় ইউফ্রেতিজ নদী উত্তীর্ণ হইলেন। সংবাদ পাইয়া নূরুদ্দীন ও কুক্‌বারী তাঁহার সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিলেন। একে একে এডেসা, সরুজ, রাক্কা, কার্কিসিয়া ও নিসিবন সালাহুদ্দীনের হস্তগত হইল। জজিরা দখল করিয়া তিনি মোসেল যাত্রা করিলেন। আয়জুদ্দীন তাঁহাকে বাধা দানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আর্ম্মেনিয়া ও পারস্যের নিকটবর্ত্তী রাজন্যবর্গ মধ্যস্থতা করিতে আসিয়া হাল

ছাড়িয়া দিলেন। মোসেল বা আলেপ্পো না পাইলে সালাহুদ্দীন কিছুতেই সন্ধি স্থাপনে রাজী হইলেন না।

১০ই নভেম্বর মোসেল অবরোধ আরম্ভ হইল। কিন্তু এক মাস চেষ্টা করিয়াও সালাহুদ্দীন উহা অধিকার করিতে পারিলেন না। তখন তিনি চতুষ্পার্শ্বস্থ নগরাবলী জয় করিয়া মোসেল-রাজের শক্তি নাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পনর দিন অবরোধের পর ৩০শে ডিসেম্বর সিঞ্জার দুর্গ তাঁহার হাতে আসিল। এ দিকে আর্মেনিয়ার শাহ্, মারিদিনের শাহ্জাদা, মোসেলের আতাবেগ ও আলেপ্পোর রাজা তাঁহাকে বিধ্বস্ত করার জন্য হার্জেম প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেই তাঁহারা ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন ( ফেব্রুয়ারী, ১১৮৩ )।

অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত বিপদ কাটিয়া গেলে সালাহুদ্দীন চিরাচরিত নিয়মে নব-বিজিত রাজ্যে সামরিক জায়গীরদার নিযুক্ত করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আমিদ নগরের লৌহদ্বার, কৃষ্ণ-প্রস্তরের পুরু প্রাচীর ও তাইগ্রীস নদীর অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার বাঁকের প্রতিরোধ সত্ত্বেও আট দিন অবরোধের পরে নগর তাঁহার দখলে আসিল। এই স্থানে বিপুল অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধ-যন্ত্র ও বহুমূল্য দ্রব্যরাজি সালাহুদ্দীনের হস্তগত হইল। নগরের বিরাট কুতবখানা তিনি সুবিজ্ঞ কাজী অল্-ফাজিলকে দান করিলেন। কেবল নির্ব্বাচিত পুস্তকগুলি লইয়া যাইতেই কাজী সাহেবের সত্তরটী উটের দরকার হইল। এদিকে আয়জুদ্দীন ফ্র্যাঙ্কদের সহিত মিলিত হইয়া অগ্নি ও তরবারি যোগে সিরিয়া রাজ্য উৎসন্ন করা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সংবাদ পাইয়া সালাহুদ্দীন তাঁহার সাহসী ও প্রভুভক্ত মিত্র নূরুদ্দীনকে আমিদ দুর্গ দান করিয়া পুনরায় ইউফ্রেতিজ নদী অতিক্রম করিলেন। পথিমধ্যে আয়নতাব তাঁহার হস্তগত হইল। ২১শে

যে আলেপ্পোর সবুজ ময়দানে আবার তাঁহার তাঁবু পড়িল। নূতন প্রজাবর্গের অপ্রিয় হওয়ায় আয়জুদ্দীন দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে বাধাদান করিতে পারিলেন না। সালাহুদ্দীনও নাছোড়বান্দা। কাজেই উভয়ের মধ্যে রাজ্য বিনিময়ের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। শেষে স্থির হইল, আয়জুদ্দীন সোলতানকে আলেপ্পো ছাড়িয়া দিবেন; প্রতিদানে তিনি তাঁহার জায়গীরদার হিসাবে রাক্কা, সেরাজু, নিসিবন প্রভৃতি নগরাবলী সহ সিঞ্জার রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। তদনুসারে ১২ই জুন সালাহুদ্দীনের হস্তে যথারীতি নগর অর্পিত হইল। পাঁচ দিন পরে আয়জুদ্দীন সিঞ্জারে চলিয়া গেলেন। নাগরিকদের বিপুল আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে সালাহুদ্দীন তাঁহার অতি-আকাঙ্ক্ষিত শহরে প্রবেশ করিলেন।

আলেপ্পো অধিকারের ফলে সালাহুদ্দীন মোস্‌লেম জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতিতে পরিণত হইলেন। পোপ, জার্ম্মানীর সম্রাট ও ইউরোপের অন্যান্য প্রধান ভূপতির সহিত তাঁহার পত্র ব্যবহার চলিতে লাগিল। কিন্তু এই বিশাল ভূভাগের অবিসংবাদী প্রভু হইতে হইলে তাঁহার আর একটী কাজ বাকী ছিল; এন্টিয়ক হইতে আস্কালন পর্য্যন্ত দীর্ঘ, সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড, বিশেষতঃ পবিত্র জেরুসালেম নগরী তখনও খৃষ্টানদের হাতে। বিপক্ষের এই ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহার এসিয়া ও আফ্রিকা সাম্রাজ্যের সংযোগ সাধনের পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত এই ব্যবধান দূরীভূত না হয়, যে পর্য্যন্ত পুণ্যভূমি আবার মোসলমানদের দখলে না আসে, সে পর্য্যন্ত 'ইস্‌লাম ও মোসলমানের সোলতানে'র পক্ষে আরাম করার উপায় ছিল না।

## পালেস্তাইন আক্রমণ

দুই মাস কাল আলেপ্পো থাকিয়া সালাহুদ্দীন ১১৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট দেমাশ্‌কে ফিরিয়া আসিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ জীবনের রাজধানী ও প্রধান কর্ম্ম-কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার দীর্ঘকালের অনুপস্থিতিতে উত্তরাঞ্চলে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটে। অমিতবিক্রম ফের্‌রোখ শাহ্‌ জান্নাত-বাসী হওয়ায় ফ্র্যাঙ্কেরা অত্যন্ত সাহসী হইয়া উঠে। বোস্রা, জোরা, এমন কি দেমাশ্‌কের অদূরবর্ত্তী দারায়্যা পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদ তাহাদের হস্তে লুণ্ঠিত হয়। সোহেত দুর্গের জন্য সারাসেনেরা অত্যন্ত গর্ব্বানুভব করিত; ফ্র্যাঙ্কেরা ইহাও কাড়িয়া লইল। চেটিলনের রেজিনাল্ড সকলের উপর টেক্কা দিলেন। তিনি একেবারে হজরতের পবিত্র কবর ও মক্কার কা'বা গৃহ ভূমিসাৎ করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার নৌ-বহর লোহিত সাগর-তীরস্থ আয়ধাব বন্দর লুণ্ঠনে প্রেরিত হইল; বেদুইনদিগকে উৎকোচ দানে বাধ্য করিয়া জাহাজের অংশগুলি করক হইতে আকাবা উপসাগরে চালান দিয়া তিনি স্বয়ং আয়লা অবরোধ করিলেন।

রেজিনাল্ডের জুলুমে চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিল। ষোলখানা আরব জাহাজ তাঁহার হস্তে ভস্মীভূত ও একখানা হজ্‌ যাত্রীর জাহাজ লুণ্ঠিত হইল। একদল নিরীহ পথিককে ধরিয়া নিয়া তিনি তাহাদের প্রত্যেকটী লোককে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিলেন। য়েমন হইতে বহুমূল্য দ্রব্য লইয়া দুইখানা জাহাজ মক্কা-মদীনা যাইতেছিল; সেগুলিও তাঁহার হাতে ধরা পড়িল। তাঁহার উপদ্রব, বিশেষতঃ হজরতের দেহাস্থি বাহির করার চেষ্টার কথা শুনিয়া মোসলমানেরা শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সৌভাগ্য-বশতঃ মিসরীয় নৌ-বহর শীঘ্রই ফ্র্যাঙ্কদের অনুসরণ করিল। কাপ্তান লুলু আয়লার অবরোধ উঠাইয়া লোহিত সাগর তটস্থ অল্‌-হরা বন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ফ্র্যাঙ্কেরা ত্বরিত গতিতে তীরে

অবতরণ করিয়া পর্ব্বতের দিকে পলায়ন করিল। লুলু তাঁহার নাবিকগণকে বেদুইনদের অশ্বে আরোহণ করাইয়া তাহাদের অনুসরণ করিলেন। রবুগের গিরি-সঙ্কটে তিনি ফ্র্যাঙ্কদের সাক্ষাৎ পাইলেন। সঙ্কীর্ণ স্থানে আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের অধিকাংশ সৈন্য নিহত ও অবশিষ্ট বন্দীকৃত হইল; কিন্তু সমুদয় অপকার্য্যের নায়ক রেজিনাল্ড পলাইয়া গেলেন।

এই সকল দুষ্কার্য্যের জন্য খৃষ্টানদিগকে শাস্তিদান করাই হইল সিরিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর সালাহুদ্দীনের প্রথম কাজ। ২৯শে সেপ্টেম্বর তিনি সদলবলে জর্ডন নদী অতিক্রম করিলেন। খবর পাইয়া বায়সানের লোকেরা ভয়ে পলাইয়া গেল। পরিত্যক্ত নগর লুণ্ঠন করিয়া সালাহুদ্দীন জেজ্‌রিল উপত্যকার পথে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আয়ন জেলুদের পার্শ্বে শিবির স্থাপন করিলেন। এই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সৈন্যেরা তেবুর ও নাজারেসের চতুর্দ্দিকস্থ জনপদ লুণ্ঠন ও ফর্‌বেলেত দখল করিল। খৃষ্টানদের মূল বাহিনী তখন সাফুরিয়ায়। তাহাদের সহিত যোগদান করার জন্য একদল সৈন্য করক ত্যাগ করিল। ৩০শে সেপ্টেম্বর ইহারাও মোসলমানদের হস্তে পরাজিত হইল। রাজা বল্‌ডুইন তখন পীড়িত; লুসিগ্‌নানের গের উপর খৃষ্টান বাহিনীর পরিচালনা-ভার ন্যস্ত। সাহায্যকারী সৈন্যদলের পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণে তিনি তৎক্ষণাৎ শিবির ভাঙ্গিয়া অল্-ফুলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সালাহুদ্দীনও সেখানে আসিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ দান করিলেন।

তের শত নাইট ও পনর হাজারের অধিক পদাতিক এই যুদ্ধে যোগদান করিল। ইতঃপূর্ব্বে পালেস্তাইনে কখনও এত অধিক ক্রুসেডারের সমাবেশ হয় নাই।* স্থানীয় খ্যাতনামা বীরগণ ব্যতীত লোভেনের ডিউক

---

* "Never . . . had Palestine seen so vast an army of Crusaders," —Archer and Kingsford, 262.

হেনরী, একুইটেনের রাফ ডি মেলেন প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও অল্-ফুলার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তথাপি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জয়-পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। মোসলমানেরা প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিলেও শত্রুদের ঘন-সন্নিবিষ্ট বর্ষাধারী সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা আয়ন জলুদে ও ফ্র্যাঙ্কেরা তুফানিয়ায় সরিয়া গিয়া পাঁচ দিন পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল। পিসা, ভেনিস প্রভৃতি নগর হইতে বহু ইতালীয় বণিক আসিয়া প্রত্যহ ক্রুসেডারদের দলবৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে সারাসেনেরা পাহাড় অধিকার করিয়া ফেলিল। তাহাদের সতর্ক চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া খাদ্য আমদানী অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। ফলে খৃষ্টান শিবিরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। সালাহুদ্দীন তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার সর্ব্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া ব্যর্থ-প্রয়াস হইলেন। কিন্তু তাহারা যুদ্ধ না করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সাফুরিয়ায় পলাইয়া গেল। সোলতানের ধনুর্দ্ধরেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিল।

এবার সালাহুদ্দীন রেজিনাল্ডের সহিত হিসাব নিকাশ করিবার জন্য করকের দিকে অগ্রসর হইলেন। অল্-আদিল মিসর বাহিনী লইয়া তাঁহার সাহায্যে আসিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে রাজকীয় সৈন্যদল রেজিনাল্ডের সাহায্যে আসিতেছে জানিতে পারিয়া সালাহুদ্দীন ৪ঠা ডিসেম্বর দেমাশ্‌কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরবর্ত্তী গ্রীষ্মকালে (আগষ্ট ১৩, ১১৮৪) তিনি আবার করক অধিকারের প্রয়াস পাইলেন। নাগরিকেরা তখন রাজার বৈমাত্রেয় ভগিনী ইসাবেলার সহিত তোরণের চতুর্থ হাম্ফে্রর বিবাহ উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদে মত্ত। সালাহুদ্দীনের অবরোধের ফলে এই উৎসব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হইল। মোসলমানেরা বলপূর্ব্বক নগরে প্রবেশ

করিল। রেজিনাল্ড অতিকষ্টে পরিখা ডিঙ্গাইয়া দুর্গ-মধ্যে পলাইয়া গেলেন। জনৈক নাইট প্রাচীনকালের হোরেসিউর ন্যায় অসীম সাহসে সেতু রক্ষা না করিলে সারাসেনেরা অবশ্যই উহা কাটিয়া ফেলিত। সঙ্গে সঙ্গে রেজিনাল্ডও মরিতেন, দুর্গও তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যাইত। ধূর্ত্ত নাইট দুর্গে গিয়া সালাহুদ্দীনকে মদ্য-মাংস প্রেরণ করিলেন। এতদ্দ্বারা যেন তাঁহাকে বিবাহোৎসবের অংশী করা হইল। * সদাশয় সোলতান বর-কনের বাস-কক্ষ আক্রমণ না করার জন্য তৎক্ষণাৎ সৈন্যদলে কঠোর আদেশ প্রচার করিলেন।

শহর ও উপনগর সালাহুদ্দীনের দখলে আসিলেও দুর্গ অবিজিত রহিল। তিনি পরিখা ভরাট করিয়া অবরোধ-যন্ত্রের সাহায্যে দুর্গ-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রক্ষীসৈন্যেরা ভগ্নস্থান অধিকার করিয়া রহিল। সেপ্টেম্বরে একদল মুক্তি-সেনা আসিয়া তাহাদিগকে গোপনে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিল। তাহারা অতর্কিত আক্রমণে অবরোধকারীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিছুতেই তাহাদিগকে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে না পারিয়া সালাহুদ্দীন সামারিয়া উৎসন্ন ও দেবুরিয়া লুণ্ঠন করিয়া ১৬ই সেপ্টেম্বর দেমাশ্‌কে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর খৃষ্টান ও মোসলমানদের মধ্যে কিছু দিন যুদ্ধ বন্ধ রহিল। শরৎকালে একটী বালকের শিরে রাজ-মুকুট পরাইয়া বল্‌ডুইন দেহত্যাগ করিলেন। ত্রিপোলিসের রেমণ্ড রাজা পঞ্চম বল্‌ডুইনের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। অধিকাংশ নেতাই শান্তি স্থাপনের পক্ষে মত প্রকাশ করায় চারি বৎসরের জন্য উভয় পক্ষে এক যুদ্ধ-বিরতি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। সালাহুদ্দীন রেমণ্ডের সিংহাসন লাভের সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন বিনিময়ে কাউণ্ট তাঁহার সমস্ত মোসলমান বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এমন কি ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে দেমাশ্‌কে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি সিরিয়ায়

প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পাঠাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু রেমণ্ড ও সালাহুদ্দীনের মধ্যে যতই সদ্ভাব থাকুক না কেন, এই ফ্র্যাঙ্ক-সারাসেন সন্ধি ছিল প্রকৃতপক্ষে শ্রান্ত সৈনিকের নিদ্রার ন্যায়। ধর্ম্মাচার্য্য হেরাক্লিয়াস তখন নূতন সৈন্য সংগ্রহের জন্য ইউরোপময় ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন, চেভিয়ট হইতে পিরানিজ পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের ইংরেজ নাইটেরা ক্রুশ গ্রহণ করিতেছিলেন, টেম্পলার ও হস্পিটালার সম্প্রদায় ক্রুসেডে যোগদানের জন্য জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলেন। কাজেই এই সন্ধি-পত্র যে অনতিকাল পরেই বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

---

## মোসেল অভিযান

সালাহুদ্দীন অবসর-কালের অধিকাংশই সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধানে ব্যয় করিলেন। কিন্তু বেশী দিন শান্তিতে থাকা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। ফ্র্যাঙ্ক-সারাসেন সন্ধির কিছুকাল পরেই জজিরার রাজা সিঞ্জার শাহ্ ও ইর্‌বিলের আমীর সালাহুদ্দীনের নিকট দূত পাঠাইয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের দলত্যাগে রুষ্ট হইয়া মোসেলের আতাবেগ ইর্‌বিলাধিপতিকে শাস্তি দানে চেষ্টিত হইলেন। স্বীয় করদ রাজার কাতর আবেদনে সালাহুদ্দীনকে আবার যুদ্ধে নামিতে হইল। ১১৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল বিরায় ইউফ্রেতিজ নদী উত্তীর্ণ হইলে কুক্‌বারী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। রস্‌ল আয়নে উপস্থিত হইয়া সালাহুদ্দীন শুনিতে পাইলেন, পূর্ব্বাঞ্চলের সমস্ত রাজা মোসেলের আতাবেগকে রক্ষা করার জন্য সমবেত হইয়াছেন। এই ভীতি-প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া তিনি তুনিসিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে মারিদিনের সৈন্যেরা তাঁহার সহিত মিলিত হইল। অবশেষে জুন মাসে মোসেলের সম্মুখে আবার তাঁহার তাঁবু পড়িল। আতাবেগ শান্তির প্রস্তাব লইয়া বৃথাই তাঁহার মাতা ও অন্যান্য মহিলাকে সোলতানের শিবিরে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার কোনই ত্রুটী হইল না; কিন্তু তাঁহারা কেহই কোন প্রতিশ্রুতি পাইলেন না; সালাহুদ্দীনের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল না।

মোসেলবাসীরা নিরাশ হইলেও প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল। ভাগ্য তাহাদের অনুকূল থাকায় সালাহুদ্দীনের এই অবরোধও পূর্ব্বের ন্যায় ব্যর্থ হইল। এই সময় আর্ম্মেনিয়ায় গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ায় তিনি অবরোধ উঠাইয়া সৈন্যগণকে দিয়ার বকরের শীতলতর স্থানে লইয়া গেলেন। মায়্যাফারিকিন দখল করিয়া আগষ্টের শেষে তিনি পুনরায়

মোসেল অবরোধ আরম্ভ করিলেন। তখন বর্ষাকাল; কি সৈন্য, কি সেনাপতি কেহই অস্বাস্থ্যকর আব্-হাওয়া বরদাশ্ত্ করিতে পারিল না। সালাহুদ্দীন স্বয়ং সাজ্ঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার অশ্বারোহণ-ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেল। প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় তাঁহাকে কুক্বারীর দুর্গে স্থানান্তরিত করা হইল। অল্-আদিল মিসর হইতে রাজ-বৈদ্য লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। তথাপি বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে পড়িয়া রহিলেন। এমন কি একবার তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া গুজব উঠিল। এই সংবাদে তাঁহার বহু আত্মীয় ভাগ্য পরীক্ষার জন্য চেষ্টিত হইলেন। অবশ্য বাঁচিবেন বলিয়া সালাহুদ্দীনের নিজেরও বিশেষ ভরসা ছিল না। কাজেই তিনি শাহ্জাদাদের প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখার জন্য সেনাপতিদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। কিন্তু যতদিন যাহার হায়াৎ, ততদিন তাহার মৃত্যু নাই। নৈরাশ্য সত্ত্বেও শত্রু ও লোভী আত্মীয়দের মুখে ছাই দিয়া অবশেষে সালাহুদ্দীন ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। ফেব্রুয়ারীর (১১৮৬ খৃঃ) শেষভাগে তিনি আতাবেগের দূতদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে কোথাও যুদ্ধ-যাত্রা করা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। সম্ভবতঃ বিপদ ও রোগ-যন্ত্রণায়ও তাঁহার মন অনেকটা নরম হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই এবার তিনি শান্তির প্রস্তাবে তত ঔদাসীন্য দেখাইলেন না। ৩রা মার্চ্চ আতাবেগের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হইল। শর্ত্তানুসারে তিনি জাব নদীর অপর পার্শ্বস্থ শাহরজুরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র জনপদ নিজে গ্রহণ করিলেন। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিজ নদীর মধ্যবর্ত্তী যে ভূখণ্ড তখন আয়জুদ্দীনের অধিকারে ছিল, খোৎবা ও মুদ্রায় সোলতানের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্বীকার করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করায় উহা তাঁহার দখলে রহিল। এই সন্ধির ফলে সমগ্র উত্তর

মেসোপতেমিয়া ও কুর্দ্দিস্তানের কিয়দংশ সালাহুদ্দীনের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল; তাঁহার করদ রাজাদের তালিকায় মোসেলের আতাবেগের নাম উঠিল।

মোসেলের সন্ধির পর সালাহুদ্দীন মন্থর গতিতে দেমাশ্‌ক চলিলেন। পথিমধ্যে তিনি বিশ্রাম গ্রহণার্থ এমেসায় প্রবেশ করিলেন। এই নগর তিনি শের্কুর পুত্র নাসিরুদ্দীনকে জায়গীর দেন। কেবল তাহাই নহে, সদাশয় সোলতান নিজ কন্যার সহিত খুল্লতাত ভ্রাতার বিবাহ দিয়া আত্মীয়তা-বন্ধন দৃঢ়তর করেন। কিন্তু তাঁহার অসুখের সময় এই নেমক-হারাম সিরিয়ার সিংহাসন লাভের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। অবশ্য কৃতঘ্নতার প্রতিফলের জন্য তাঁহাকে বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ৪ঠা মার্চ্চ ঈদুজ্জোহার রাত্রে আকণ্ঠ মদ্য পানের ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সালাহুদ্দীন বিগত আমীরের বার বৎসর বয়স্ক পুত্রকে পিতার পদে বহাল রাখিয়া আলেপ্পো হইয়া এপ্রিল মাসে দেমাশ্‌কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সমাধি হইতে উত্থিত দ্বিতীয় লাজারাসের ন্যায় নাগরিকেরা বিপুল আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিল।

## হিত্তিনের যুদ্ধ

অবশেষে খৃষ্টানদের মহাসঙ্কটকাল ঘনাইয়া আসিল। এতদিনে সালাহুদ্দীন তাহাদিগকে জোরেশোরে আক্রমণ করার মত শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিজ নদী-বিধৌত প্রদেশে তাঁহার অভিযানের উদ্দেশ্য সফল হইল। উত্তর দিক্ হইতে আক্রমণে বাধা দানের জন্য সেখানে একদল সৈন্য না রাখিয়া ইতঃপূর্ব্বে তিনি পালেস্তাইনে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। মোসলমান শত্রুরা মিত্রে পরিণত হওয়ায় এখন খৃষ্টান রাজ্য আক্রমণের পক্ষে তাঁহার আর কোন বাধা রহিল না। তাঁহার শক্তিও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইল। সিরিয়া ও মিসর ব্যতীত কুর্দ্দিস্তান ও মেসোপতেমিয়া হইতেও তিনি এখন বিপুল সাহায্য পাইতে পারিতেন। এই অতিরিক্ত শক্তি ব্যতীত তৃতীয় ক্রুসেডে ইউরোপ হইতে আনীত নবীন ও সবল সৈন্যদলের সম্মুখীন হওয়া কিছুতেই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সালাহুদ্দীন দীর্ঘকাল হইতেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু চিরাচরিত নিয়মে রেজিনাল্ডই তাঁহার উপস্থিত ক্রোধের কারণ হইলেন। মক্কা হইতে সিরিয়া গমনকালে নিরীহ বণিক ও তীর্থযাত্রীদল লুণ্ঠন করা তাঁহার পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১১৭৯ খৃষ্টাব্দ, শান্তির সময়। একদল যাত্রী নিশ্চিন্ত মনে করকের প্রাচীর-নিম্নে শিবির স্থাপন করিল। সহসা তিনি তাহাদের উপর আপতিত হইয়া দুই লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তি সহ নর-নারী, পশু-পক্ষী প্রত্যেকটী প্রাণীকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। বল্‌ডুইন সন্ধির এই প্রকাশ্য বরখেলাফের প্রতিবাদ করিয়া বৃথাই দূত পাঠাইলেন। রেজিনাল্ড তাঁহাদিগকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ১১৮২ খৃষ্টাব্দে সন্ধির সময় আর একদল যাত্রী তাঁহার হস্তে এভাবে লুণ্ঠিত ও বন্দীকৃত হইল। ১১৮৬

খৃষ্টাব্দ, তখনও শান্তির সময়। যাত্রীরা বিপদাশঙ্কা না করিয়া সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। সহসা রেজিনাল্ড একদল শান্ত-শিষ্ট বণিকের উপর আপতিত হইয়া বহু মূল্যবান দ্রব্য হস্তগত করিয়া লইলেন। তাঁহারা এই অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদ করিলে করকাধিপতি উত্তর দিলেন, "তোমরা ত মোহাম্মদে (দ) বিশ্বাস কর ; তিনি আসিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন না কেন?" সোলতানের এক ভগিনীও বণিকদের তত্ত্বাবধানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। কাজেই এই সকল কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি রেজিনাল্ডকে নিধন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এভাবে যাত্রীদল লুণ্ঠনই জেরুসালেম রাজ্যের ধ্বংসের প্রধান কারণ। * সালাহুদ্দীন বারংবার করক অধিকারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন। এবার তিনি অর্দ্ধ-উপায় অবলম্বন না করিয়া সমগ্র খৃষ্টান রাজ্যের মূলোচ্ছেদে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদনুসারে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া এক ফরমান জারি হইল। তাঁহার দূতেরা সৈন্য সংগ্রহের জন্য সিরিয়া, জজিরা, মেসোপতেমিয়া, দিয়ারবকর ও মিসরের নগরাবলীতে ছুটিয়া গেল। মক্কা হইতে প্রত্যাগত হাজীগণকে রক্ষা করার জন্য সোলতান স্বয়ং এপ্রিল মাসে করকের নিকটে হাজির হইলেন। তাঁহারা নিরাপদে প্রস্থান করিলে তিনি শত্রুরাজ্য উৎসন্ন করিয়া ২৮শে মে আশ্‌তারায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

একযোগে সালাহুদ্দীনকে বাধা দান করিবার মত অবস্থা তখন ফ্র্যাঙ্কদের ছিল না। সেপ্টেম্বরে পঞ্চম বল্‌ডুইনের মৃত্যু হইলে রেজিনাল্ড, জোসেলিন প্রভৃতি একদল নেতা আমালরিকের জ্যেষ্ঠা কন্যা সিবিলাকে

---

* "His reluctance to hold his hand whether in peace or war was to lead .... to the ruin of the Kingdom."—Archer & Kingsford, 260.

সিংহাসন দান করেন। তিনি আবার তাঁহার দ্বিতীয় স্বামী গে ডি লুসিগ্-নানের মস্তকে রাজ-মুকুট পরাইয়া দেন। ইনি এত কুখ্যাতি লাভ করেন যে, এই সংবাদ শুনিয়া ইঁহার ভ্রাতা জেফ্রী বলিয়া উঠেন, 'যাহারা তাহাকে রাজত্ব দিয়াছে, আমাকে পাইলে তাহারা অবশ্যই দেবতা করিত।" * কাজেই রেমণ্ড ও রমলার বলডুইন এই রীতিবিরুদ্ধ রাজ্যাভিষেক অস্বীকার করিয়া সিবিলার কনিষ্ঠা ভগিনী ইসাবেলার স্বামী তোরণের চতুর্থ হাম্ফ্রের পক্ষ সমর্থন করিলেন। হাম্ফ্রের বশ্যতা স্বীকার করিলেও তাঁহারা নূতন রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন।

বসন্তকালে ঐক্য স্থাপনের জন্য তদবির আরম্ভ হইল। ইবেলিনের বেলিয়ান এবং টেম্পলার ও হস্পিটালারদের অধ্যক্ষদ্বয় রুষ্ট কাউণ্টকে তুষ্ট করিবার জন্য তাইবেরিয়াসে প্রেরিত হইলেন। পথিমধ্যে ফাবার তাঁহাদের কিছু বিলম্ব হইল। সোলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র অল্-আফজাল সেদিন রেমণ্ডের রাজ্যে শিকার করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়াই অধ্যক্ষদ্বয় ১৩৫জন নাইট ও ৪০০ পদাতিক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করার জন্য বায়ুবেগে ধাবিত হইলেন। রেসনের উৎসের নিকটে দুই দলে সাক্ষাৎ হইল। পদাতিকেরা তখনও পশ্চাতে। উগ্র-মস্তিষ্ক যোদ্ধা-সন্ন্যাসীরা তাহাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই মোসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া বসিল। ফলে হস্পিটালারদের অধ্যক্ষের মস্তক কর্ত্তিত, অধ্যক্ষ ও অপর দুইটী লোক ব্যতীত টেম্পলারদের সমস্ত লোক নিহত এবং ৪০জন নাইট বন্দীকৃত হইলেন।

এই দুর্ঘটনার জন্য খৃষ্টানেরা রেমণ্ডকে দায়ী করিল। কাজেই পাপ-ক্ষালনের জন্য তিনি গের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরামর্শের পর সাফুরিয়ার উৎস-শ্রেণীর নিকটে সৈন্য সমাবেশের জন্য

*Gibbon, VI, 371.

চতুর্দ্দিকে দূত ছুটিল। টমাস বেকেটকে হত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ইংরেজ-রাজ হেনরীর প্রেরিত অর্থে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সৈন্য সংগ্রহ চলিল। ১২০০ নাইট, ১৮০০০ পদাতিক ও সারাসেন প্রথায় সজ্জিত কয়েক হাজার অশ্বারোহী, সর্ব্বশুদ্ধ অর্দ্ধ লক্ষ লোক ক্রুশ-পতাকার নিম্নে সমবেত হইল। এদিকে মোসেল ও মারিদিন হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া জুটায় সালাহুদ্দীনের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যাই বার হাজারে উঠিল। ইহাদের সকলেই জায়গীরদার বা বৃত্তিধারী সম্ভ্রান্ত লোক। সালাহুদ্দীন সৈন্যগণকে অগ্র, পশ্চাৎ, কেন্দ্র, দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বয়ং কেন্দ্রভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তকিউদ্দীন ও কুক্‌বারীর উপর উভয় পার্শ্বের পরিচালনা-ভার ন্যস্ত হইল। এইরূপে সৈন্যদল গঠন করিয়া ২৬শে জুন শুক্রবার জুম্মা নামাজের পর তিনি ফ্র্যাঙ্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। জর্ডন অতিক্রমের পর সাফুরিয়ার দশ মাইল পূর্ব্বে হিত্তিন গ্রামের নিকটে তাঁহার তাবু পড়িল। অবিলম্বে একদল সৈন্য তাইবেরিয়াস লুণ্ঠনে প্রেরিত হইল। নগর রক্ষার ভার তখন রেমণ্ডের স্ত্রীর উপর। তাঁহার আবেদনে রাজা গে তাইবেরিয়াস যাত্রা করিলে সালাহুদ্দীন দুর্গ অবরোধের জন্য ক্ষুদ্র একদল সৈন্য রাখিয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

হিত্তিনের চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগ জলপাই ও অন্যান্য ফলবান বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল; নিম্নস্থ উপত্যকা ও তাইবেরিয়াসের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচুর জল পাওয়া যাইত। কিন্তু এক মাইল দক্ষিণে 'হিত্তিনের শৃঙ্গ' নামক প্রস্তরময় ক্ষুদ্র পাহাড় ও উহার পশ্চাতে ১৭০০ ফুট নিম্নে গ্যালিলি হ্রদ অবস্থিত থাকায় পরাজিত হইলে ক্রম-নিম্নস্থানে নিক্ষিপ্ত ও হ্রদের দিকে বিতাড়িত হইয়া মোসলমানদের ধ্বংস অনিবার্য্য ছিল। উভয় শিবিরের মধ্যে একটী প্রস্রবণ বা স্রোতস্বতীও ছিল না; ছিল ঝোপ ও শৈল-শৃঙ্গ পূর্ণ সৌর-কর-

দগ্ধ এক বিশাল প্রান্তর। অথচ ফাবা ও বেলভয়েরে খৃষ্টানদের দুইটী বহিঃসেনানিবাস ছিল। প্রচুর পরিমাণে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত থাকায় তাহারা জেজ্‌রিল উপত্যকা দিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিত। একদল সৈন্য পাঠাইয়া জর্ডন নদীর সেতুগুলি ধ্বংস করিয়া মোসলমানদের প্রত্যাবর্ত্তন-পথ বন্ধ করাও তাহাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল না। কিন্তু সালাহুদ্দীনের পতাকা-নিম্নে অসংখ্য সৈন্য সমবেত হইয়াছে শুনিয়া তাহারা একটী সৈন্যকেও স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে সাহসী হইল না। তাহাদের শিবিরের এক মাইল দক্ষিণেই সাফুরিয়ার প্রস্রবণ। চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগ গ্রামপূর্ণ ছিল বলিয়া খাদ্য সংগ্রহেরও কোন অসুবিধা ছিল না। সুতরাং স্থান ত্যাগ না করিয়া সালাহুদ্দীনের আক্রমণের অপেক্ষায় থাকিলে যুদ্ধের ফল হয়ত অন্যরূপ হইত। কিন্তু রেমণ্ডের সাবধান-বাণী উপেক্ষা করিয়া রাজা গে যখন টেম্পলাদের অধ্যক্ষের জেদের বশবর্ত্তী হইয়া জল-হীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া সৈন্যগণকে তাইবেরিয়াস যাত্রার আদেশ দিলেন, তখনই সমস্ত সুবিধা নষ্ট হইয়া গেল।

৩রা জুলাই শুক্রবার খৃষ্টান বাহিনী সাফুরিয়ার শিবির ভাঙ্গিয়া তাইবেরিয়াস যাত্রা করিল। তাহারা রওয়ানা হইতে না হইতেই খণ্ডযুদ্ধকারী মোসলমানেরা তাহাদের উপর আপতিত হইল। ইবেলিনের বেলিয়ান সৈন্যদলের পুরোভাগে ছিলেন। তাঁহার বহু নাইট সারাসেনদের হস্তে নিহত হইলেন। প্রখর সূর্য্য-কিরণে বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ উত্তপ্ত হইয়া হতভাগ্য ফ্র্যাঙ্কদিগকে অর্দ্ধ-দগ্ধ করিয়া ফেলিল; কোথাও এক বিন্দু জল পাওয়ার উপায় ছিল না। সমগ্র বাহিনী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল, অথচ সন্ধ্যাকালেও তাইবেরিয়াসের অর্দ্ধেক পথ বাকী রহিয়া গেল। নিরুপায় হইয়া রাজা গে সৈন্যগণকে সশস্ত্র অবস্থায় রাত্রি যাপনের আদেশ দান করিলেন। এই রাত খৃষ্টানদের কার্‌বালা।

চতুর্দ্দিকে শুধু জলের জন্য চীৎকার উঠিতে লাগিল। তৃষ্ণায় মানুষ ও অশ্বাদির প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার উপক্রম হইল। সারাসেনেরা শুষ্ক কাষ্ঠ ও লতাপাতা জড় করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। ধূম্রায় ফ্র্যাঙ্কদের দুর্দ্দশা আরও বহুগুণে বাড়িয়া গেল।

অবশেষে ৪ঠা জুলাই শনিবারের প্রাতঃকাল দেখা দিল। নাইটেরা প্রত্যুষেই অশ্বারোহণ করিলেন। কিন্তু শ্রান্ত পদাতিকেরা তৃষ্ণায় মুখ-ব্যাদান করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে কূপগুলি সারাসেনদের অধিকারে থাকায় তাহারা সবল ও সতেজ ছিল। নিজেদের বিপজ্জনক অবস্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিলেও খৃষ্টানদের শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদের উৎকণ্ঠা অনেকটা হ্রাস পাইল। হিত্তিনের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে লুবিয়া গ্রামের নিকটে উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল। যে সকল সারাসেন কাফার সেবতের পাহাড় দখল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা রাজা গেকে তাইবেরিয়াসের রাস্তা হইতে তাড়াইয়া দিল। এবার তিনি ওয়াদী হাম্মামের কূপশ্রেণীর নিকটবর্ত্তী হওয়ার চেষ্টা করিলেন। মোসলমানেরা কিছুক্ষণ দূরে সরিয়া রহিল। উদীয়মান সূর্য্য-কিরণে খৃষ্টানদের চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া আসিলে শরাঘাতে বহু খৃষ্টান সৈন্যকে অশ্বহীন করিয়া তাহারা একযোগে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিল। শ্রান্ত হইলেও খৃষ্টানেরা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিল। কিন্তু কতক্ষণ? তৃষ্ণায় উন্মত্ত, মার্ত্তণ্ড-তাপে দগ্ধ এবং ধূম ও অগ্নি-শিখায় অন্ধপ্রায় পদাতিকেরা অচিরে ব্যূহ ভগ্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা জলের জন্য উন্মাদের ন্যায় হ্রদের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু সালাহুদ্দীন তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। অবশেষে সারাসেনেরা তাহাদের উপর আপতিত হইয়া কিয়দংশকে পাহাড়ের নিম্নে নিক্ষেপ করিল, অবশিষ্ট নিহত বা বন্দীকৃত হইল। কেহ কেহ অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া

মোসলমানদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল।

পশ্চাদ্ভাগে হস্পিটালার ও টেম্প্লার নাইটেরা এবং মধ্যভাগে রাজা গে নিজেও হতবুদ্ধি ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলেন। তথাপি রেমণ্ড শেষ চেষ্টা করার জন্য রাজাজ্ঞা পাইলেন। কিন্তু তকিউদ্দীন তদপেক্ষা অনেক বেশী ধূর্ত্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে রেমণ্ডের নাইটেরাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। নিরুপায় হইয়া রাজা ১৫০ নাইট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সহ সর্ব্বশেষ বার হিত্তিনের শৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোসলমানেরা তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বর্ত্তুলের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। ফ্র্যাঙ্কেরা দুইবার শত্রুদিগকে হটাইয়া দিল, কিন্তু পরক্ষণেই পাহাড়ের উপর বিতাড়িত হইতে বাধ্য হইল। অবশেষে মোসলমানেরা রাজ-শিবির উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। একরের বিশপের হাতে ক্রুশ-পতাকা ছিল; বর্ম্মপরিহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি নিহত হইলেন। তৃষ্ণার্ত্ত নাইটেরা নিরাশ হইয়া তৃণের উপর দেহ বিস্তৃত করিয়া দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তুর্কেরা তাহাদের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিল। হাম্ফ্রে, জোসেলিন, রেজিনাল্ড, রাজা, রাজ-ভ্রাতা এবং টেম্পলার ও হস্পিটালারদের সর্দ্দার প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক বন্দীশ্রেণীভুক্ত হইলেন। রেমণ্ড, বেলিয়ান ও সিদনের প্রিন্স পলাইয়া গেলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০০০ খৃষ্টান দেহত্যাগ করিল; দীর্ঘকাল পরেও তাহাদের কঙ্কাল-স্তূপ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

রেজিনাল্ডকে বধ করাইয়া সালাহুদ্দীন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া টেম্পলার ও হস্পিটালার সম্প্রদায়ের ২০০ নাইট ফাঁসী-কাষ্ঠে বিলম্বিত হইল। সোলতান রাজাকে নিজের নিকটে বসাইয়া শরবৎ পান করাইলেন; অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বন্দীর প্রতিও তিনি যথেষ্ট সদাশয়তা দেখাইয়া তাঁহাদিগকে দেমাশ্কে পাঠাইয়া দিলেন।

---

## পালেস্তাইন জয়

মোসলমানেরা খোদাকে ধন্যবাদ দিয়া আনন্দোৎসবের মধ্যে বিনিদ্র রজনী যাপন করিল। তাহাদের উল্লাসের যথেষ্ট কারণ ছিল; হিত্তিনের যুদ্ধ গোটা পালেস্তাইন তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। এই পরাজয়ের ফলে জেরুসালেম রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটিল। রাজা ও প্রায় সমুদয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সালাহুদ্দীনের হাতে বন্দী হন; ধ্বংসাবশিষ্ট ক্রুসেডারগণকে একত্র করিবার মত কোন উপযুক্ত লোক ছিল না বলিলেই হয়। হিত্তিনের শৃঙ্গে তাহাদের যে অমূল্য রত্ন নষ্ট হয়, ৭০০ বৎসরের মধ্যে তাহারা আর তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই।

হিত্তিনের যুদ্ধের পর তাইবেরিয়াস দুর্গ গ্রহণ করাই হইল সালাহুদ্দীনের প্রথম কাজ। ৫ই জুলাই তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা ও সাহায্য লাভের আশায় বঞ্চিতা হইয়া বীর-নারী এসিভার পক্ষে আত্ম-সমর্পণ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। সদাশয় সোলতান তাঁহাকে সন্তান-সন্ততি ও অনুচরবর্গ সহ নিরাপদে স্থানান্তর গমনের অনুমতি দিলেন। একদিন বিশ্রামের পর মোসলমানেরা রাজ্যাধিকারের জন্য চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদিগকে কোথাও বিশেষ বাধা পাইতে হইল না; তাহারা কোন শহরের নিকট হাজির হইলেই জেরিকোর ন্যায় উহার দেওয়াল খসিয়া পড়িত, সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষী সৈন্যেরা আত্ম-সমর্পণ করিত। কেবল কয়েকটী দুর্গ তাহাদের অবরোধের প্রতিরোধ করিল; কিন্তু উহাদের একটীও এক সপ্তাহের অধিক আত্ম-রক্ষা করিতে পারিল না। খৃষ্টানদের নেতৃবৃন্দ নিহত বা বন্দীকৃত; সৈন্যেরা হত, আহত বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অধিবাসীরা প্রধানতঃ মোসলমান কৃষক ও বণিক; তাঁহারা সালাহুদ্দীনের দয়া ও ন্যায়-বিচারে মুগ্ধ ছিলেন। প্রত্যেক নগরে বহু মোসলমান বন্দী তাঁহার হাতে মুক্তি লাভের আশায় দিন গণিতেছিল। খৃষ্টান প্রভুরা বিভিন্ন খৃষ্টান

সম্প্রদায়কে ইস্‌লামের ন্যায়ই ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন-প্রিয়তা অপেক্ষা সদাশয় সোলতানের নিকট এমন কি ইহাদেরও ভয়ের কম কারণ ছিল। * অধিবাসীরা তাঁহার সমর্থন করায় এবং দূর-দূরান্তরে অবস্থিত কয়েকটী রক্ষী সৈন্যদল ব্যতীত তাঁহাকে বাধাদানের কোন লোক না থাকায় পালেস্তাইনে সালাহুদ্দীনের বিজয়-গতি যে কোথাও বিশেষভাবে প্রতিহত হয় নাই, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ের অনুসরণ না করিলে খৃষ্টানেরা হয়ত একত্র হইতে পারিত; কিন্তু সালাহুদ্দীন তাহাদিগকে সে অবসর দিলেন না। যুদ্ধের মাত্র চারি দিন পরে (৮ই জুলাই) তিনি একরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নগরের মস্‌জেদ তিন পুরুষ ধরিয়া গির্জ্জারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। তিনি পুনরায় উহাকে মস্‌জেদে পরিণত করিয়া তন্মধ্যে জুম্মা নামাজ আদায় করিলেন। ক্রুসেডারদের আগমনের পর পালেস্তাইনের সমুদ্র-তটে ইহাই সর্ব্বপ্রথম মোস্‌লেম উপাসনা। একমাত্র এখানেই ৪০০০ মোসলমান বন্দী মুক্তিলাভ করিল নগরের ধনাগার ও অস্ত্রশস্ত্রে সালাহুদ্দীনের বল বৃদ্ধি পাইল। সৈন্যেরা নানাদলে বিভক্ত হইয়া রাজ্যাধিকারের জন্য চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইল, অল্‌-আদিল মিসর-বাহিনী লইয়া পালেস্তাইনে আসিতে আদিষ্ট হইলেন। কয়েকটী সেনাদল ফাবা (অল্‌-ফুলা), নাজারেস ও সাফুরিয়া অধিকার করিল, কোন কোন দল হায়ফা ও সিজারিয়ায় (কায়সারিয়া) প্রবেশ করিল. কোনটী বা সেবাস্তে ও নেবলুস জয় করিল। অল্‌-আদিল জাফ্‌ফা ও মিরাবেল দখলে আনিলেন; সালাহুদ্দীন স্বয়ং তোরণ অবরোধ করিলেন। ছয় দিন পরে দুর্গ-শিরে তাঁহার পতাকা উত্তোলিত হইল। অতঃপর সমুদ্র-তটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আট দিন

* "Even the scattered Christian sects had less to fear from the generous Sultan than from the rapacity and tyranny of their Christian masters."---Lane-poole, 218.

অবরোধের পর বায়রুত ও জুবিল অধিকার করিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রক্ষী-সৈন্য ও অধিবাসীরা তাঁহার নিকট সম্মানজনক শর্ত্ত পাইল; সর্ব্বত্রই লোকে বুঝিতে পারিল, এই মোসলমান নরপতির বাক্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

সফেদ, হুনিন, বেলফোর্ট, বেলভয়ের, টায়ার, আস্কালন, জেরুসালেম প্রভৃতি কয়েকটী দুর্গ ও নগর ব্যতীত সমগ্র পালেস্তাইন আগষ্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এইরূপে সালাহুদ্দীনের হস্তগত হইল। টায়ার এক অপ্রত্যাশিত উপায়ে রক্ষা পাইল। রেমণ্ড ত্রিপোলিসে গিয়া ক্ষোভে-দুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার গদি এণ্টিয়কের প্রিন্সের হস্তগত হয়। তিনি টায়ারের ক্ষুদ্র রক্ষাদলের বল-বৃদ্ধি করেন নাই। কাজেই প্রাচীরের দৃঢ়তায় ভীত না হইয়া সালাহুদ্দীন একরের পর সটান টায়ার আক্রমণ করিলে রক্ষীসৈন্যেরা অবিলম্বে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইত। নাগরিকেরা এমন কি এখনও সম্পূর্ণ নিরাশ ছিল। সামান্য খাদ্য ও কয়েকটী লোক ব্যতীত দুর্গে আর কিছুই ছিল না। কাজেই কেল্লাদার ও সিদনের রেজিনাল্ড তাঁহাকে দুর্গ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। পরদিন দুর্গ-শিরে উড়াইবার জন্য সোলতান এমন কি দুইখানা পতাকা পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিলেন। এমন সময় এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনায় কেবল যে টায়ারই রক্ষা পাইল এমন নহে, সিরিয়া উপকূলের ভবিষ্যৎ ভাগ্য পর্য্যন্ত বদলিয়া গেল।

মণ্টফের্রাতের মার্কোয়েস কনরাড ইতালী ও বাইজেণ্টিয়ামের যুদ্ধে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কনষ্টান্টিনোপলের এক হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট থাকায় সেখানে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। প্রাণের দায়ে তিনি কয়েক জন অনুচর সহ তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে এক জাহাজে উঠিয়া ইউরোপ হইতে পলায়ন করেন। টায়ারের নিকট আসিয়া উহা তখনও খৃষ্টানদের হাতে রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। নাগরিকেরা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া সেনাপতির পদে বরণ করিল। বেগতিক

দেখিয়া কেল্লাদার ও রেজিনাল্ড রাত্রিকালে ত্রিপোলিসে পলাইয়া গেলেন।

কন্‌রাডের নিকট উৎসাহ পাইয়া রক্ষী-সৈন্তেরা আত্ম-সমর্পণের ধারণা বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণপণে দুর্গ-রক্ষায় চেষ্টিত হইল। সালাহুদ্দীন বুঝিলেন, সুযোগ চলিয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি শেষ চেষ্টা করিলেন; মণ্ট্‌ফের্‌রাতের বৃদ্ধ মার্কোয়েসকে দেমাশ্‌কের কারাগার হইতে সেখানে আনাইয়া দুর্গের বিনিময়ে তাঁহাকে মুক্তি দানের প্রস্তাব করা হইল। কনরাড্‌ উত্তর দিলেন, "বৃদ্ধ পিতা দীর্ঘকাল জীবিত রহিয়াছেন; তাঁহার প্রাণ রক্ষার জন্য আমি টায়ারের একখণ্ড ইষ্টক দানেও প্রস্তুত নহি।"

অবরোধ চালান নিরর্থক দেখিয়া সালাহুদ্দীন শিবির ভাঙ্গিয়া দক্ষিণ সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে রমলা, ইবেলিন ও দারুম অধিকার করিয়া ২৩শে আগষ্ট মোসলমানেরা আস্কালনের সম্মুখে শিবির সন্নিবেশ করিল। অল্‌-আদিল মিসর-বাহিনী লইয়া ভ্রাতার সাহায্যে আসিলেন। ভীম বেগে অবরোধ চলিতে লাগিল; ওদিকে তাঁহাদের খণ্ড-যোদ্ধারা গাজা, নাত্রুম ও বায়তে জিব্‌রিণ অধিকার করিল। সালাহুদ্দীন রাজাকে ও টেম্পলারদের অধ্যক্ষকে সেখানে আনাইয়া প্রস্তাব করিলেন, তাঁহারা রক্ষী-সৈন্তগণকে আত্মসমর্পণে সম্মত করাইতে পারিলে তিনি তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিবেন। টায়ারের ন্যায় আস্কালনের রক্ষীরাও প্রথমে এই প্রলোভনে বশীভূত হইল না। কিন্তু এক পক্ষ কাল পরে তাহারা রাজাকে সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। শর্ত্তানুসারে তাহারা নিরুপদ্রবে নগর ত্যাগের অনুমতি পাইল; ৪ঠা সেপ্টেম্বর মোসলমানেরা আস্কালনে প্রবেশ করিল। এই জয়লাভের ফলে সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের যাবতীয় প্রতিবন্ধক দুরীভূত হইল।

---

# জেরুসালেম পুনরধিকার

আস্কালনের পর সালাহুদ্দীন জেরুসালেম পুনরধিকারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার আমন্ত্রণে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত নাগরিক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা আগামী পেণ্টেকস্ট্ পর্ব্ব পর্য্যন্ত জেরুসালেমে থাকিয়া চতুর্দ্দিকে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত ভূভাগ চাষবাস করিতে থাকুন; দরকার হইলে আমি আপনাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেও রাজী আছি। অতঃপর মুক্তির আশা থাকিলে নগর আপনাদেরই দখলে থাকিবে, নতুবা আমাকে উহা ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমি আপনাদিগকে ধন-সম্পত্তি সহ নিরাপদে খৃষ্টান-রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিব।"

দুষ্টবুদ্ধি খৃষ্টানদের মিথ্যাবাদিতা ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা স্মরণ করিলে সালাহুদ্দীনের এই প্রস্তাবকে শৌর্য্যপূর্ণ, এমন কি অসঙ্গত বীরত্ব-পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। * সম্প্রতি জেরুসালেমই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের এক নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল। সোলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করায় বেলিয়ান পরিবারবর্গকে আনয়নের জন্য জেরুসালেমে গমনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রধান পুরোহিত তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা পালনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া নাগরিকদের নেতৃত্ব গ্রহণে প্রলুব্ধ করেন। তথাপি প্রতিনিধিরা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া সোলতান প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি অস্ত্রবলে জেরুসালেম অধিকার করিবেন।

'যেই কথা সেই কাজ।' ২০শে সেপ্টেম্বর পবিত্র নগরীর সম্মুখে তাঁহার তাঁবু পড়িল। নগরে তখন ৬০০০০ লোক ছিল;

* "The offer was chivalrous. even quixotic, when the bad faith of the Crusaders is remembered, and the lack of any security for their keeping a promise."—Lane-poole, 224.

তাহাদের অধিকাংশই গ্রীক ও প্রাচ্য খৃষ্টান। অভিজ্ঞতার ফলে তাহারা খৃষ্টান রাজত্ব অপেক্ষা মোস্‌লেম শাসনই অধিকতর পছন্দ করিত। * সালাহুদ্দীন প্রথমে পশ্চিম প্রান্তে স্থান গ্রহণ করিলেন; কিন্তু সেখানে অপরাহ্নকালে সূর্য্য-কিরণে যুদ্ধের অসুবিধা হয় দেখিয়া পাঁচ দিন পরে তিনি সৈন্যগণকে পূর্ব্বদিকে সরাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাকে স্থান ত্যাগ করিতে দেখিয়া খৃষ্টানেরা মনে করিল, তিনি অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া যাইতেছেন। কাজেই তাহারা গির্জ্জায় গিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল। কিন্তু পরদিন প্রাতে এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দর্শনে তাহাদের বিষাদের সীমা রহিল না। সালাহুদ্দীনের দুই কুড়ি দুর্গ-ধ্বংসী যন্ত্র রাত্রিকালেই যথাস্থানে স্থাপিত হইল; তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারেরা সিংহদ্বারের বহিঃস্থ উপদুর্গ উড়াইয়া দেওয়ার জন্য উহার নিম্নদেশে সুড়ঙ্গ খনন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১০০০০ অশ্বারোহী রক্ষী সৈন্যদের আকস্মিক আক্রমণ নিবারণ করিতে লাগিল; প্রাচীরের উপরে অবিশ্রান্ত শর, প্রস্তর ও গ্রীক-অগ্নি § নিক্ষিপ্ত হইতে থাকায় শত্রুদের পক্ষে সেখানে পদক্ষেপ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং খনকেরা নির্ব্বিঘ্নে দুই দিনের মধ্যেই উপদুর্গ প্রাচীরের নিম্নে এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ খনন করিয়া ফেলিল। অবিলম্বে তাহারা উহা কাষ্ঠ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। ফলে প্রাচীরের এক বৃহদংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রক্ষী-সৈন্যেরা বাধা দিতে আসিলে মোসলমানেরা তাহাদিগকে নগরমধ্যে তাড়াইয়া দিল।

---

* "The most numerous portion of the inhabitants were composed of the Greek and Oriental Christians whom experience had taught to prefer the Mahometan before the Latin yoke."---Gibbon, vi, 374.

§ বারুদ আবিষ্কারের পূর্ব্বে যুদ্ধে ব্যবহৃত এক প্রকার দাহ্য পদার্থ বিশেষ; জ্বলিলে ইহা জলেও নিভিত না।

সমগ্র নগর এখন নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। রমণীরা তাহাদের কুমারী কন্যাগণের কেশ কাটিয়া ফেলিল; পুরোহিতেরা ক্রুশ-কাষ্ঠ লইয়া মিছিল বাহির করিল। কিন্তু তাহাদের দুর্নীতি ও লাম্পট্যে ভগবানের কর্ণ-রন্ধ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; কাজেই এই কাতর প্রার্থনা সেখানে প্রবেশ করিতে পারিল না। অবশেষে এক শত স্বর্ণমুদ্রা দিলেও কেহ ভগ্নস্থানে পাহারা দিতে রাজী হইল না। অগত্যা নাগরিকেরা সন্ধি-শর্ত্ত স্থির করার জন্য দলপতি বেলিয়ানকে সোলতানের শিবিরে প্রেরণ করিলেন। মোসলমানেরা তখন ভগ্নস্থান হইতে খৃষ্টানদিগকে হাঁকাইয়া দিয়া উপদুর্গ প্রাচীরে তাহাদের পতাকা উত্তোলন করিয়াছিল। কাজেই সালাহুদ্দীন বেলিয়ানকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "কেহ বন্দীর সহিত সন্ধি করে কি?" কিন্তু তখনও নগর অধিকৃত হয় নাই। রক্ষী-সৈন্যেরা আবার আক্রমণকারীদিগকে বাহিরে তাড়াইয়া দিল। এদিকে বেলিয়ান তাঁহাকে ধমক দিলেন, অন্যান্য নগরের ন্যায় এখানেও দয়া না দেখাইলে নাগরিকেরা তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণকে নিহত, আল-আক্সা মস্জেদ ও অন্যান্য পবিত্র স্থান বিনষ্ট, সমস্ত আসবাব-পত্র বিধ্বস্ত এবং মোসলমান বন্দিগণকে নিহত করিয়া একযোগে বাহিরে আসিয়া আক্রমণকারীদের হস্তে মৃত্যু বরণ করিবে।

এই ভীতি প্রদর্শনে সালাহুদ্দীনের সুর নামিয়া আসিল। শূন্য নগরে প্রবেশ করা অপেক্ষা নাগরিকদিগকে কিছু সুবিধা দান করাই তাঁহার নিকট ভাল মনে হইল। তিনি ঘোষণা করিলেন, নগরের বাসিন্দারা যুদ্ধের বন্দী বলিয়া বিবেচিত হইবে; কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ দশটী, প্রত্যেক রমণী পাঁচটী ও প্রত্যেক বালক বা বালিকা একটী করিয়া স্বর্ণমুদ্রা নিষ্ক্রয় দিলে মুক্তি পাইবে। যাহাদের একটীও স্বর্ণমুদ্রা নাই, হেনরী-প্রেরিত অর্থ হইতে ৩০০০০ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়া এরূপ ৭০০০ লোককে মুক্তিদান

করা হইবে। নাগরিকেরা আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহারা দলে দলে সপরিবারে— সময় সময় নিষ্ক্রয় দানে অসমর্থ ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে নগর ত্যাগ করিতে লাগিল। কুকবারি ১০০০ আর্মেনিয়ানকে চাহিয়া নিয়া মুক্তিদান করিলেন; অন্যান্য আমীরও কম বদান্যতা দেখাইলেন না। কিন্তু প্রধান পুরোহিত হেরাক্লিয়াস অত্যন্ত স্বার্থপর ও নীতিজ্ঞানহীন পাষণ্ড ছিলেন। নিজের বিপুল সম্পত্তি ব্যতীত তিনি মন্দিরের ধন-সম্পদ, সুবর্ণ পানপাত্র ও বাসনপত্র পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেন। অথচ ইহা দ্বারা বহু লোককে মুক্তিদান করা যাইতে পারিত।

৪০ দিন পর্য্যন্ত বিষাদ-ক্লিষ্ট জনতা দায়ূদ দ্বার দিয়া বিভিন্ন স্থানে গমন করিল; তথাপি হাজার হাজার দরিদ্র লোক নগরে রহিয়া গেল। এবার মোসলমানদের পক্ষে খৃষ্টানদিগকে সদাশয়তা ও দানশীলতা শিক্ষা দেওয়ার সময় আসিল। অল্-আদিল সোলতানের নিকট হইতে ১০০০ ভৃত্য চাহিয়া নিয়া মুক্তিদান করিলেন। ইহাতে লজ্জিত হইয়া হেরাক্লিয়াস ও বেলিয়ানও অনুরূপ ভিক্ষা চাহিলেন। সদাশয় সোলতান তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। অতঃপর তাঁহার নিজের পালা আসিল। নিষ্ক্রয় দানে অসমর্থ সমস্ত বৃদ্ধ লোককে মুক্তিদানের আদেশ দিয়া অবিলম্বে এক ঘোষণা-বাণী প্রচারিত হইল। ইহাতে দরিদ্র-মহলে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাজার হাজার লোক সেন্ট লজারসের দ্বার দিয়া নগর ত্যাগ করিল। এইরূপে সালাহুদ্দীনের দয়ায় অসংখ্য খৃষ্টান মুক্তি লাভ করিল। * হস্পিটালারেরা তাঁহার ভীষণতম শত্রু হইলেও এক বৎসর কাল নগরে থাকিয়া রোগীর সেবা করার অনুমতি

* "This was the alms that Saladin made of a poor folk without number."—Archer and Kingsford, 280.

পাইল। গির্জ্জার ক্রুশ ও পবিত্র চিহ্ন সমূহ তিনি বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ খলীফার নিকট পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। খৃষ্টানদের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সদাশয় সোলতান এই ইচ্ছা পূরণেও ক্ষান্ত রহিলেন। যে সকল নাইট যুদ্ধে নিহত বা বন্দীকৃত হন, তাঁহাদের স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনীরা সাশ্রুনয়নে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিলে তিনি অশ্রুরোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার আদেশে অবিলম্বে বন্দী নাইটগণকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা হইল। যাঁহাদের স্বামী, পিতা বা ভ্রাতা যুদ্ধে নিহত হন, রাজকোষ হইতে আশাতীত অর্থ পাইয়া তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে সোলতানের জয়গান করিতে করিতে দরবার-গৃহ ত্যাগ করিলেন। বস্তুতঃ এই চিরস্মরণীয় ঘটনার পূর্ব্বে সালাহুদ্দীন কখনও মহত্ত্ব দেখাইবার এমন সুযোগ পান নাই। তাঁহার দয়া যুগপৎ আমাদের প্রশংসা ও ভক্তির উদ্রেক করে। *

এই করুণার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে হইলে আরও দুইটী বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। স্বার্থপর খৃষ্টান পাদ্রী ও ধনবানেরা যখন স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণকে বন্দী-দশায় ফেলিয়া যায়, মোসলমানেরা তখন নিজেদের অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে। এই মুক্ত খৃষ্টানেরা আশ্রয় লাভের জন্য ত্রিপোলিসে উপস্থিত হইলে তথাকার কাউণ্ট দুর্গ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন; এমন কি মোসলমানেরা করুণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের যে সকল দ্রব্য গ্রহণ করে নাই, সেগুলি লুণ্ঠন করিয়া নেওয়ার জন্যও তিনি সৈন্য প্রেরণ করেন!

এই প্রসঙ্গে ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেডারদের হস্তে জেরুসালেমের পাশব বিজয়ের ('Savage conquest') কথাও পাঠকের স্মৃতি-পথে

---

* "In these acts of mercy the virtue of Saladin deserves our admiration and love."—Gibbon, vi, 375.

উদিত হওয়া স্বাভাবিক। তখন অসহায় মোসলমান নাগরিকদের মৃতদেহে রাজপথগুলি পূর্ণ হইয়া যায়; খৃষ্টান সেনাপতি গড্‌ফ্রে ও টেঙ্ক্রেড্‌ শত-সহস্র দগ্ধ, অমানুষিকভাবে উপদ্রুত ও নিহত মোসলমানের শব পদদলিত করিয়া অশ্বারোহণে সমগ্র নগর পরিভ্রমণ করেন। সেদিন নর-শোণিতে খৃষ্ট-ভক্তেরা মন্দিরের ছাদ, চূড়া, এমন কি বেদী পর্য্যন্ত রঞ্জিত করে। নব্বই বৎসর পূর্ব্বে ও পরে দুইটী বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক জেরুসালেম জয়ের পার্থক্যের সমালোচনা করিয়া লেনপুল সাহেব বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে লিখিয়া গিয়াছেন, 'যদি সালাহুদ্দীন সম্বন্ধে আর কিছুই না জানিয়া শুধু তাঁহার জেরুসালেম অধিকারের কথাই আমাদের জানা থাকিত, তবে একমাত্র তাহাই তাঁহাকে সে যুগের, এবং সম্ভবতঃ যে কোন যুগের সর্ব্বাপেক্ষা মহাপ্রাণ শূর ও দিগ্বিজয়ী বলিয়া প্রমাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট হইত।" *

---

*" If the taking of Jerusalem were the only fact known about Saladin, it were enough to prove him the most chivalrous and great-hearted conqueror of his own, and perhaps of any age."—Lane-poole, 234.

## টায়ার অবরোধ

পবিত্র নগর পুনরায় মোসলমানদের হস্তগত হওয়ায় তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। মোস্‌লেম জগতের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত এই সুসংবাদ পৌঁছাইবার জন্য সোলতানের কাতেব বা সেক্রেটারীরা কঠিন পরিশ্রমে নিরত হইলেন; ইমাদুদ্দীন একদিনে একাই সত্তর খানা পত্র লিখিলেন। সারা জাহান হইতে সূফী, ফকীহ্‌ ও তীর্থযাত্রীরা দ্রুতপদে জেরুসালেমে ছুটিয়া চলিলেন। অহরহ কোর্‌-আন পাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতা দান চলিতে লাগিল। অল্‌-আক্‌সা ও ওমর মস্‌জেদকে খৃষ্টানেরা গির্জ্জায় পরিণত করিয়াছিল। এখন এগুলি আবার পূর্ব্বরূপ ফিরিয়া পাইল। ৯ই অক্টোবর শুক্রবার বিশাল জন-মণ্ডলী জুম্মা নামাজ সমাপন করার জন্য অল্‌-আক্‌সা মস্‌জেদে সমবেত হইল। আলেপ্পোর প্রধান কাজী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় খোৎবা পাঠ করিলেন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে নূরুদ্দীন একখানা কারুকার্য্য-খচিত মনোরম মিম্বর (বেদী) নির্ম্মাণ করেন। সালাহুদ্দীন উহা অল্‌-আক্‌সা মস্‌জেদে স্থাপন করিলেন। ইহা অদ্যাপি সেখানে রক্ষিত আছে। মস্‌জেদের বৃহৎ কুলুঙ্গীতে আজিও সালাহুদ্দীনের খোদিত প্রস্তর-লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

টায়ারের দক্ষিণে কেবল করক, সফেদ, বেলভয়ের ও মণ্ট্‌রিয়েলই এখন ক্রুসেডারদের হাতে ছিল। তন্মধ্যে টায়ারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া ১লা নভেম্বর সালাহুদ্দীন সেদিকে তাঁহার বিজয়ী-বাহিনী প্রেরণ করিলেন। বার দিন পরে তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিভিন্ন নগরের যে সকল রক্ষী-সৈন্যকে তিনি মুক্তিদান করিয়াছিলেন তাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া টায়ারে সমবেত হইয়াছে; কন্‌রাড প্রাচীরের দৃঢ়তা সাধন এবং পরিখার গভীরতা ও প্রসারতা বর্দ্ধন করিয়া উহা দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছেন। জয়লাভের আশা ক্ষীণতর হইলেও সালাহুদ্দীন

নগর অবরোধ করিলেন। তাঁহার সতরটী যন্ত্র অহর্নিশ দুর্গ-প্রাচীর ধ্বংসের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু টায়ারের প্রাকৃতিক অবস্থান অবরোধের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। লৌহ-শলাকার ন্যায় এক সঙ্কীর্ণ ভূ-খণ্ড দ্বারা নগর মূল ভূভাগের সহিত সংযুক্ত ছিল; ইহার উপর দিয়া অতি অল্প সৈন্যই আক্রমণে অগ্রসর হইতে পারিত। রক্ষী-সৈন্য ব্যতীত উভয় পার্শ্বস্থ বজ্‌রা নৌকার ধনুর্দ্ধরদের বিরুদ্ধেও তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইত। এগুলিকে বিতাড়িত করার জন্য বায়রুত হইতে দশ খানা রণপোত আনীত হইল। উহারা খৃষ্টানদের দাঁড়টানা জাহাজগুলিকে বন্দরের মধ্যে তাড়াইয়া দিল। কিন্তু ২৯শে ডিসেম্বর মোস্‌লেম নৌ-বহরের অর্দ্ধাংশ অসতর্ক অবস্থায় শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ধৃত হইল। অবশিষ্ট জাহাজ-গুলি অপর্য্যাপ্ত বিধায় বায়রুতে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ পাইল। খৃষ্টানেরা উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে নাবিকেরা আতঙ্কে তীরে নামিয়া পড়িল। এই সুযোগে শত্রুরা তাহাদের জাহাজগুলি আগুনে পোড়াইয়া দিল। তীরেও ভাগ্য মোসলমানদের প্রতিকূলতা করিল। তাহারা উপদুর্গ-প্রাচীরে উঠিয়া মূল প্রাচীরে আরোহণের চেষ্টা করিলে কন্‌রাডের নেতৃত্বে রক্ষী-সৈন্যেরা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিল।

জল, স্থল—সর্ব্বত্র পরাজিত হইয়া সালাহুদ্দীন এক সমর-সভা আহ্বান করিলেন। তখন ডিসেম্বরের শেষভাগ; বৃষ্টি ও তুষার পাতের ফলে এ সময় প্রান্তর কর্দ্দম-সমুদ্রে পরিণত হয়; শীত ও আর্দ্রতার দরুণ অশ্ব ও সৈন্যদলে নানা রোগ দেখা দেয়। এই সকল অসুবিধা দেখাইয়া অনেকেই প্রত্যাবর্ত্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলিলেন, সমুদ্রোপকূলে টায়ারই ফ্র্যাঙ্কদের একমাত্র আশা-ভরসা। ইহার পতন হইলে ইউরোপ হইতে সাহায্যকারী সৈন্য আসিয়া কোথাও আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। ইহাদের যুক্তি গভীর দুরদৃষ্টিসম্পন্ন

ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু অবশেষে সংখ্যাধিক্য বশতঃ ভীরুদলই জয়লাভ করিল। ১১৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী মোস্‌লেম বাহিনী দল ভাঙ্গিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। সোলতান তাঁহার ব্যক্তিগত সৈন্যগণকে একরে সরাইয়া লইয়া গেলেন।

টায়ার ত্যাগ সালাহুদ্দীনের বিজয়-গতির পরিবর্তন-বিন্দু। ইব্‌নুল আসীর ন্যায়তঃ ইহার নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। এই মারাত্মক ভ্রমের ফলে তাঁহার যে ক্ষতি হয়, কিছুতেই তাহার প্রতীকার করা সম্ভবপর হয় নাই। অবশ্য সালাহুদ্দীনের পক্ষে যে কিছুই বলিবার নাই, এমন নহে। একাদিক্রমে দীর্ঘকাল অবরোধ চালাইতে বা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে গেলে সৈন্যদের উৎসাহ হ্রাস পাইত; ক্লান্তিকর অধঃখনন ও অবরুদ্ধ নাগরিকদের অবিশ্রান্ত আক্রমণে তাহাদের বিরক্তি বর্দ্ধিত হইত; তদুপরি এরূপ মিশ্রিত বাহিনীতে রোগ, হিংসা-কলহ ও অসন্তোষ সৃষ্টি অনিবার্য্য ছিল বলিয়া পরিণামে সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারিত। তজ্জন্য সালাহুদ্দীন বরাবরই দীর্ঘ অবরোধ পরিহার করিয়া চলিতেন। তাঁহার স্বাভাবিক দয়াও এরূপ অবরোধ ত্যাগের অন্যতম কারণ। তিনি এতদূর দয়ার্দ্র-চিত্ত ছিলেন যে বলপূর্ব্বক নগর আক্রমণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও রক্ষী-সৈন্যেরা আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাব করিলে তিনি তাহা মঞ্জুর করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অবশ্য তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করার জন্য তিনি তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইতেন। কিন্তু তাহারা যে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সুযোগ পাওয়া মাত্রই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিত, এ কথা কখনও তাঁহার মনে হইত বলিয়া বোধ হয় না। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিলেই দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু অতিরিক্ত দয়া ও প্রতিজ্ঞাপালনের কঠোরতা তাঁহার পরিণাম-দর্শিতা মাটী করিয়া দেয়। এভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত খৃষ্টান

সৈন্যে টায়ার পরিপূর্ণ হইয়া যায়। রক্ষীদের অপ্রত্যাশিত শক্তিবৃদ্ধির জন্য সালাহুদ্দীনের অপরিণামদর্শিতাই প্রধানতঃ দায়ী।

অবরোধে যতই বাধা থাকুক না কেন, টায়ার জয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ কিছুতেই সালাহুদ্দীনের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয় নাই। নূতন নৌ-বহর গঠন করিয়া খৃষ্টান জাহাজগুলিকে বিনষ্ট করা এবং পরিখা পূর্ণ করিয়া প্রাচীর ধ্বংসের চেষ্টা করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া উচিত ছিল। এই চেষ্টায় তাঁহার অর্দ্ধেক সৈন্য নষ্ট হইলেও ইহাতে পরাঙ্মুখ না হইলেই বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যাইত। জলে-স্থলে নগর অবরোধ করিয়া সাহায্যকারী সৈন্যগণকে দূরে রাখিয়া ইহার বিপুল অধিবাসীবর্গকে অনাহারে মারার ব্যবস্থা করিতে তিনি যে অবহেলা প্রদর্শন করেন, তাহা সমর্থন করার কোনই উপায় নাই। তাঁহার এই রাজনীতিজ্ঞানহীনতার ফলে টায়ার বিচ্ছিন্ন খৃষ্টানদের পুনর্ম্মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহারা পালেস্তাইনের উপকূলে তাহাদের হৃত রাজ্য ও গৌরবের আংশিক পুনরুদ্ধার সাধনে সমর্থ হয়। কেবল এই একটী নগর তাহাদের অধিকারে না থাকিলে একরে তৃতীয় ক্রুসেডের কথা কখনও শুনা যাইত কিনা, সন্দেহ।

---

## উত্তরাঞ্চলে অভিযান

টায়ারের অবরোধ উঠাইবার শোচনীয় পরিণাম সঙ্গে সঙ্গেই প্রতীয়মান হইল না। পুণ্যভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে ইউরোপের সময় লাগিল। ইত্যবসরে সালাহুদ্দীন শীত ঋতু একরে অতিবাহিত করিলেন। দুই জন পূত-চরিত্র লোক সেণ্ট জনের হাসপাতালে নিযুক্ত হইলেন। বিশপের প্রাসাদকেও হাসপাতালে পরিণত করা হইল। সোলতান উভয় হাসপাতালের জন্যই প্রচুর স্থায়ী বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। দুর্গ ও প্রাচীরাদির দৃঢ়তা সাধনের জন্য কারাকুশ একরে আহূত হইলেন। বেলভয়ের বা কাউকাব অবরোধ ও দেমাশ্‌ক্ পরিদর্শন করিয়া ১৪ই মে সালাহুদ্দীন উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। ত্রিপোলিসের কাউণ্টি ও এণ্টিয়কের প্রিন্সিপালিটি জয় তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি ত্রিপোলিস অবরোধ করিলেন। কিন্তু দুর্গ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল; তদুপরি সিসিলীর রাজা উইলিয়াম তাঁহার বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি মার্গারেটাসের অধীনে ৫০০ নাইট ও ৫০ খানা দাঁড়টানা জাহাজ প্রেরণ করিলেন; কন্‌রাডও বিপন্ন প্রতিবেশীর (এণ্টিয়কের প্রিন্স বহেমণ্ডের পুত্র রেমণ্ড) সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিলেন। কাজেই সালাহুদ্দীন ত্রিপোলিস জয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া হেসনুল আক্‌রাদ (ক্রেকডেস চেভালিয়ার্স) বা কুর্দ্দ দুর্গের নিকটে মূল শিবিরে চলিয়া গেলেন।

ইমাদুদ্দীনের নেতৃত্বে মেসোপতেমিয়ার জায়গীরদারেরা তাঁহার পতাকা-নিম্নে সমবেত হইলে ১লা জুলাই শুক্রবার সালাহুদ্দীন বিজয়-অভিযানে বহির্গত হইলেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁহাকে বাধাদান করিবার মত শক্তি তখন খৃষ্টানদের ছিল না। কাজেই দুর্গের পর দুর্গ ও নগরের পর নগর তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে লাগিল। আন্‌তারতুস্ বা টর্টোসার উপরই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার নজর পড়িল। ৩রা জুলাই অবরোধ

আরম্ভ হইল ; তাঁহার চরেরা শিবির স্থাপন করিবার পূর্ব্বেই সৈন্তেরা একটী দুর্গ অধিকার করিয়া উহা দগ্ধ ও ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। কিন্তু আর একটী দুর্গ খৃষ্টানদের দখলে রহিয়া গেল। ভেলোনিয়ার অধিবাসীরা নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল ; কিন্তু বৃহৎ মার্গাৎ দুর্গ মোসলমানদিগকে বাধাদানে সমর্থ হইল। জেবেলার লোকেরা সালাহুদ্দীনকে দেখিয়া দ্বার খুলিয়া দিল ; ১৫ই জুলাই নগর-রক্ষী দুর্গও আত্ম-সমর্পণ করিল। পরবর্ত্তী শুক্রবারে লাদিকিয়া অধিকৃত হইল ; তৎপরবর্ত্তী শুক্রবারে মোসলমানেরা পাহাড়ের উপরস্থ বৃহৎ সেওন দুর্গ দখল করিল। রক্ষী-সৈন্তেরা বন্দী বলিয়া পরিগণিত হইলেও জেরুসালেমের অনুরূপ শর্ত্তে তাহাদিগকে মুক্তি দানের ব্যবস্থা হইল। আগষ্টের তিন শুক্রবারে বুকাস, অশ্‌-শুগর ও শার্ম্মিন শহর সালাহুদ্দীনের দখলে আসিল। তাঁহার বিজয়-স্রোত সর্ব্বত্র অবাধ গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

বার্জুয়া দুর্গের দুর্ভেদ্যতা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। ভীষণ সংগ্রামের পর ২৩শে আগষ্ট ইহাও মোসলমানদের অধিকারে আসিল। অধিবাসীরা বন্দীকৃত ও প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য বিজেতার হস্তগত হইল। শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার আত্মীয়েরা এণ্টিয়কের প্রিন্সের জ্ঞাতি বলিয়া মুক্তি পাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক নব-বিবাহিত যুবককে মোসলমানেরা তাঁহার পত্নীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এই সংবাদে সালাহুদ্দীন অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। এই সদাশয়তা বিস্মৃত হওয়া বহেমণ্ডের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। মোসলমানেরা দারবেশক ও বাগরাস নামক দুইটী প্রয়োজনীয় সীমান্ত দুর্গ দখল করিলে প্রিন্স শান্তি প্রার্থনা করিলেন। সালাহুদ্দীনের সৈন্তেরা তখন বিজয়-ক্লান্ত। লুণ্ঠনের প্রতি তাহাদের রীতিমত বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল ; ক্রমাগত তিন মাস কাল

ঝঞ্ঝার ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইয়া তাহারা গৃহগমনের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই আট মাসের মেয়াদে প্রিন্সের সহিত তাহাদের এক সন্ধি হইল (১লা অক্টোবর)। শর্ত্তানুসারে সমস্ত মোসলমান বন্দী মুক্তি পাইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে এণ্টিয়ক রক্ষার কোন সুব্যবস্থা না হইলে সোলতানের হস্তে নগর সমর্পণের কথা রহিল।

আলেপ্পো ও হামায় সাদর অভ্যর্থনা লাভের পর ২০শে অক্টোবর সালাহুদ্দীন দেমাশ্‌কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন পবিত্র রমজান মাস; এ সময় প্রত্যেক মোসলমানই বিশ্রাম ও গৃহ-সুখ কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আরামের চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া প্রখর শীতের নিদারুণ কষ্ট উপেক্ষা করিয়া কেবল ব্যক্তিগত লোকজন সহ টেম্পলারদের অধীন সফেদ অবরোধে যাত্রা করিলেন। মুষলধারে বারিপাত হওয়ায় সমগ্র ভূভাগ জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। মোসলমানেরা তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিল না; দুর্গধ্বংসী যন্ত্রগুলি যথাস্থানে স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত সালাহুদ্দীন শয্যা স্পর্শ করিতেও রাজী হইলেন না। এক মাস অবরোধের পর ৬ই ডিসেম্বর রক্ষী-সৈন্যেরা আত্ম-সমর্পণ করিল। তাহারা সামরিক সম্মানের সহিত টায়ার গমনের অনুমতি পাইল। অতঃপর বলভয়েরের পালা আসিল। ঊর্দ্ধে প্রবল ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিপাত, পদ-নিম্নে কর্দ্দম-সমুদ্র। তথাপি অবরোধ চলিতে লাগিল। বিপুল ক্ষতি স্বীকারের পর মোসলমানেরা প্রাচীরের একাংশ ভগ্ন করিতে সমর্থ হইল। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী হস্পিটালারেরাও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের পদাঙ্কানুসরণ করিল। ঠিক এই সময় করক দুর্গের পতন-সংবাদ আসিল। অল্‌-আদিল মিসর বাহিনী লইয়া ইহা অবরোধ করেন। খাদ্যদ্রব্য ফুরাইয়া গেলে রক্ষী-সৈন্যেরা অশ্বমাংস ভোজন করিয়াও আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়; এমন কি তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণকে পর্য্যন্ত তাহারা দুর্গ হইতে

বাহির করিয়া দেয়। সোলতানের আদেশে অনুচরেরা তাহাদিগকে খুঁজিয়া আনিল। তিনি তাহাদের মুক্তি-পণ দিয়া তাহাদিগকে নিরাপদে খৃষ্টান রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। শত্রুর প্রতি এরূপ সদাশয়তা জগতে দুর্লভ।

সফেদ, বেলভয়ের ও করক মোসলমানদের হস্তগত হওয়ায় খৃষ্টানেরা যে আর কখনও আরব ও মিসরের শান্তশিষ্ট সওদাগর ও হজ-যাত্রীদের উপর অত্যাচার করিবে, সে আশঙ্কা রহিল না। কিন্তু ঘটনা-স্রোত শীঘ্রই প্রমাণিত করিল যে টায়ারে খৃষ্টানদের পুনর্মিলনে বাধা না দিয়া বরং উহার সহায়তা করায় সালাহুদ্দীনকে অচিরে যে ক্ষতি ভোগ করিতে হইল, তাহার তুলনায় এই বিজয় লাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

---

## এককরের যুদ্ধ

জেরুসালেমের পতন-সংবাদ ইউরোপে পৌছিলে ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। 'সোনার প্রাচ্যে' খৃষ্টান সভ্যতার একমাত্র কেন্দ্র ও বাইবেলোক্ত পবিত্র নগররাজি বিধর্ম্মীদের হস্তগত হওয়ায় তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য খৃষ্টান জগত স্বভাবতঃই অধীর হইয়া পড়িল। পোপ নূতন ক্রুসেডের ভেরী বাদন করিলেন। ধর্ম্মযুদ্ধে যাহাদের মৃত্যু হইবে, তিনি তাহাদের সর্ব্বপ্রকার পাপ-মোচনের ভার লইলেন।* কাজেই পাপী-মহলে যুদ্ধোদ্যমের সাড়া পড়িয়া গেল। নৃপতিবৃন্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের রিচার্ডই সর্ব্বপ্রথম ক্রুশ গ্রহণ করিলেন। ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ অগস্তাস ইংল্যাণ্ডের সহিত চিরন্তন বিবাদ ভুলিয়া গিয়া ক্রুসেডে গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ক্যাণ্টরবারীর বল্‌ডুইন উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া খৃষ্টান জগতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী লোকের সম্পত্তির দশমাংশ 'সালাদিন কর' রূপে গৃহীত হইল। হতভাগ্য য়িহুদীরাও বাধ্য হইয়া যুদ্ধ-ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ দান করিল। ইংলণ্ডে সংগৃহীত অর্থের সাত ভাগের ছয় ভাগই স্বল্প-সংখ্যক য়িহুদীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক আদায় করা হয়। তৎপরে আসিল লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের পালা। তাহাদের প্রত্যেকটী গৃহই লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল। লণ্ডনের রাজপথে খৃষ্টানেরা যে সকল য়িহুদীর সাক্ষাৎ পাইল, তাহাদের প্রত্যেককেই হত্যা করিল। ইয়র্কের য়িহুদীরা প্রাণভয়ে দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল। খৃষ্টানেরা উহা অবরোধ করিলে তাহারা আত্মহত্যা করিয়া সকল অত্যাচারের হাত এড়াইল। যে অল্প কয় জন এই বীভৎস কার্য্য করিতে সাহসী হইল না, তাহারা প্রাণ রক্ষা পাইলে ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে স্বীকার করিল। অবরোধ-

* "The Pope had promised remission of sins to all who should lose their lives while on the Crusade."—Thatcher and Schwill, i, 176.

কারীরাও তাহাতে সম্মত হইল ; কিন্তু হতভাগ্যেরা সরল বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করা মাত্রই তাহারা তাহাদিগকে তরবারিমুখে নিক্ষেপ করিল।*

খৃষ্টানদের অদম্য উৎসাহ সহজেই উদ্দীপ্ত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের যুদ্ধ-যাত্রায় বিলম্ব ঘটিল। সিসিলির উইলিয়াম ক্ষিপ্রগতিতে ত্রিপোলিসের সাহায্যে ছুটিয়া গেলেও ইংরেজ ও ফরাসীরাজেরা ১১৮০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের পূর্ব্বে পোতারোহণ করিতে পারিলেন না। জার্ম্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক বার্ব্বারোসা তখন সপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধ ; তথাপি তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্য বেশ অক্ষুণ্ণ ছিল। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রাজন্য-বর্গের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এক বিরাট বাহিনী লইয়া ১১৮৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পুণ্যভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ধর্ম্ম-যোদ্ধার গৌরব লাভ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। পথিমধ্যে তিনি সালেফ নদীর প্রখর স্রোতে তলাইয়া গেলেন ( জুন ১০, ১১৯০ )। তাঁহার বিশাল বাহিনীর একাংশ মাত্র তৎপুত্র ( সুয়েবিয়ার ডিউক ) ফিলিপের অধীনে মন্থর গতিতে পালেস্তাইনের দিকে অগ্রসর হইল।

এদিকে ফ্র্যাঙ্কেরাও নিশ্চেষ্ট ছিল না। রাণী সিবিলা সালাহুদ্দীনের নিকট আস্কালনের প্রতিজ্ঞা পালনের দাবী করিয়া বসিলেন। তদনুসারে রাজা গে দশ জন বন্দী সহ ১১৮৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে টর্টোসায় আনীত হইলেন। তাঁহারা কখনও সোলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা হইল। মণ্টফের্‌রাতের বৃদ্ধ মার্কোয়েস টায়ারে তাঁহার পুত্রের ও তোরণের হাম্ফে তাঁহার বিধবা মাতার নিকট প্রেরিত হইলেন। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা

---

* "Every Jew in the street was cut down ; every house belonging to a Jew was plundered and burnt.... In a few hours the work of death was done,...the Christians rushing in slaughtered every living thing within the walls."—Cox, Bart, 118-9.

প্রতিশোধ গ্রহণের ফিকির উদ্ভাবনে লাগিয়া গেলেন। পুরোহিতেরা তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞাপালনের দায়িত্ব হইতে মুক্তিদান করিলে তাঁহারা বহু নাইট ও স্বেচ্ছাসেবক লইয়া টায়ারের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কনরাড গের বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হওয়ায় তিনি বেলফোর্টের সম্মুখস্থ মোস্লেম বাহিনীকে কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত করিয়া একর যাত্রা করিলেন। সিসিলীর নৌ-বহর তাঁহার অনুসরণ করিতে আদিষ্ট হইল ( আগষ্ট, ১১৮৯ )।

কিছুদিন পরে দেন্মার্ক ও ফ্রিজিয়া হইতে ১২০০০ সৈন্য সহ ৫০ খানা জাহাজ আসিয়া গের সহিত যোগদান করিল। ফলে ক্রুসেডারদের সংখ্যা বত্রিশ হাজারে উঠিল ; ইহাদের মধ্যে ২০০০ নাইট ও অবশিষ্ট পদাতিক। বিউভায়েসের বিশপ ও এভেস্নেসের বিখ্যাত নাইট জেম্স শীঘ্রই বহু লোক লইয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। এভাবে অবিরত সাহায্যকারী সৈন্যের আগমনে দিন দিন ক্রুসেডারদের শক্তিবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা না করিয়া সালাহুদ্দীন তখন বেলফোর্ট অবরোধে শক্তিক্ষয় করিতেছিলেন। অথচ নিজে না গিয়া একদল সৈন্য পাঠাইলেই তাহারা সহজে এই অবরোধ চালাইতে পারিত ; ইত্যবসরে রাজার ক্ষুদ্র বাহিনী শক্তিশালী হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি উহা অনায়াসে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে পারিতেন। টায়ারের শোচনীয় ভুল আবার এখানে অভিনীত হইল। ফলে এপ্রিল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত চারিটী মূল্যবান মাস অনর্থক নষ্ট হইয়া গেল। ইতোমধ্যে শত্রুপক্ষের এত অধিক বলবৃদ্ধি ঘটিল যে, তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

যে অল্প কয়েক জন নাইট হিত্তিনের যুদ্ধ হইতে কোনরূপে পলায়নে সমর্থ হন, সিদনের রেজিনাল্ড তাঁহাদের অন্যতম। তিনি এই সময় বেলফোর্টের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই ধূর্ত্ত নাইট দেখিলেন কোন ছুতায় কয়েকটা

দিন কাটাইয়া দিতে পারিলেই খৃষ্টানদের পক্ষে শক্তি সংগ্রহের সুবিধা। তজ্জন্য তিনি সালাহুদ্দীনকে বলিলেন, তাঁহার পরিবারবর্গ টায়ারে আছেন; মার্কোয়েসের হিংসার কবল হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধারের জন্য তিন মাস সময় পাইলে তিনি বিনা যুদ্ধে দুর্গ ছাড়িয়া দিবেন। সোলতানের চরিত্রের দুর্বলতা সহজেই তাঁহার নিকট ধরা পড়িল। তিনি ইস্‌লাম গ্রহণের ভাণ দেখাইয়া সোলতানের সহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা জুড়িয়া দিলেন। একজন অ-মোসলমানকে দীক্ষিত করার আশায় সালাহুদ্দীনও আনন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন।

সোলতানের গুপ্তচর-বিভাগ অপদার্থ না হইলে তিনি অবশ্যই জানিতে পারিতেন যে, রেজিনাল্ড মার্কোয়েসের একজন বিশিষ্ট বন্ধু; কাজেই কল্পিত বিপদের আশঙ্কায় কেল্লাদারের মায়া-কান্না ভীষণ ধাপ্পাবাজি মাত্র। তিনি যখন ধর্ম্ম-বিষয়ক তর্ক-বিতর্কে হৃদয়-মন ঢালিয়া দিতেছিলেন, তাঁহার সৈন্যেরা তখন দুর্গের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিতেছিল। কাজেই জয় লাভের আশা আরও সুদূর-পরাহত হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে যখন তাঁহার চাতুরী ধরা পড়িল, তখন আগষ্ট মাস। রাজা গে ইতঃপূর্ব্বেই একর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সালাহুদ্দীন মারাত্মকরূপে প্রতারিত হইলেন; তথাপি তিনি রেজিনাল্ডকে হত্যা না করিয়া শুধু কারাগারে পাঠাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন।

খৃষ্টানদের রণ-সজ্জা যে সালাহুদ্দীনের অজ্ঞাত ছিল, এমন নহে। টায়ারের নিকটে তাঁহার একটী বহিঃসেনানিবাস ছিল। জুলাইর প্রথমে তাহাদের সহিত রাজসেনার একাধিক খণ্ডযুদ্ধ হয়; একটী যুদ্ধে মোসল-মানদের পরাজয়ও ঘটে। সালাহুদ্দীন ইহা স্বচক্ষে দর্শন করেন। অথচ রাজা গের সমরোদ্যম পণ্ড করার জন্য কোনই চেষ্টা না করিয়া তিনি রেজিনাল্ডের চাতুরী ধরা না পড়া পর্য্যন্ত তাঁহার সৈন্যদল লইয়া

বেলফোর্টের সম্মুখে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া রহিলেন। অবশেষে ২৭শে আগষ্ট যখন সংবাদ আসিল, ফ্র্যাঙ্কেরা বাস্তবিকই একরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তখন তিনি অবরোধ উঠাইয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অবশ্য বেলফোর্ট অবরোধের জন্য যথেষ্ট সৈন্য রাখিয়া যাইতে তাঁহার ভুল হইল না; সাত মাস পরে রক্ষী-সৈন্যেরা তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। অথচ এভাবে অবরোধ চালাইবার জন্য এক দল সৈন্য রাখিয়া তিন মাস পূর্ব্বেই তিনি শত্রুপক্ষকে বাধা দানে গমন করিতে পারিতেন। সমর-সভা তাঁহাকে বিপরীত পরামর্শ দিয়া থাকিলে তাহা মানিয়া চলা কিছুতেই তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই।

'যদি দশ বৎসরের যুদ্ধের জন্য ট্রয় নগরী বিখ্যাত হইয়া থাকে, যদি খৃষ্টানদের বিজয় লাভে এন্টিয়কের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে যে একরের জন্য সমগ্র বিশ্ব বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, উহা নিশ্চিতই অমর যশের অধিকারী।' একর এক জিহ্বাকৃতি ভূখণ্ডে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ দিক্ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে; উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে স্থল, অন্যদিকে সমুদ্র-জল, পশ্চাদ্ভাগে মিনা বা পোতাশ্রয়। নগরে তখন একটীমাত্র পাড়া ছিল; উহার পরিধি ¾ মাইল। একটী শৃঙ্খল ও 'পতঙ্গ-দুর্গ' নামে এক ভয়াবহ গিরি-দুর্গ পোতাশ্রয় রক্ষা করিত। 'অভিশপ্ত দুর্গ' নগরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত ছিল। উত্তর-দক্ষিণে ২০ মাইল বিস্তৃত বৃহৎ প্রান্তর শোভা পাইত। বেলুস নদীর দুইটী দীর্ঘ শাখা বহু প্রশাখাসহ ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। সমুদ্র-তট হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত নাত্যুচ্চ পাহাড়-শ্রেণীতে সামরিক আড্ডা স্থাপনের খুব সুবিধা ছিল। ইহার দুই মাইল পশ্চাতে প্রান্তরের পূর্ব্ব সীমায় লেবানন গিরি-শ্রেণীর দক্ষিণাংশ অবস্থিত। শত্রুর আক্রমণ ও শীত ঋতুতে নিম্নভূমির ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে এখানে নিরাপদে আশ্রয়

লওয়া যাইতে পারিত। এতদ্ব্যতীত এখান হইতে বিপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণেরও সুবিধা ছিল।

২৮শে আগষ্ট রাজা গে একরের সিংহদ্বারের ঠিক সম্মুখে তেল-উল-মুসাদীন বা উপাসকের পাহাড়ে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। দুই দিন পরে সালাহুদ্দীনও সেখানে হাজির হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, অবরোধ-কারিগণকেই অবরোধ করা। তজ্জন্য তিনি তাঁহার সৈন্যদলকে বেলুস নদী হইতে অল্-আয়্যাদিয়া পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিলেন। এক মাস পরে তিনি আরও উত্তরে সরিয়া গেলেন। তাঁহার সৈন্তেরা একরের উত্তরস্থ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান বেষ্টন করিয়া ফেলিল; অল্-আয়্যাদিয়ায় তাঁহার শিবির পড়িল। ফ্র্যাঙ্কেরা তখনও সম্পূর্ণরূপে নগর অবরোধ করার মত শক্তিশালী হয় নাই। কাজেই তকিউদ্দীন অনায়াসে তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন ( ১৫ ও ১৬ই সেপ্টেম্বর )। সালাহুদ্দীন নিজেও একবার নগরে গমন করিলেন। দুর্গে যথেষ্ট রক্ষী-সৈন্য ও প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ছিল। কাজেই সহসা উহার পতনের আশঙ্কা ছিল না।

প্রথমে উভয় পক্ষে খণ্ড-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমে সৈন্তেরা এই সামান্য ব্যাপারে এত অভ্যস্ত হইয়া গেল যে, সহসা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা বলিত। যখন তাহারা শ্রান্ত হইয়া পড়িত, তখন দুই দলের বালকদের মধ্যে মারামারি লাগাইয়া দিয়া তামাসা দেখিত। পক্ষান্তরে উভয় পক্ষে বর্ব্বরোচিত কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইত। যে সকল খৃষ্টান তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিত, দুর্দ্দান্ত বেদুইনেরা তাহাদের মস্তক কাটিয়া পুরস্কারের জন্য সোলতানের নিকট লইয়া যাইত। খৃষ্টান নারীরাও তুর্ক বন্দীদের চুল ধরিয়া টানিত, তাহাদিগকে লজ্জাকররূপে অপ-প্রয়োগ করিত,শেষে তাহাদের মস্তক কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিত।

এইরূপে খণ্ডযুদ্ধ চলিতে চলিতে অবশেষে যথারীতি শক্তি পরীক্ষার সময় আসিল। ৪ঠা অক্টোবর সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই ফ্র্যাঙ্কেরা সচল হইয়া উঠিল। মোস্‌লেম বাহিনীর সমান করিয়া সমুদ্র হইতে বেলুস পর্য্যন্ত পূর্ণ দুই মাইল ব্যাপিয়া তাহাদের সৈন্যদল একরের চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে স্থাপিত হইল। চিরাচরিত নিয়মে ধনুর্দ্ধরগণ সম্মুখে স্থান গ্রহণ করিল; তৎ-পশ্চাতে নাইটগণ ও পদাতিক সৈন্যদল ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট হইল। তাহারা চারিভাগে অগ্রসর হইল। রাজা দক্ষিণ পার্শ্বের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন; তাঁহার সম্মুখে রেশমী চন্দ্রাতপের নিম্নে একখানা বাইবেল স্থাপিত হইল। মণ্টফের্‌রাতের কন্‌রাড ও থুরিঞ্জির সম্ভ্রান্ত জমিদার লুই কেন্দ্র-ভাগদ্বয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন; টেম্পলারেরা বাম পার্শ্বে সমবেত হইল। সালাহুদ্দীন স্বয়ং মোস্‌লেম-কেন্দ্র পরিচালনা করিলেন; শাহ্‌জাদা অল্‌-আফজাল ও অজ্‌-জহির দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন। কেন্দ্রভাগের দক্ষিণাংশ মোসেল ও দিয়ার বকরের সৈন্য সাহায্যে এবং বাম অংশ তাইগ্রীস তটের আমীরদের অধীনায়কতায় পরিচালিত কুর্দ্দ জাতি, হরাণের কুকবারীর অনুচরবৃন্দ ও সিঞ্জারের সৈন্যদল দ্বারা গঠিত হইল। উত্তর সিরিয়ার উৎকৃষ্ট সৈন্যেরা দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল; সালাহুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও ভ্রাতুষ্পুত্র তকিউদ্দীন এই অংশের পরিচালনা-ভার প্রাপ্ত হইলেন। শের্কুহ্‌র মিসর-বিজয়ী মামলুকদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত প্রবীণ সৈন্যেরা বাম পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল। এইরূপে সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময় স্থান— সর্ব্ব দক্ষিণ ও সর্ব্বোত্তর প্রান্তের ভার মোস্‌লেম বাহিনীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈন্যের উপর অর্পিত হইল। কিন্তু কেন্দ্রভাগ সালাহুদ্দীনের শরীর-রক্ষিগণ ব্যতীত মেসোপতেমিয়া ও কুর্দ্দিস্তানের স্বল্প-পরীক্ষিত সৈন্যদলের সাহায্যে গঠিত হওয়ায় উহা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রহিয়া গেল।

সূর্য্যোদয়ের চারি ঘণ্টা পরে একরের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমে ফ্র্যাঙ্কেরা মোসলমানদের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিল। তকিউদ্দীন তাহাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সৈন্যগণকে পশ্চাদ্বর্ত্তন করিতে আদেশ দান করিলেন। ফ্র্যাঙ্কেরা তাঁহার অনুসরণে প্রলুব্ধ হইলে সহসা গতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করাই ছিল এই কৌশলের উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ সালাহুদ্দীন মনে করিলেন, তাহারা শত্রু-সৈন্যের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে; কাজেই তিনি কেন্দ্র-ভাগের কিয়দংশ তাহাদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। এইরূপে শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় বাম পার্শ্ব শত্রুগণকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু সালাহুদ্দীনের কেন্দ্রভাগের দৌর্ব্বল্য ফ্র্যাঙ্কদের দৃষ্টি এড়াইল না। তাহাদের অশ্বারোহী ও পদাতিকেরা ঘন-সন্নিবিষ্টভাবে সেদিকে অগ্রসর হইল। মোসলমানদের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া তাহারা একযোগে ভীমবেগে তাহাদের উপর আপতিত হইল। দিয়ার বকরের সৈন্যগণকেই আক্রমণের প্রচণ্ডতা ভোগ করিতে হইল। ফলে তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। নাইটেরা চিরদিনই অসংযত ও উগ্রমস্তিষ্ক; তাহারা পলায়িত শত্রু সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পাহাড়ে সেনাপতির বাসস্থানে উপনীত হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া শিবির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা এত দ্রুত ধাবন করিল যে, পদাতিকেরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। এখন নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহারা যত দ্রুত পারিল, মূল বাহিনী অভিমুখে ধাবিত হইল। সালাহুদ্দীনের বামপার্শ্ব তখনও অক্ষতদেহে দৃঢ়ভাবে স্ব-স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। তাঁহার কেন্দ্রভাগের যে সকল সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তিনি মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে একত্র করিয়া ফেলিলেন। বিজয়ী ফ্র্যাঙ্কেরা যখন তাঁহার শিবির হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার বিখ্যাত রণনাদ "আ'লাল ইস্‌লাম" উচ্চারণ করিয়া তাহাদের উপর আপতিত।

হইলেন। দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের সৈন্যেরাও তাঁহার সাহায্যার্থ আহূত হইল। ঠিক এই সময় অবরুদ্ধ সৈন্যগণও সহসা নগর হইতে বহির্গত হইয়া ফ্র্যাঙ্কদিগকে আক্রমণ করিয়া বসিল। এভাবে উভয় দিকে আক্রান্ত হইয়া শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল; হতাবশিষ্ট সৈন্যদের যে যে দিকে পারিল, বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিল। সঙ্গিগণকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে দেখিয়া ফ্র্যাঙ্ক বাহিনীর অন্যান্য অংশও ভীতিগ্রস্ত হইয়া তাহাদের শিবিরে পলাইয়া গেল। সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা অনুসরণকারিগণকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করিল।

খৃষ্টানদের মতে এই যুদ্ধে তাহাদের ১৫০০ সৈন্য নিহত হয়। বাহাউদ্দীনের মতে এই সংখ্যা চারি হাজারেরও অধিক। হত্যা অপেক্ষা পলায়নেই মোসলমানদের অধিক ক্ষতি হয়; দিয়ার বকর বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। কুর্দ্দদের সর্দ্দার ও অপর একজন আমীর সহ ১৫০জন সৈন্যের মৃত্যুর কথা মোসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে। পক্ষান্তরে খৃষ্টানদের মতে নিহত সৈন্যদের সংখ্যা ইহার দশ গুণ। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কোন পক্ষ হইতেই প্রকৃত সংখ্যা জানিবার উপায় নাই। তবে পরাজিত পক্ষই যে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাই স্বাভাবিক।

---

## একরের অবরোধ

একরের যুদ্ধের পর সালাহুদ্দীনের উচিত ছিল খৃষ্টান শিবির আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করা। কিন্তু তাঁহার শ্রান্তক্লান্ত সৈন্যদের তখন আর যুদ্ধ করার মত মেজাজ ছিল না। তাহাদেরই সঙ্গীরা এমনভাবে শিবির লুণ্ঠন করিয়াছিল যে, তাহারা পশ্চাদ্ধাবনকারী টেম্পলারদের জন্য কিছুই রাখিয়া যায় নাই। সোলতান নিজেও সিরিয়ার উৎকট জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলেন। তথাপি তিনি এক সমর-সভা আহ্বান করিলেন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর সৈন্যদিগকে বিশ্রাম দান করাই সাব্যস্ত হইল। টায়ার ও বেলকোর্টের মারাত্মক ভ্রম আবার এখানে অভিনীত হইল। রোগাক্রান্ত সোলতান ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৬ই অক্টোবর অল্-খরুব্বা পাহাড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শীঘ্রই বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় সংগ্রাম পরিচালনা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা খৃষ্টানদের আনুকূল্য করায় তাহারা এক বৃহৎ খাত কাটিয়া শিবির নিরাপদ করার সুযোগ পাইল। ফলে ১১৮৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর যে অবরোধ শেষ হইতে পারিত, ক্লান্তিকরভাবে প্রায় দুই বৎসর চলিয়া অবশেষে খৃষ্টানদের বিজয়লাভে উহার সমাপ্তি ঘটিল।

সালাহুদ্দীন অবসরকাল নূতন সৈন্য সংগ্রহে ব্যয় করিলেন। অল্-আদিল শীঘ্রই মিসর-বাহিনী লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। নৌ-সেনাপতি লুলুও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ৫০ খানা জাহাজ লইয়া একরে আসিলেন। শত্রুদের মূল্যবান দ্রব্যপূর্ণ দুইখানা জাহাজ তাঁহার হস্তে ধৃত হইল। ১০০০০ নাবিক লইয়া তিনি তীরে অবতরণ করিলেন; কিন্তু তাহারা কর্দম-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া খৃষ্টান শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। এদিকে সোলতানের উৎকণ্ঠার এক নূতন কারণ জুটিল। তিনি তাঁহার মিত্র কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট আইজাক ও

আর্ম্মেনিয়ার ক্যাথলিক ভূপতির নিকট হইতে ফ্রেডারিকের মৃত্যু ও জার্ম্মান বাহিনীর অগ্রগতির সংবাদ পাইলেন। মেসোপতেমিয়ার নবাগত সৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। সালাহুদ্দীনের অকর্ম্মণ্য বন্ধুরা এ সঙ্গে জার্ম্মান বাহিনীর দৌর্ব্বল্যের সংবাদটাও পাঠাইলে তাঁহাকে এভাবে পঙ্গু সাজিতে হইত না। অবশ্য সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও আপাততঃ তাঁহারই জয় হইতে লাগিল। দেমাশ্‌কের জনৈক যুবক এক প্রকার গ্রীক-অগ্নি প্রস্তুত করার কৌশল জানিতেন। ইহা নিক্ষেপ করিলে অবরোধ-দুর্গ ও যন্ত্রগুলি ভস্মীভূত হইয়া যাইত। তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া সোলতান তাঁহাকে পুরস্কার দানের প্রস্তাব করিলে এই মহাপ্রাণ শিল্পী উত্তর দিলেন, "খোদার কাজের জন্য যাহা করিয়াছি, তজ্জন্য আমি পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারি না।" ইহাতে সালাহুদ্দীন আরও সন্তুষ্ট হইলেন। উত্তরাঞ্চলে সৈন্য প্রেরণের দরুণ মোস্‌লেম শিবিরের দক্ষিণাংশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা ইহা আক্রমণ করিতে গিয়া ২৫শে জুলাই ফ্র্যাঙ্কেরা অল্‌-আদিলের হস্তে গুরুতররূপে পরাজিত হইল। তাহাদের স্বীকৃতি মতেই এ দিন অন্ততঃ ৪০০০ সৈন্য নিহত হয়; কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা ইহার দ্বিগুণেরও অধিক। খণ্ড-যুদ্ধাদিতে জয়লাভ করিলেও স্থানান্তরে সৈন্য পাঠাইবার ফলে সালাহুদ্দীনের আর খৃষ্টান শিবির আক্রমণ করার ক্ষমতা রহিল না। একবার শিক্ষা পাইয়া তাহারাও আবার সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইল না।

কিন্তু শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। এই যুদ্ধের দুই দিন পরে ক্যাম্পেনের হেন্‌রী ১০০০০ ফরাসী-সৈন্য, কয়েক হাজার নাইট, অভিজাত ও যুদ্ধোন্মত্ত পাদ্রী লইয়া একরে অবতরণ করিলেন। খৃষ্টানদের সংখ্যা এখন এক লক্ষে দাঁড়াইল। বাধ্য হইয়া সালাহুদ্দীন ১লা আগষ্ট আবার

পাহাড়ে সেনা সরাইয়া লইয়া গেলেন। ফলে একরের সহিত তাঁহার সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইল; কবুতরের ডাক, সুদক্ষ সন্তরণকারী বা দ্রুতগামী ক্ষুদ্র তরণী ভিন্ন সংবাদ আদানপ্রদানের আর কোনই উপায় রহিল না। একদিন একখানা অর্ণবযান ফরাসী জাহাজের ছদ্মবেশে একরে প্রবেশ করিল। নগরে যখন একদিনেরও খাবার নাই, এমন সময় অনেক খাদ্যদ্রব্য লইয়া মিসর হইতে তিনখানা জাহাজ আসিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে খৃষ্টানদের দাঁড়টানা জাহাজগুলি উহাদের উপর আপতিত হইল। সৌভাগ্যবশতঃ বায়ু অনুকূল থাকায় ভীষণ যুদ্ধের পর মাল-জাহাজগুলি শত্রুদের চীৎকার ও মোসলমানদের শোকরধ্বনির মধ্যে পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিতে পারিল।

একবার বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিলে জাহাজ 'পতঙ্গ দুর্গে'র আশ্রয়ে নিরাপদ হইত। তজ্জন্য খৃষ্টানেরা উহা বিনষ্ট করিতে বদ্ধ-পরিকর হইল। তাহাতে প্রস্তর নিক্ষেপ বা অগ্নি সংযোগের জন্য সুদক্ষ পিসাবাসীরা তাহাদের জাহাজের উপর একটী অত্যুচ্চ বুরুজ নির্ম্মাণ করিল। মোস্লেম নৌ-বহরে আগুন লাগাইবার জন্য একখানা দাহ্য-পদার্থপূর্ণ জাহাজও পোতাশ্রয়ে প্রেরিত হইল। কিন্তু রক্ষী-সৈন্যেরা একযোগে বুরুজ আক্রমণ করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। শত্রুদের অনলবাহী পোতখানা প্রতিকূল বায়ুতে পথ-ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহারা উহাও ধরিয়া লইয়া গেল। অক্টোবরের প্রথমে সুয়েবিয়ার ডিউক ৫০০০ জার্ম্মান সৈন্য লইয়া একরে হাজির হইলেন। বার্ব্বারোসা-সুতের উপস্থিতিতে খৃষ্টান মহলে নবীন উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গেল। তিনি কিছুতেই প্রকাশ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া তৃপ্ত হইতে চাহিলেন না। সালাহুদ্দীনের অগ্রগামী প্রহরীরা তখনও অল্-আয়্যাদিয়ায় অবস্থান করিতেছিল। তাঁহার আদেশে তেলকায়সান হইতে মোসেল-বাহিনী আসিয়া তাহাদের সহিত

একত্র হইল। তাহারা সহজেই ক্রুসেডারদিগকে তাড়াইয়া দিল। অতঃপর খৃষ্টানেরা দুইটী নূতন অবরোধ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া আরও নিকটে গিয়া দুর্গ আক্রমণ করিল। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলেও রক্ষী-সৈন্যেরা এবারও তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। ফ্র্যাঙ্কদের সাধের যন্ত্র দুইটীও তাহারা বিজয়োল্লাসে নগরমধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

ইউরোপ হইতে অচিরে আরও সাহায্যকারী সৈন্য আসায় রক্ষী-সৈন্যদের আনন্দ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিষাদে পরিণত হইল। কেণ্টরবারীর আর্চ্চবিশপ বল্‌ডুইন, সেলিসবারীর বিশপ হিউবার্ট ওয়াল্টার ও প্রধান বিচারপতি রেন্‌ল্‌ফ ডি গ্ল্যানভাইল বহু ইংরেজ সৈন্য, অর্থ ও যুদ্ধোপকরণ সহ ১২ই অক্টোবর একত্রে উপস্থিত হইলেন। খৃষ্টান শিবিরে তখন সতীত্ব, মিতাচার বা দয়াধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল না। আগন্তুকেরা তাহাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিতে না পারিলেও তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে সমর্থ হইল। শিবিরে খাদ্যাভাব ঘটায় ১২ই নভেম্বর তাহারা হেনরী ও কনরাডের নেতৃত্বে হায়ফা যাত্রা করিল; কিন্তু সেখানে খাদ্যদ্রব্য নাই শুনিয়া ১৪ই তারিখে তাহারা শিবিরে ফিরিয়া চলিল। এই উপলক্ষ্যে ১২ই নভেম্বর প্রাতে বসন্ত-শৃঙ্গে মোসলমানদের সহিত তাহাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। পরবর্ত্তী দুই দিনেও খণ্ডযুদ্ধ চলিল। ফলাফল অমীমাংসিত হইলেও খৃষ্টানদের ক্ষতি কিছু বেশী হওয়ায় মোসলমানেরা তাহাদের শিবির আক্রমণ করিতে চাহিল। কিন্তু সালাহুদ্দীন আবার অসুস্থ হইয়া পড়ায় এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা ঘটিয়া উঠিল না।

যুদ্ধ বন্ধ থাকিলেও প্রকৃতির হস্তে খৃষ্টানেরা কম নিগ্রহ ভোগ করিল না। অচিরে রাণী সিবিলা, গ্ল্যানভাইল, ফেরার্সের আর্ল ও ক্লেয়ারের আর্লের ভ্রাতার মৃত্যু হইল। সিবিলার পুত্রদ্বয়েরও মৃত্যু হওয়ায় গের স্বত্ব নষ্ট হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকের ব্যভিচার-লীলা দর্শনে ক্ষোভে-দুঃখে বৃদ্ধ আর্চ্চবিশপও

নভেম্বরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কৌশলে হাম্ফে ও জেরুসালেমের রাজমুকুটের উত্তরাধিকারিণী ইসাবেলার মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া কনরাড স্বয়ং তাঁহার পাণি পীড়ন করিলেন। বিবাহের পর রাজ্যলাভের উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করার জন্য তিনি টায়ারে চলিয়া গেলেন। এদিকে খৃষ্টান শিবিরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। এক বস্তা শস্য এক শত স্বর্ণমুদ্রায় ও একটী ডিম ছয় টাকায় বিক্রীত হইতে লাগিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইলেন। ক্ষুধার তাড়নায় লোকে অশ্ব-মাংস, মৃত পশুর নাড়ীভুঁড়ী, এমন কি তৃণ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ প্রাণরক্ষার জন্য মোসলমান হইয়া গেল। খৃষ্টানদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইলেও সালাহুদ্দীন তাহাদের প্রতি যথেষ্ট সদাশয়তা দেখাইলেন। কয়েক জন ফ্র্যাঙ্ক ধৃত হইয়া তাঁহার নিকট আনীত হইলে তিনি রাজোচিত শিষ্টাচারের সহিত তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে মূল্যবান পরিচ্ছদ উপহার দিয়া দেমাশ্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। বস্তুতঃ খৃষ্টান শিবিরে শীতে কাঁপা ও অনাহারে মরা অপেক্ষা সালাহুদ্দীনের অতিথি হওয়াও অনেক ভাল ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ পেণ্টেকস্ট্ পর্ব্বের সময় একখানা শস্যপূর্ণ জাহাজ আসায় তাহারা আশু মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল।

নভেম্বরে মেসোপতেমিয়ার শাহ্‌জাদারা দেশে চলিয়া গেলেন। কেবল ব্যক্তিগত অনুচরেরাই সালাহুদ্দীনের নিকট রহিল। এই সময় তাঁহার প্রধান কাজ হইল নগরে খাদ্যাদি প্রেরণ করা। খৃষ্টানদের বাধা উপেক্ষা করিয়া অল্-আদিল দুর্গে যথেষ্ট যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ করিলেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সালাহুদ্দীন একজন নূতন সেনাপতির অধীনে নগরে একদল নবীন ও সতেজ সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু যত লোক ভিতরে প্রবেশ করিল, তদপেক্ষা অধিক লোক বাহির হইয়া আসিল; নবাগত সৈন্যেরা অবরোধের প্রতিরোধেও সুদক্ষ ছিল না। এরূপ অযোগ্য

লোকের হস্তে ঈদৃশ গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করায় কেহ কেহ অবিবেচক বলিয়া সালাহুদ্দীনের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি তখনও রোগে ভুগিতেছিলেন বলিয়া ব্যক্তিগতভাবে এই পরিবর্ত্তনের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই।

বসন্তকালে বিবাদমান শক্তিদ্বয়ের অবস্থার বিশেষ রদবদল হইল না। রক্ষী-সৈন্যেরা আপাততঃ নিশ্চিন্ত, নগর খাদ্য-দ্রব্যে পূর্ণ, সালাহুদ্দীন গৃহ-গমনকারী সৈন্যগণের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায় পাহাড়ে উপবিষ্ট; দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও নীতিভ্রষ্ট হইলেও খৃষ্টানদের পরিখা ও মৃন্ময়-প্রাচীর বেষ্টিত শিবির তখনও তাহাদের দখলে। গ্রীষ্মকালের আবির্ভাবের সহিত এই অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। রিচার্ড ও ফিলিপের আগমনে মোসলমানেরা দেখিল, তাহারা আর অবরোধকারীদের অবরোধকারী নহে, বরং নিজেরাই শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত।

---

## একরের পতন

রিচার্ড ও ফিলিপ ১১৯০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালেই ১০০০০০ সৈন্য লইয়া পুণ্যভূমির পুনরুদ্ধারে যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁহাদের অগ্রগতি প্রমোদ-পোতে সমুদ্র-বিহারের ন্যায় মন্থর হইয়া দাঁড়াইল। রিচার্ড পথিমধ্যে সাইপ্রাস জয় করিয়া নব-পরিণীতা পত্নীর সহিত এক মাস কাল মধু-যামিনী যাপন করিলেন। অনাহারে মরণোন্মুখ বাহিনীর মুক্তি সাধনের ইহা অতি চমৎকার উপায়, সন্দেহ নাই। ফ্র্যাঙ্কদের সৌভাগ্য-বশতঃ ফিলিপ রিচার্ডের কার্য্যের সমর্থন করিতে না পারিয়া মে মাসে একরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া খৃষ্টানেরা যেন নব-জীবন লাভ করিল। নবীন উদ্যমে রাতদিন দুর্গ অবরোধ চলিতে লাগিল। এদিকে রিচার্ডও স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পালেস্তাইনের দিকে অগ্রসর হইলেন। সিদনের নিকটে প্রবীণ সৈন্য-পূর্ণ একখানা মোসলমান জাহাজ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ভীষণ যুদ্ধের পর ইহা ধ্বংস করিয়া দিয়া ৮ই জুন শনিবার তিনি একরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া ক্রুসেডার মহলে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

এবার প্রবল উদ্যমে নগর আক্রমণ আরম্ভ হইল। ফিলিপের ‘কু-প্রতিবেশী’ নামক একটী অবরোধ-যন্ত্র ছিল; নাগরিকেরা ‘কু-জ্ঞাতি’ নামক আর একটী যন্ত্রের সাহায্যে উহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিলেও রাজা তাঁহার প্রিয় যন্ত্রের পুনঃ পুনঃ সংস্কার সাধন করিয়া অবিশ্রান্ত আক্রমণে নগরের প্রধান প্রাচীরের একাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ফ্ল্যাণ্ডার্সের কাউণ্টেরও একটী চমৎকার যন্ত্র ছিল; তাঁহার মৃত্যুর পর উহা রিচার্ডের দখলে আসিল। সর্ব্ব-সাধারণের অর্থে ‘ভগবানের ফিঙ্গা’ নামে আর একটী যন্ত্র নির্ম্মিত হইল। ইহাদের প্রস্তর-বৃষ্টির ফলে নগরের প্রধান দ্বার অর্দ্ধ-ভগ্ন হইয়া গেল। রিচার্ডের নিজেরও দুইটী উৎকৃষ্ট ফিঙ্গা ছিল। উহাদের একটী

নগরের বাজারের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে পারিত। প্রাচীরে আরোহণ করার জন্য ফিলিপ 'বিড়াল' নামক একটী যন্ত্র প্রস্তুত করেন; উহা বিড়ালের ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া দেওয়ালে উঠিয়া দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকিত। এতদ্ব্যতীত ফিলিপ ও রিচার্ড প্রত্যেকেই একখানা চালা প্রস্তুত করেন; এগুলির নীচে বসিয়া তাঁহারা সৈন্যদের উৎসাহ বর্দ্ধন ও শরাঘাতে শত্রু নিধন করিতেন।

ক্রমাগত আক্রমণে নগর-প্রাচীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফ্র্যাঙ্কেরা মৃত বা নিহত অশ্ব ও মৃতদেহে পরিখা পূর্ণ করিয়া রাখিত। রক্ষী-সৈন্যদিগকে প্রত্যহ এই আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে হইত। নিয়ত রাত্রি জাগরণে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িল। অবশ্য সোলতান খৃষ্টানদিগকে বাধাদানে বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করিতেন না। আক্রান্ত হইলেই নাগরিকেরা ঢক্কানাদ করিত। সঙ্গে সঙ্গেই সালাহুদ্দীন খাত-বপ্র-বেষ্টিত খৃষ্টান শিবির আক্রমণ করিয়া তাহাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার প্রয়াস পাইতেন। ১৪ই ও ১৭ই জুন তারিখে এরূপ আক্রমণের কথা জানা যায়। মোসলমানেরা শত্রুশিবিরের একাংশ লুণ্ঠন করিলে তাহারা দ্রুতপদে নগর-প্রাচীরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে উভয় পক্ষ স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিল। ২সরা ও ৩সরা জুলাই তারিখে আবার ভীষণতরভাবে খৃষ্টান শিবির আক্রান্ত হইল; হাতাহাতি যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু সৈন্য মৃত্যু বরণ করিল। কিন্তু জগতের সর্ব্বদেশের অসংখ্য খৃষ্টান একত্রে সমবেত হইয়াছিল। সালাহুদ্দীন কত মারিবেন? তাহাদের একাংশ মাত্র তাঁহাকে বাধা দিতে আসিত; অপরাংশ নিরুদ্বেগে অবরোধ চালাইত। পক্ষান্তরে কোন মোসলমান নরপতিই সালাহুদ্দীনের সাহায্যে আসেন নাই। মরক্কোর আল্‌-মোহাদী খলীফার নিকট দূত পাঠাইয়াও তিনি কোন সাড়া পান নাই। তাঁহার নিজের সৈন্যেরাও বৎসরের অর্দ্ধেক

কাল পর হাজির থাকিত। অসন্তুষ্ট জঙ্গী-বংশীয় শাহ্‌জাদাদের নিকট তিনি আর কতই বা প্রভুভক্তির দাবী করিতে পারিতেন? তাঁহার বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসর। বিগত দুই বৎসরের অবিরত পরিশ্রম ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি হয়। যে কোন সৈন্য অপেক্ষা তিনি অধিক পরিশ্রম করিতেন। প্রত্যহ গুরুভার বর্ম্ম পরিধান করিয়া তাঁহাকে সেনাদলের নিবিড়তম অংশে অবস্থান করিতে হইত; অনেক সময় উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণের চিন্তা করার অবসরও তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না। কাজেই তাঁহার ব্যর্থতায় বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই।

৩সরা জুলাই ফরাসী-রাজের খনকেরা ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ খনন করিতে করিতে প্রাচীর-নিম্নে উপনীত হইল। তাহারা উহা কাষ্ঠ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। ফলে প্রাচীরের এক বৃহদংশ নড়িয়া উঠিল; কিন্তু সটান ভূ-পতিত না হইয়া ক্রম-নিম্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। খৃষ্টানেরা নগর প্রবেশের আশায় সেখানে ছুটিয়া আসিল; তুর্কেরাও তাহাদিগকে বাধাদানের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। অল-আদিল একে একে দুইবার খৃষ্টানদিগকে আক্রমণ করিলেন; তকিউদ্দীনের সৈন্যেরা প্রাণপণ পরিশ্রমে খাত পূর্ণ করিয়া ফেলিল; কিন্তু দুর্ভেদ্য শত্রু-সৈন্য-প্রাচীর ভেদ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিল না। রক্ষী-সৈন্যদের দুঃখে সালাহুদ্দীনের চক্ষে জল আসিল। ঔষধ ব্যতীত সেদিন তিনি আর কোনই খাদ্য গ্রহণ করিলেন না।

ক্রমাগত আক্রমণের ফলে অবশেষে নগরের পতনকাল ঘনাইয়া আসিল। রিচার্ড ধনুর্ব্বিদ্যায় সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার শরাঘাতে বহু রক্ষী-সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইল। খনকেরা সুড়ঙ্গ খনন করিতে করিতে দুর্গের ভিত্তিমূলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুড়ঙ্গ কাষ্ঠ-পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে প্রাচীরের একাংশ সটান ভূ-পতিত হইল।

খৃষ্টানেরা জল-স্রোতের ন্যায় সেদিকে ধাবিত হইল। তুর্কেরাও সেখানে দৌড়িয়া আসিল। কিছুক্ষণ ঘোর যুদ্ধের পর খৃষ্টানেরা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে বাধ্য হইল। অতঃপর পিসাবাসীরা বহু কষ্টে দুর্গে আরোহণ করিল। কিন্তু রক্ষীসৈন্যেরা তাহাদিগকেও তাড়াইয়া দিল। 'রিচার্ডের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' লেখক বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে লিখিয়াছেন, "বস্তুতঃ কখনও কোন জাতি এই তুর্কদের ন্যায় এমন রণ-নৈপুণ্য দেখাইতে পারে নাই। কোন ধর্ম্মাবলম্বী কোন জাতির যোদ্ধাই আত্মরক্ষা বা আক্রমণে তাহাদের উপর শ্রেষ্ঠতার দাবী করিতে পারে না। সাহস ও পূর্ণ সাধুতার জন্য তাহাদিগকে প্রশংসা করিতেই হইবে। 'সত্য ধর্ম্মাবলম্বী' হইলে তাহাদের অপেক্ষা ভাল লোক পৃথিবীতে পাওয়া যাইত না।"*

একরের প্রাচীর আংশিক পতিত এবং উহার অধিকাংশ অধিবাসী নিহত হইলেও নগরে তখনও ৬০০০ লোক ছিল। যে লৌহ-অঙ্গুরীয়ক তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভগ্ন করা সালাহুদ্দীনের সাধ্যাতীত বুঝিতে পারিয়া নাগরিকদের নৈরাশ্যের সীমা রহিল না। তিন জন নেতৃস্থানীয় আমীর রাত্রিকালে ভীরুর ন্যায় পলায়ন করিলেন। ফলে অন্যান্য লোক ভয়াভিভূত হইয়া পড়িল। কেহ পলাতক আমীরদের পদাঙ্কানুসরণ করিল, কেহ বা খৃষ্টান শিবিরে পলাইয়া গিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রার্থনা জানাইল। অবশিষ্ট লোকের উপদেশে শাসনকর্ত্তা কারাকুশ ও প্রধান সেনাপতি আল্-মেস্তুব ৪ঠা জুলাই শত্রুশিবিরে গিয়া প্রস্তাব করিলেন, সোলতানের নিকট হইতে সহসা সাহায্য না আসিলে এবং যাবতীয় অবরুদ্ধ নাগরিককে অস্ত্রশস্ত্র ও ধন-সম্পত্তি সহ নগর ত্যাগের অনুমতি দিলে তাঁহারা আত্ম-সমর্পণে প্রস্তুত আছেন। ফরাসীদের অধিকাংশই ইহাতে সম্মত হইল; কিন্তু রিচার্ড শূন্য নগরে প্রবেশ করিতে রাজী হইলেন

* Chronicles of the Crusades, 212.

না। কাজেই সন্ধির আলোচনা ফাঁসিয়া গেল। অবশ্য সালাহুদ্দীনের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাঁহাদিগকে আরও কিছু-কাল আত্মরক্ষা করার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া শীঘ্রই সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সিঞ্জার ও মিসর বাহিনী ইতঃপূর্ব্বেই গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। ৯ই জুলাই সিঞ্জারের শাহ্‌জাদা সালাহুদ্দীনের কদমবুচি করিলেন। পর দিন দোলদেরিমের অধীনে একদল বেতন-ভোগী অশ্বারোহী সৈন্য আসিল। কিন্তু তাহারা শত্রুদের পরিখা ও দুর্ভেদ্য মৃণ্ময় প্রাচীরের বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। কাজেই চতুর্দ্দিকে এক অজেয় বিরাট বাহিনী থাকিতেও হতাবশিষ্ট রক্ষী-সৈন্যেরা সাহায্যলাভে নিরাশ হইয়া ১২ই জুলাই আত্ম-সমর্পণ করিল।

"ন্যায়-পরায়ণতা ও অদ্ভুত সাহসের জন্য তুর্কেরা এত অধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে, নগর ত্যাগের পূর্ব্বে খৃষ্টানেরা অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত অনিমেষ-লোচনে তাহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহারা শত্রুদের দয়া ভিক্ষা করে। প্রায় কপর্দ্দকহীন অবস্থায় দুর্গ ত্যাগ করিলেও তাহাদের ধীর-স্থির মুখাবয়ব ও নির্ব্বিকার আকৃতি লক্ষ্য করিয়া খৃষ্টানেরা বিস্মিত হইয়া গেল।" এইরূপে পঞ্চমুখে তুর্কদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া রিচার্ডের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখক বলেন, "সমস্ত তুর্ক নগরের বাহিরে চলিয়া গেলে খৃষ্টানেরা ভগবানের গুণগান করিতে করিতে সেখানে প্রবেশ করিল।" তুর্কেরা যে এই প্রশংসার সম্পূর্ণ অধিকারী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু 'সমস্ত তুর্কের একর পরিত্যাগে'র ন্যায় নির্জ্জলা মিথ্যা কথাও আর নাই। একরের অধিকাংশ লোককেই সন্ধি-শর্ত্তের জামীনরূপে বন্দী করিয়া রাখা হয়। খৃষ্টান ঐতিহাসিক আর্ণুল পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ যে হত্যাকাণ্ডের ভয়ে নাগরিকেরা তাহাদের প্রভুর অজ্ঞাতে ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্ম-সমর্পণ

করে, পরিণামে তাহারা উহা এড়াইতে পারে নাই। তদুপরি তাহাদিগকে কিছুদিন কারা-ক্লেশও ভোগ করিতে হয়। 'বোঝার উপর শাকের আটি' আর কি! সালাহুদ্দীনের ন্যায় মহামতি লোকের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলে তাহারা সম্মানের সহিত নগর ত্যাগ করিতে পারিত। কিন্তু 'সিংহ-প্রাণ' রিচার্ডের নিকট এরূপ দয়ার প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র।

খৃষ্টানদের নগর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় নাগরিক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। "তাহাদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও ধন-সম্পত্তি রাজদ্বয় আপনাদের মধ্যে তুল্যাংশে ভাগ করিয়া লইলেন; বন্দীদিগকেও দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধেক রিচার্ড ও ফরাসীরাজ অপরার্দ্ধ গ্রহণ করিলেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কারাকুশ ফিলিপের ও মেস্তব রিচার্ডের ভাগে পড়িলেন। ফ্রান্স-রাজ টেম্পলারদের প্রাসাদ ও ইংল্যাণ্ড-রাজ তুর্ক-প্রাসাদ অধিকার করিলেন। ...নগরের অন্যান্য গৃহ সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধ-যন্ত্রণা ভোগের পর বিশ্রাম লাভের অবকাশ পাইয়া তাহারা আনন্দোৎসবে মত্ত হইল।"

---

## রিচার্ডের বর্ব্বরতা

একরের আত্ম-সমর্পণে সালাহুদ্দীন নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। তিনি জানিতেন, নগর দীর্ঘকাল আত্ম-রক্ষা করিতে পারিবে না; তাঁহার সৈন্য-দলও শত্রুদের পরিখা ও মৃণ্ময়-প্রাচীর বেষ্টিত শিবির ভেদ করিয়া নাগরিকদিগকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে না। খৃষ্টানেরা যে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে পালেস্তাইনের ফ্র্যাঙ্কদের সহিত সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি কখনও সন্ধির কল্পনাও করেন নাই। কিন্তু ইউরোপীয় রাজগণের আগমনে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। কাজেই রিচার্ড যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শান্তির প্রস্তাব উঠাইলেন, তখন তিনি তাহা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত হইলেন। পুণ্যভূমিতে পদার্পণের পরেই ইংল্যাণ্ড-রাজ জ্বর-রোগে আক্রান্ত হন। সন্ধির প্রস্তাব ইহারই পরিণাম।

রিচার্ড প্রথমে সালাহুদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা জানাইলেন। সোলতান তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় অল্-আদিলের সহিত তাঁহার আলোচনার ব্যবস্থা হইল; কিন্তু রিচার্ড সোলতানকে কয়েকটা শ্যেন পাখী পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটী কুক্কুট চাহিয়া লইলেন। ১লা জুলাই সালাহুদ্দীন স্বয়ং দোভাষীর মারফতে খৃষ্টান দূতদের সহিত সন্ধির কথা আলোচনা করিলেন। শান্তি স্থাপনে ব্যগ্রতা দেখাইবার জন্য খৃষ্টানেরা পরবর্ত্তী তিন দিন নগর আক্রমণ পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিল। ৪ঠা তারিখে রাজদূতেরা আবার আসিয়া কিছু বরফ ও ফল লইয়া গেলেন। ৬ই জুলাইর মধ্যে আরও দুইবার দূত আসিল। কিন্তু এই সকল সাক্ষাৎকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মোসলমানদের দুর্ব্বলতা আবিষ্কার করা। কাজেই আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হইল না।

মোসলমানদের অধীন সমস্ত খৃষ্টান কয়েদীর মুক্তিদান ও উপকূলের

সমুদয় নগর প্রত্যর্পণ করার জন্য খৃষ্টানেরা সোলতানকে চাপিয়া ধরিল। তিনি তাহাদিগকে 'প্রকৃত ক্রুশ কাষ্ঠ' ও যাবতীয় ধনসম্পত্তি সহ একর নগর ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু খৃষ্টানেরা তাহাতে রাজী হইল না। ৭ই তারিখে একজন লোক সাঁতার কাটিয়া আসিয়া সালাহুদ্দীনকে বলিল, নাগরিকেরা শেষ পর্য্যন্ত আত্ম-রক্ষা করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ; ১২ই জুলাই সেই লোকটী আবার আসিয়া সংবাদ দিল, রক্ষী-সৈন্যেরা নিম্নলিখিত শর্ত্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে:—(১) যাবতীয় ধন-সম্পত্তি, অর্ণবযান ও যুদ্ধোপকরণাদি সহ একর নগর খৃষ্টানদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে; (২) ফ্র্যাঙ্কেরা দুই লক্ষ ও কনরাড চারি হাজার স্বর্ণমুদ্রা ক্ষতিপূরণ পাইবেন; (৩) প্রকৃত ক্রুশ কাষ্ঠ প্রত্যর্পণ করিতে এবং ১৫০০ সাধারণ ও ১০০ পদস্থ খৃষ্টান বন্দীকে মুক্তিদান করিতে হইবে। এই সকল শর্ত্ত প্রতিপালন করিলে নাগরিকেরা বহনোপযোগী দ্রব্যাদি সহ নগর ত্যাগ করিতে পারিবে।

সালাহুদ্দীনের অধীনে তখনও এক পরাক্রান্ত বাহিনী ছিল; চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টানদের অতর্কিত আক্রমণে রমলার রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়নের পর এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একটী যুদ্ধেও তাহারা পরাজিত হয় নাই। কাজেই এই সকল শর্ত্তে তাঁহার ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হওয়ারই কথা। তথাপি তাঁহারই কর্ম্মচারীরা ইহা স্থির করায় তিনি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিলেন না। নগর পাহারা দেওয়ার আর কোন দরকার ছিল না বলিয়া মোসলমানেরা সাফ্রামে সরিয়া গেল। বন্দীদের হিসাব প্রস্তুত করার জন্য একমাস পর্য্যন্ত প্রতিনিধিরা উভয় শিবিরের মধ্যে যাতায়াত করিলেন। কিন্তু বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মনে প্রকৃত সদ্ভাব ছিল না। এমন কি একরে একটী নিয়মিত যুদ্ধেরও প্রশ্রয় দান করা হইল। তাহাতে ফ্র্যাঙ্কদেরই পরাজয় ঘটিল।

ইতোমধ্যে ফরাসী-রাজ জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বদেশ গমনে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তুর্ক নিধন করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হওয়ায় তিনি তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য বার্গাণ্ডীর ডিউকের অধীনে পুণ্যভূমিতে রাখিয়া গেলেন। রিচার্ড কনরাডকে জেরুসালেমের সিংহাসন লাভে সহায়তা না করায় ১লা আগষ্ট তিনিও টায়ারে চলিয়া গেলেন।

সালাহুদ্দীন সন্ধি-নির্দ্দিষ্ট বন্দী ও অর্থ এক এক মাস অন্তর তিনটী ভিন্ন কিস্তিতে পরিশোধ করার প্রস্তাব করিলেন। ২সরা আগষ্ট তাহাতে রিচার্ডের সম্মতি মিলিল। প্রথম মাসের শেষে প্রথম কিস্তি প্রস্তুত রাখা হইল। ফ্র্যাঙ্কেরা বলিল, কয়েক জন নির্দ্দিষ্ট বন্দীর নাম তালিকায় পাওয়া যায় না। ১১ই তারিখে তাহারা পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করিতে আসিল। সালাহুদ্দীন সরলভাবে বলিলেন, "এই কিস্তি গ্রহণ করিয়া আমাদের সঙ্গিগণকে ছাড়িয়া দাও; বাকী কিস্তির জন্য তোমাদিগকে জামীন দেওয়া যাইতেছে।" খৃষ্টানেরা তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিল, 'আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমাদের ষোল আনা প্রাপ্য পাইলে আপনার লোকজন অবশ্যই ছাড়িয়া দিব।' খৃষ্টানদের প্রতিজ্ঞার মূল্য সালাহুদ্দীনের অজ্ঞাত ছিল না। কাজেই তিনি ইহাতে রাজী হইতে পারিলেন না। তাঁহার দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত হইলেও ক্রুসেডার মণ্ডলে ইহা ফাঁকি দানের চেষ্টা বলিয়া বিবেচিত হইল। রিচার্ড চটিয়া গিয়া যে পাশব হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম চিরতরে কলঙ্কিত হইয়া রহিল।

রিচার্ডের প্রশংসাকারী লেখকের ভাষায় তিনি ১৬ই (মতান্তরে ২০শে. আগষ্ট শুক্রবার ২৭০০ তুর্ক প্রতিভূকে নগরের বাহিরে নিয়া শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। রাজানুচরেরা বিন্দুমাত্রও বিলম্ব না করিয়া প্রভুর আদেশ পালনার্থ লম্ফ দিয়া অগ্রসর হইল। প্রতিশোধ গ্রহণের এমন অপূর্ব্ব

সুযোগ পাইয়া তাহারা ভগবানকে ধন্যবাদ দান করিতে লাগিল। * একরের সম্মুখে মোসলমানদের একটী বহিঃসেনানিবাস ছিল। তাহাদের স্বদেশীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণকে তাহাদেরই চক্ষের উপর এভাবে কসাইর স্থায় হত্যা করিতে দেখিয়া তাহারা এই নির্ম্মম পৈশাচিক কার্য্যে বাধাদানের জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও তাহারা হতভাগ্যদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। বৃদ্ধ দুর্ব্বল এমন কি রমণী ও বালক-বালিকারাও নিষ্ঠুরভাবে তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। কেবল প্রতিপত্তিশালী বা কঠোরশ্রমী ব্যক্তিরাই এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইল। 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।' খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল, মোসলমানেরা স্বর্ণ-রৌপ্য গলাধঃকরণ করিয়া রাখে। এই লুক্কায়িত অর্থ বাহির করার জন্য তাহারা নিহত বন্দীদের দেহ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিল। বার্গাণ্ডীর ডিউকও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনিও এই সময় একরের প্রাচীরের উপরে প্রায় সম-সংখ্যক বন্দীকে হত্যা করিলেন। এইরূপে খৃষ্টানদের বর্ব্বরতায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০০ মোসলমান নিহত হইল। †

ঐতিহাসিক যুগে জগতের ইতিহাসে এরূপ অহেতুক হত্যাকাণ্ডের তুলনা অতি বিরল। লেনপুল বলেন, এই নিষ্ঠুর ও কাপুরুষোচিত হত্যা-কাণ্ডের সমর্থন বা দোষস্খালনের জন্য কোন ওজরের কল্পনা করা যায় না। সালাহুদ্দীনের প্রায় অসঙ্গত শৌর্য্যপূর্ণ সদয় ও সদাশয় কার্য্যাবলীর পর ইংল্যাণ্ডাধিপতি ও ফরাসী রাজপ্রতিনিধির নিষ্ঠুরতা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী মহাযুদ্ধে মোসলমানেরাই যে সুসভ্যতা, সহিষ্ণুতা, মহানুভবতা, মার্জ্জিত আচার প্রভৃতি যাবতীয় গুণের অধিকারী

* Cronicles of the Crusades, 222.

† Cox, Bort, 127 ; Archer and Kingsford, 331.

ছিল, ক্রুসেডের পাঠকগণকে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।* আশ্চর্য্যের বিষয়, এই পশ্বধম হত্যাকাণ্ডের নায়কেরও সমর্থকের অভাব হয় নাই। আর্চ্চার ও কিংসফোর্ড বলেন, এত বন্দী সঙ্গে নেওয়া হয়ত রিচার্ডের নিকট সহজ ও নিরাপদ মনে হয় নাই! কি চমৎকার যুক্তি!! রিচার্ড-পূজকেরা তাঁহার বর্ব্বরতার সমর্থনের একটী ন্যূনতর ঘৃণিত ওজরের সন্ধান পাইলে হয়ত আরও সন্তুষ্ট হইবেন। রগার হভেডনের মতে এই হত্যাকাণ্ডের দুই দিন পূর্ব্বে সালাহুদ্দীন তাঁহার খৃষ্টান বন্দিগণকে নিহত করেন। কিন্তু মোসলমান অ-মোসলমান আর কোন লেখকের গ্রন্থেই এই মিথ্যা উক্তির সমর্থনের জন্য একটী অক্ষরও পাওয়া যায় না। গিবন রিচার্ডকে ন্যায়তঃ "শোণিত-পিপাসু" আখ্যা দিয়াছেন। ‡ কক্স বার্ট বলেন, "অপরাধী হিসাবে তাঁহাকে নেপোলিয়নের সহিত তুলনা করা যায়। গথ আলারিক বা হুন এটিলা কখনও আপনাদিগকে সভ্যজাতির রাজা বলিয়া প্রকাশ করিতেন না: কিন্তু কোন অর্থেই 'মানব জাতির চাবুক' আখ্যা লাভে রিচার্ড অপেক্ষা তাঁহাদের অধিক দাবী নাই।" §

* "...there is no imaginable excuse or palliation for the cruel and cowardly massacre...After Saladin's almost quixotic acts of clemency and generosity the king of England's cruelty will appear amazing. But the students of the Crusades do not need be told that in this struggle the virtues of civilization, magnanimity, toleration, real chivalry, and gentle culture were all on the side of the Saracens."—Lane-poole, 306-7.

‡ "Sanguinary Richard."—Gibbon, VI, 379.

§ "...Richard I...may fairly compete with him (Napolean) as a criminal. Alaric the Goth and Attila the Hun never professed to be sovereigns of a civilised people, but in no sense have they a better title to be regared as scourges of mankind."—Cox, Bert, 111.

## আর্সফের যুদ্ধ

একরের নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের পর রিচার্ড জেরুসালেম গমনে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ক্রুসেডারেরা তখন আলস্য ও ভোগবিলাস পঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন; উৎকৃষ্ট মদ্য ও সুন্দরী ললনাপূর্ণ এমন আরামপ্রদ নগর ত্যাগে তাহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অনেকে একেবারে লম্পট হইয়া পড়িয়াছিল; তাহাদের অবিশ্রান্ত পাপাচারে সমগ্র নগর ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নারী না পাইলে তাহারা স্থানান্তরে গমন করিবে না বুঝিতে পারিয়া রিচার্ড সমস্ত রমণীকে তাহাদের অনুসরণ করার আদেশ দান করিলেন; রজকীদের সহিত ব্যভিচার করা নিষিদ্ধ বলিয়া কেবল তাহারাই এই আদেশ হইতে রেহাই পাইল। এবার ক্রুসেডারেরা বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিল; এক লক্ষ লোক রিচার্ডের অনুগমনের জন্য প্রস্তুত হইল।

একর হইতে একটী রাজপথ সাক্রাম পাহাড়ের ভিতর দিয়া জেরুসালেমের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সালাহুদ্দীন পূর্ব্বেই উহা বন্ধ করিয়া রাখায় রিচার্ড সমুদ্র-তীরের প্রাচীন রোমান রাস্তা অবলম্বন করিয়া আস্কালনের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইহাকে ভিত্তি করিয়া তিনি সহসা জেরুসালেম আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। এই পথ কিঞ্চিদধিক ষাট মাইল দীর্ঘ; ইহাতে আটটী নদী ও বহু বন-জঙ্গল অতিক্রম করিতে হইত; বাম পার্শ্বের ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি হইতে মোসলমানেরাও তাঁহাকে অবিরত উত্যক্ত করিতে পারিত; তবে দক্ষিণ দিকে সমুদ্র থাকায় তিনি নৌবহরের সাহায্য পাইতে পারিতেন। ২১শে আগষ্ট খৃষ্টানেরা শিবির ভাঙ্গিয়া বেলুস নদী অতিক্রম করিল; পরদিন তাহারা কিশন নদী উত্তীর্ণ হইয়া হায়ফায় তাঁবু গাড়িল। খৃষ্টানদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সালাহুদ্দীনও সসৈন্যে তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য আমীর জুদ্দিকের অধীনে একদল সৈন্য রাখিয়া তিনি একটী যুদ্ধোপযোগী স্থানের অনুসন্ধানে সিজারিয়ার ( কায়সারিয়া ) দিকে অগ্রসর হইলেন।

৩০শে আগষ্ট শত্রুরা সিজারিয়ার নিকটবর্ত্তী হইল। সালাহুদ্দীন তাঁহার সৈন্যগণকে তৎক্ষণাৎ পথিপার্শ্বে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার ধনুর্দ্ধরেরা পুরু ও দৃঢ় পরিচ্ছদ পরিহিত খৃষ্টান সৈন্যদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিল না। নাইটদিগকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া পদাতিকেরা শৃঙ্খলার সহিত সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল; মোসলমানেরা তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য প্রলুব্ধ করিলেও তাহারা আত্ম-সংবরণ করিয়া রহিল। কিন্তু একটি সঙ্কীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলে কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। ইহা মোসলমানদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা ভারবাহী ঘোটক ও শকটশ্রেণীর উপর আপতিত হইল। অসতর্ক লোক ও অশ্বগুলি নিহত ও অধিকাংশ দ্রব্য লুন্ঠিত হইল; বাধাদানকারীদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহারা পলাতকদিগকে সমুদ্র পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেল। অবশেষে রিচার্ড স্বয়ং বিপন্ন সৈন্যদের উদ্ধারে আসিলে তাহারা পর্ব্বত শিখরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইল।

এই সময় প্রখর গ্রীষ্ম। প্রচণ্ড উত্তাপে উভয় পক্ষই ভীষণ কষ্টভোগ করিল। ফ্র্যাঙ্কদের দুর্দ্দশা একেবারে চরমে উঠিল। অনভ্যাসের দরুণ তাহাদের বারংবার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। অনেকেই সর্দ্দি-গর্ম্মিতে আক্রান্ত হইয়া ভব-যন্ত্রণা-মুক্ত হইল। এদিকে সালাহুদ্দীন নিয়মিত যুদ্ধের জন্য আর্সাফের নিকটে একটী সুন্দর স্থান মনোনীত করিলেন। তিন লক্ষ সৈন্য তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইয়াছে শুনিয়া ফ্র্যাঙ্কেরা হতসাহস হইয়া পড়িল। ৫ই সেপ্টেম্বর রিচার্ড সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি সমগ্র পালেস্তাইন দাবী করায় অল্‌-আদিল অবজ্ঞাভরে সভা

ভাঙ্গিয়া দিলেন। কাজেই অস্ত্রবলে ভাগ্য নির্ণয় করা ভিন্ন মীমাংসার আর কোন উপায় রহিল না। সালাহুদ্দীন নহ্রুল ফালেক বা ফাটাল নদী ও আর্সাফের মধ্যবর্ত্তী মেষ-চারণ ভূমিতে স্থান গ্রহণ করিলেন। খৃষ্টানেরা রমজানের জলাভূমির নিকট এক দিন বিশ্রাম করিয়া ৭ই তারিখে ছয় মাইল দূরস্থ আর্সাফের দিকে অগ্রসর হইল।

বেলা তিন ঘটিকার সময় ত্রিশ হাজার তুর্ক সৈন্য খৃষ্টানদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের পশ্চাতে কাফ্রী ও বেদুইন পদাতিকেরা ঢাল ও ধনুক লইয়া ছুটিয়া আসিল। তৎপরে বিশ হাজার অশ্বারোহী বজ্রনাদে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হইল। বহু সৈন্য ও অশ্ব তুর্কদের হস্তে নিহত হইলেও ফ্র্যাঙ্ক ধনুর্দ্ধরেরা পরিশেষে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। কিন্তু তুর্কেরা অল্পক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া আসিল। হসপিটালারদের পদাতিক বাহিনী তাহাদের হাতে প্রায় সমূলে ধ্বংস হইয়া গেল। শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রিচার্ড তথাপি নাইটদিগকে যুদ্ধে গমনের অনুমতি দান করিলেন না। কিন্তু আর্সাফের অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা আর যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া মোসলমানদের বিরুদ্ধে ধাবিত হইল। কোন দল দক্ষিণ পার্শ্ব, কোন দল বাম পার্শ্ব, কোন দল বা কেন্দ্রভাগ আক্রমণ করিল। একসঙ্গে সর্ব্বদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় মোসলমানেরা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ ভীষণ যুদ্ধের পর অবশেষে তাহারা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল সালাহুদ্দীন মাত্র সতর জন সৈনিক লইয়া পতাকার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার আহ্বানে পলায়মান সৈন্তেরা একে একে তিন বার ফিরিয়া আসিল; কিন্তু ফ্র্যাঙ্কেরা প্রতিবারই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। মোসলমানেরা পথ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তাহারা আর্সাফে উপস্থিত হইয়া শহরের নিম্নে শিবির সন্নিবেশ করিল।

## রিচার্ডের বর্ব্বরতা

একরের আত্ম-সমর্পণে সালাহুদ্দীন নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। তিনি জানিতেন, নগর দীর্ঘকাল আত্ম-রক্ষা করিতে পারিবে না; তাঁহার সৈন্য-দলও শত্রুদের পরিখা ও মৃণ্ময়-প্রাচীর বেষ্টিত শিবির ভেদ করিয়া নাগরিকদিগকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে না। খৃষ্টানেরা যে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে পালেস্তাইনের ফ্রাঙ্কদের সহিত সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি কখনও সন্ধির কল্পনাও করেন নাই। কিন্তু ইউরোপীয় রাজগণের আগমনে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। কাজেই রিচার্ড যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শান্তির প্রস্তাব উঠাইলেন, তখন তিনি তাহা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত হইলেন। পুণ্যভূমিতে পদার্পণের পরেই ইংলাণ্ড-রাজ জ্বর-রোগে আক্রান্ত হন। সন্ধির প্রস্তাব ইহারই পরিণাম।

রিচার্ড প্রথমে সালাহুদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা জানাইলেন। সোলতান তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় অল্-আদিলের সহিত তাঁহার আলোচনার ব্যবস্থা হইল; কিন্তু রিচার্ড সোলতানকে কয়েকটা শ্যেন পাখী পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটী কুক্কুট চাহিয়া লইলেন। ১লা জুলাই সালাহুদ্দীন স্বয়ং দোভাষীর মারফতে খৃষ্টান দূতদের সহিত সন্ধির কথা আলোচনা করিলেন। শান্তি স্থাপনে ব্যগ্রতা দেখাইবার জন্য খৃষ্টানেরা পরবর্ত্তী তিন দিন নগর আক্রমণ পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিল। ৪ঠা তারিখে রাজদূতেরা আবার আসিয়া কিছু বরফ ও ফল লইয়া গেলেন। ৬ই জুলাইর মধ্যে আরও দুইবার দূত আসিল। কিন্তু এই সকল সাক্ষাৎকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মোসলমানদের দুর্ব্বলতা আবিষ্কার করা। কাজেই আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হইল না।

মোসলমানদের অধীন সমস্ত খৃষ্টান কয়েদীর মুক্তিদান ও উপকূলের

সমুদয় নগর প্রত্যর্পণ করার জন্য খৃষ্টানেরা সোলতানকে চাপিয়া ধরিল। তিনি তাহাদিগকে 'প্রকৃত ক্রুশ কাষ্ঠ' ও যাবতীয় ধনসম্পত্তি সহ একর নগর ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু খৃষ্টানেরা তাহাতে রাজী হইল না। ৭ই তারিখে একজন লোক সাঁতার কাটিয়া আসিয়া সালাহুদ্দীনকে বলিল, নাগরিকেরা শেষ পর্য্যন্ত আত্ম-রক্ষা করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ; ১২ই জুলাই সেই লোকটী আবার আসিয়া সংবাদ দিল, রক্ষী-সৈন্যেরা নিম্নলিখিত শর্ত্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে:—(১) যাবতীয় ধন-সম্পত্তি, অর্ণবযান ও যুদ্ধোপকরণাদি সহ একর নগর খৃষ্টানদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে; (২) ফ্র্যাঙ্কেরা দুই লক্ষ ও কন্‌রাড্ চারি হাজার স্বর্ণমুদ্রা ক্ষতিপূরণ পাইবেন; (৩) প্রকৃত ক্রুশ কাষ্ঠ প্রত্যর্পণ করিতে এবং ১৫০০ সাধারণ ও ১০০ পদস্থ খৃষ্টান বন্দীকে মুক্তিদান করিতে হইবে। এই সকল শর্ত্ত প্রতিপালন করিলে নাগরিকেরা বহনোপযোগী দ্রব্যাদি সহ নগর ত্যাগ করিতে পারিবে।

সালাহুদ্দীনের অধীনে তখনও এক পরাক্রান্ত বাহিনী ছিল; চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টানদের অতর্কিত আক্রমণে রমলার রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়নের পর এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একটী যুদ্ধেও তাহারা পরাজিত হয় নাই। কাজেই এই সকল শর্ত্তে তাঁহার ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হওয়ারই কথা। তথাপি তাঁহারই কর্ম্মচারীরা ইহা স্থির করায় তিনি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিলেন না। নগর পাহারা দেওয়ার আর কোন দরকার ছিল না বলিয়া মোসলমানেরা সাক্রামে সরিয়া গেল। বন্দীদের হিসাব প্রস্তুত করার জন্য একমাস পর্য্যন্ত প্রতিনিধিরা উভয় শিবিরের মধ্যে যাতায়াত করিলেন। কিন্তু বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মনে প্রকৃত সদ্ভাব ছিল না। এমন কি একরে একটী নিয়মিত যুদ্ধেরও প্রশ্রয় দান করা হইল। তাহাতে ফ্র্যাঙ্কদেরই পরাজয় ঘটিল।

ইতোমধ্যে ফরাসী-রাজ জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বদেশ গমনে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তুর্ক নিধন করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হওয়ায় তিনি তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য বার্গাণ্ডীর ডিউকের অধীনে পুণ্যভূমিতে রাখিয়া গেলেন। রিচার্ড কনরাডকে জেরুসালেমের সিংহাসন লাভে সহায়তা না করায় ১লা আগষ্ট তিনিও টায়ারে চলিয়া গেলেন।

সালাহুদ্দীন সন্ধি-নির্দ্দিষ্ট বন্দী ও অর্থ এক এক মাস অন্তর তিনটী ভিন্ন কিস্তিতে পরিশোধ করার প্রস্তাব করিলেন। ২মরা আগষ্ট তাহাতে রিচার্ডের সম্মতি মিলিল। প্রথম মাসের শেষে প্রথম কিস্তি প্রস্তুত রাখা হইল। ফ্রাঙ্কেরা বলিল, কয়েক জন নির্দ্দিষ্ট বন্দীর নাম তালিকায় পাওয়া যায় না। ১১ই তারিখে তাহারা পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করিতে আসিল। সালাহুদ্দীন সরলভাবে বলিলেন, "এই কিস্তি গ্রহণ করিয়া আমাদের সঙ্গিগণকে ছাড়িয়া দাও; বাকী কিস্তির জন্য তোমাদিগকে জামীন দেওয়া যাইতেছে।" খৃষ্টানেরা তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিল, 'আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমাদের ষোল আনা প্রাপ্য পাইলে আপনার লোকজন অবশ্যই ছাড়িয়া দিব।' খৃষ্টানদের প্রতিজ্ঞার মূল্য সালাহুদ্দীনের অজ্ঞাত ছিল না। কাজেই তিনি ইহাতে রাজী হইতে পারিলেন না। তাঁহার দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত হইলেও ক্রুসেডার মহলে ইহা ফাঁকি দানের চেষ্টা বলিয়া বিবেচিত হইল। রিচার্ড চটিয়া গিয়া যে পাশব হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম চিরতরে কলঙ্কিত হইয়া রহিল।

রিচার্ডের প্রশংসাকারী লেখকের ভাষায় তিনি ১৬ই (মতান্তরে ২০শে) আগষ্ট শুক্রবার ২৭০০ তুর্ক প্রতিভূকে নগরের বাহিরে নিয়া শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। রাজানুচরেরা বিন্দুমাত্রও বিলম্ব না করিয়া প্রভুর আদেশ পালনার্থ লম্ফ দিয়া অগ্রসর হইল। প্রতিশোধ গ্রহণের এমন অপূর্ব্ব

সুযোগ পাইয়া তাহারা ভগবানকে ধন্যবাদ দান করিতে লাগিল। *
একরের সম্মুখে মোসলমানদের একটী বহিঃসেনানিবাস ছিল। তাহাদের স্বদেশীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণকে তাহাদেরই চক্ষের উপর এভাবে কসাইর ন্যায় হত্যা করিতে দেখিয়া তাহারা এই নির্ম্মম পৈশাচিক কার্য্যে বাধাদানের জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও তাহারা হতভাগ্যদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। বৃদ্ধ দুর্ব্বল এমন কি রমণী ও বালক-বালিকারাও নিষ্ঠুরভাবে তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। কেবল প্রতিপত্তিশালী বা কঠোরশ্রমী ব্যক্তিরাই এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইল। 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।' খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল, মোসলমানেরা স্বর্ণ-রৌপ্য গলাধঃকরণ করিয়া রাখে। এই লুক্কায়িত অর্থ বাহির করার জন্য তাহারা নিহত বন্দীদের দেহ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিল। বার্গাণ্ডীর ডিউকও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনিও এই সময় একরের প্রাচীরের উপরে প্রায় সম-সংখ্যক বন্দীকে হত্যা করিলেন। এইরূপে খৃষ্টানদের বর্ব্বরতায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০০ মোসলমান নিহত হইল। †

ঐতিহাসিক যুগে জগতের ইতিহাসে এরূপ অহেতুক হত্যাকাণ্ডের তুলনা অতি বিরল। লেনপুল বলেন, এই নিষ্ঠুর ও কাপুরুষোচিত হত্যা-কাণ্ডের সমর্থন বা দোষস্খালনের জন্য কোন ওজরের কল্পনা করা যায় না। সালাহুদ্দীনের প্রায় অসঙ্গত শৌর্য্যপূর্ণ সদয় ও সদাশয় কার্য্যাবলীর পর ইংল্যাণ্ডাধিপতি ও ফরাসী রাজপ্রতিনিধির নিষ্ঠুরতা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী মহাযুদ্ধে মোসলমানেরাই যে সুসভ্যতা, সহিষ্ণুতা, মহানুভবতা, মার্জ্জিত আচার প্রভৃতি যাবতীয় গুণের অধিকারী

---

* Cronicles of the Crusades, 222.

† Cox, Bort, 127 ; Archer and Kingsford, 331.

ছিল, ক্রুসেডের পাঠকগণকে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।* আশ্চর্য্যের বিষয়, এই পশ্বধম হত্যাকাণ্ডের নায়কেরও সমর্থকের অভাব হয় নাই। আর্চ্চার ও কিংসফোর্ড বলেন, এত বন্দী সঙ্গে নেওয়া হয়ত রিচার্ডের নিকট সহজ ও নিরাপদ মনে হয় নাই! কি চমৎকার যুক্তি!! রিচার্ড-পূজকেরা তাঁহার বর্ব্বরতার সমর্থনের একটী ন্যূনতর ঘৃণিত ওজরের সন্ধান পাইলে হয়ত আরও সন্তুষ্ট হইবেন। রগার হভেডনের মতে এই হত্যাকাণ্ডের দুই দিন পূর্ব্বে সালাহুদ্দীন তাঁহার খৃষ্টান বন্দিগণকে নিহত করেন। কিন্তু মোসলমান অ-মোসলমান আর কোন লেখকের গ্রন্থেই এই মিথ্যা উক্তির সমর্থনের জন্য একটী অক্ষরও পাওয়া যায় না। গিবন রিচার্ডকে ন্যায়তঃ "শোণিত-পিপাসু" আখ্যা দিয়াছেন। ‡ কক্স বার্ট বলেন, "অপরাধী হিসাবে তাঁহাকে নেপোলিয়নের সহিত তুলনা করা যায়। গথ আলারিক বা হুন এটিলা কখনও আপনাদিগকে সভ্যজাতির রাজা বলিয়া প্রকাশ করিতেন না; কিন্তু কোন অংশেই 'মানব জাতির চাবুক' আখ্যা লাভে রিচার্ড অপেক্ষা তাঁহাদের অধিক দাবী নাই।" §

* "...there is no imaginable excuse or palliation for the cruel and cowardly massacre...After Saladin's almost quixotic acts of clemency and generosity the king of England's cruelty will appear amazing. But the students of the Crusades do not need be told that in this struggle the virtues of civilization, magnanimity, toleration, real chivalry, and gentle culture were all on the side of the Saracens."—Lane-poole, 306-7.

‡ "Sanguinary Richard."—Gibbon, VI, 379.

§ "...Richard I...may fairly compete with him (Napolean) as a criminal. Alaric the Goth and Attila the Hun never professed to be sovereigns of a civilised people, but in no sense have they a better title to be regared as scourges of mankind."—Cox, Bert, 111.

## আর্সাফের যুদ্ধ

একরের নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের পর রিচার্ড জেরুসালেম গমনে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ক্রুসেডারেরা তখন আলস্য ও ভোগবিলাস পঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন; উৎকৃষ্ট মদ্য ও সুন্দরী ললনাপূর্ণ এমন আরামপ্রদ নগর ত্যাগে তাহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অনেকে একেবারে লম্পট হইয়া পড়িয়াছিল; তাহাদের অবিশ্রান্ত পাপাচারে সমগ্র নগর ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নারী না পাইলে তাহারা স্থানান্তরে গমন করিবে না বুঝিতে পারিয়া রিচার্ড সমস্ত রমণীকে তাহাদের অনুসরণ করার আদেশ দান করিলেন; রজকীদের সহিত ব্যভিচার করা নিষিদ্ধ বলিয়া কেবল তাহারাই এই আদেশ হইতে রেহাই পাইল। এবার ক্রুসেডারেরা বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিল; এক লক্ষ লোক রিচার্ডের অনুগমনের জন্য প্রস্তুত হইল।

একর হইতে একটী রাজপথ সাক্রাম পাহাড়ের ভিতর দিয়া জেরুসালেমের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সালাহুদ্দীন পূর্ব্বেই উহা বন্ধ করিয়া রাখায় রিচার্ড সমুদ্র-তীরের প্রাচীন রোমান রাস্তা অবলম্বন করিয়া আস্কালনের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইহাকে ভিত্তি করিয়া তিনি সহসা জেরুসালেম আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। এই পথ কিঞ্চিদধিক ষাট মাইল দীর্ঘ; ইহাতে আটটী নদী ও বহু বন-জঙ্গল অতিক্রম করিতে হইত; বাম পার্শ্বের ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি হইতে মোসলমানেরাও তাঁহাকে অবিরত উত্যক্ত করিতে পারিত; তবে দক্ষিণ দিকে সমুদ্র থাকায় তিনি নৌবহরের সাহায্য পাইতে পারিতেন। ২১শে আগষ্ট খৃষ্টানেরা শিবির ভাঙ্গিয়া বেলুস নদী অতিক্রম করিল; পরদিন তাহারা কিশন নদী উত্তীর্ণ হইয়া হায়ফায় তাঁবু গাড়িল। খৃষ্টানদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সালাহুদ্দীনও সসৈন্যে তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য আমীর জুদ্দিকের অধীনে একদল সৈন্য রাখিয়া তিনি একটী যুদ্ধোপযোগী স্থানের অনুসন্ধানে সিজারিয়ার ( কায়সারিয়া ) দিকে অগ্রসর হইলেন।

৩০শে আগষ্ট শত্রুরা সিজারিয়ার নিকটবর্ত্তী হইল। সালাহুদ্দীন তাঁহার সৈন্যগণকে তৎক্ষণাৎ পশ্চিপার্শ্বে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার ধনুর্দ্ধরেরা পুরু ও দৃঢ় পরিচ্ছদ পরিহিত খৃষ্টান সৈন্যদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিল না। নাইটদিগকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া পদাতিকেরা শৃঙ্খলার সহিত সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল ; মোসলমানেরা তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য প্রলুব্ধ করিলেও তাহারা আত্ম-সংবরণ করিয়া রহিল। কিন্তু একটি সঙ্কীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলে কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। ইহা মোসলমানদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা ভারবাহী ঘোটক ও শকটশ্রেণীর উপর আপতিত হইল। অসতর্ক লোক ও অশ্বগুলি নিহত ও অধিকাংশ দ্রব্য লুণ্ঠিত হইল ; বাধাদানকারীদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহারা পলাতকদিগকে সমুদ্র পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেল। অবশেষে রিচার্ড স্বয়ং বিপন্ন সৈন্যদের উদ্ধারে আসিলে তাহারা পর্ব্বত শিখরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইল।

এই সময় প্রখর গ্রীষ্ম। প্রচণ্ড উত্তাপে উভয় পক্ষই ভীষণ কষ্টভোগ করিল। ফ্র্যাঙ্কদের দুর্দ্দশা একেবারে চরমে উঠিল। অনভ্যাসের দরুণ তাহাদের বারংবার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। অনেকেই সর্দ্দি-গর্ম্মিতে আক্রান্ত হইয়া ভব-যন্ত্রণা-মুক্ত হইল। এদিকে সালাহুদ্দীন নিয়মিত যুদ্ধের জন্য আর্সাফের নিকটে একটী সুন্দর স্থান মনোনীত করিলেন। তিন লক্ষ সৈন্য তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইয়াছে শুনিয়া ফ্র্যাঙ্কেরা হতসাহস হইয়া পড়িল। ৫ই সেপ্টেম্বর রিচার্ড সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি সমগ্র পালেস্তাইন দাবী করায় অল্-আদিল অবজ্ঞাভরে সভা

ভাঙ্গিয়া দিলেন। কাজেই অস্ত্রবলে ভাগ্য নির্ণয় করা ভিন্ন মীমাংসার আর কোন উপায় রহিল না। সালাহুদ্দীন নহ্‌রুল ফালেক বা ফাটাল নদী ও আর্সাফের মধ্যবর্ত্তী মেষ-চারণ ভূমিতে স্থান গ্রহণ করিলেন। খৃষ্টানেরা রমজানের জলাভূমির নিকট এক দিন বিশ্রাম করিয়া ৭ই তারিখে ছয় মাইল দূরস্থ আর্সাফের দিকে অগ্রসর হইল।

বেলা তিন ঘটিকার সময় ত্রিশ হাজার তুর্ক সৈন্য খৃষ্টানদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের পশ্চাতে কাফ্রী ও বেদুইন পদাতিকেরা ঢাল ও ধনুক লইয়া ছুটিয়া আসিল। তৎপরে বিশ হাজার অশ্বারোহী বজ্রনাদে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হইল। বহু সৈন্য ও অশ্ব তুর্কদের হস্তে নিহত হইলেও ফ্র্যাঙ্ক ধনুর্দ্ধরেরা পরিশেষে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। কিন্তু তুর্কেরা অল্পক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া আসিল। হস্‌পিটালারদের পদাতিক বাহিনী তাহাদের হাতে প্রায় সমূলে ধ্বংস হইয়া গেল। শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রিচার্ড তথাপি নাইটদিগকে যুদ্ধে গমনের অনুমতি দান করিলেন না। কিন্তু আর্সাফের অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা আর যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া মোসলমানদের বিরুদ্ধে ধাবিত হইল। কোন দল দক্ষিণ পার্শ্ব, কোন দল বাম পার্শ্ব, কোন দল বা কেন্দ্রভাগ আক্রমণ করিল। একসঙ্গে সর্ব্বদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় মোসলমানেরা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ ভীষণ যুদ্ধের পর অবশেষে তাহারা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল সালাহুদ্দীন মাত্র সতর জন সৈনিক লইয়া পতাকার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার আহ্বানে পলায়মান সৈন্যেরা একে একে তিন বার ফিরিয়া আসিল; কিন্তু ফ্র্যাঙ্কেরা প্রতিবারই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। মোসলমানেরা পথ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তাহারা আর্সাফে উপস্থিত হইয়া শহরের নিম্নে শিবির সন্নিবেশ করিল।

আর্সাফে খৃষ্টানদের অগ্রগতি রোধের চেষ্টা ব্যর্থ হইল; তদুপরি বহু তুর্ক সৈন্য মৃত্যু বরণ করিল। এই ভাগ্য-বিবর্তনে সালাহুদ্দীন এতই দুঃখিত হইলেন যে, বাহাউদ্দীনের সান্ত্বনা-বাক্যেও তিনি প্রবোধ পাইলেন না। অশ্বহীন সৈন্যদিগকে নিজের অশ্ব ও আহতদের শুশ্রূষার জন্য স্বীয় শিবির দান করিয়া পরদুঃখকাতর সোলতান একথণ্ড বস্ত্রছায়ায় উপবেশন করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালের মধ্যেই তাঁহার ক্ষণিকের অবসাদ চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে বাহির হইলেন। যথাবিধানে সৈন্য স্থাপন করিয়া সালাহুদ্দীন সারাদিন আর্সাফে বসিয়া রহিলেন; কিন্তু ফ্রাঙ্কেরা কিছুতেই নড়িল না। সোমবারে তিনি তাহাদিগকে পুনরায় যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। ফ্রাঙ্কেরা এবারও অটল রহিল। অবশেষে তাহারা সমুখে অগ্রসর হইয়া জাফ্ফার প্রাচীরাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে অসমর্থ হইয়া সালাহুদ্দীন জেরুসালেমের পথ দখলে রাখার জন্য তাঁহার সৈন্যগণকে বার মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রমলায় সরাইয়া লইয়া গেলেন।

'রিচার্ডের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' লেখকের মতে আর্সাফে তুর্কদের ৭০০০ সৈন্য নিহত হয়; কিন্তু খৃষ্টানদের ইহার দশমাংশ, এমন কি শতাংশও হত হয় নাই। যদি তাহাই হইত, তবে তাহারা পরাজিত শত্রুর পুনঃ পুনঃ আহ্বান সত্ত্বেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া একেবারে প্রাচীরের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করিল কেন? উত্তর অতি স্পষ্ট। যুদ্ধে বিপুল লোকক্ষয় হয় বলিয়াই তাহারা কৃতকার্যতার অনুসরণ করিতে পারে নাই। কুদ্‌মুলেক ব্যতীত কোন প্রথম শ্রেণীর আমীর গতাসু হন নাই। কিন্তু এভেস্নেসের নির্ভীক নাইট জেম্‌সের মৃত্যুতে খৃষ্টানেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই আর্সাফের যুদ্ধ একেবারে নিরর্থক হয় নাই; পরাজিত হইলেও শত্রুপক্ষের শক্তিক্ষয় সালাহুদ্দীনের এক বিরাট বিজয়।

## সন্ধির উদ্যোগ

আর্সাফের যুদ্ধের পর খৃষ্টানেরা যে জাফ্ফার প্রাচীরের ভিতর আশ্রয় লইল, সালাহুদ্দীনের বারংবার 'যুদ্ধং দেহি' রবেও দুই মাসের মধ্যে তাহারা আর বাহিরে আসিল না। মৃত অশ্ব ভোজনের পর এস্থানের সুমিষ্ট ফল তাহাদের মনে ভারি স্ফূর্তির সঞ্চার করিল। একর হইতে আগত রমণীরা পাপের উৎস হইল। কেহ কেহ সেখানে ফিরিয়া গিয়া গণিকালয়ে আরামে কাল কাটাইতে লাগিল। জেরুসালেম উদ্ধারের মতলব 'মাঠে মারা' যায় দেখিয়া রিচার্ড রাজা গেকে একরে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে ফল না হওয়ায় তিনি নিজে সেখানে গিয়া এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় লম্পট সৈন্যদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিলেন। এইরূপ যোগাড়-যন্ত্রের ফলে সৈন্য-সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষাও বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু জাফ্ফার দৃঢ়তা বর্দ্ধন ও লিস্থার পথে প্রান্তরে দুই, তিনটী সুরক্ষিত স্থানের সংস্কার সাধন ব্যতীত নভেম্বরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই বিরাট সেনাদল কিছুই করিল না। বরং দুঃসাহসিক কার্য্যের সন্ধানে গিয়া রিচার্ড নিজে প্রাণে মরিতে বসিলেন। শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া তিনি পথিমধ্যে নিদ্রিত হইলে তুর্কেরা তাঁহার ঘাড়ে পড়িল। তাহারা নিশ্চিতই তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত; কেবল উইলিয়াম ডি প্রেয়াক্স নামক এক ব্যক্তির আত্মত্যাগের ফলে সে যাত্রা তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল। এই লোকটী আরবী ভাষায় নিজকে রাজা বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় নিঃসন্দিগ্ধ শত্রুরা রিচার্ডকে ছাড়িয়া তাহাকেই বন্দী করিয়া লইয়া গেল। এই সুযোগে প্রকৃত রাজা তাহাদিগকে রস্তা দেখাইয়া সরিয়া পড়িলেন।

খৃষ্টানদের এবংবিধ নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ সন্ধি-সূত্রে যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা। আর্সাফের ক্ষতি সত্ত্বেও সালাহুদ্দীনের শক্তি অটুট ছিল; তাঁহার সৈন্যেরা জেরুসালেমের রাস্তা দখল করিয়া রাখিয়াছিল। আত্ম-

রক্ষার অন্যান্য উপায় অবলম্বনেও তিনি শৈথিল্য দেখাইলেন না। খৃষ্টানেরা যাহাতে সুরক্ষিত ও সুসমৃদ্ধ আস্কালন নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে, তজ্জন্য সালাহুদ্দীন রমলায় প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই উহা ভূমিসাৎ করা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সর্ব্বসাধারণের করুণ বিলাপের মধ্যে নগর ধ্বংস করিতে এক মাস লাগিল। নিরাশ্রয় অধিবাসীরা মিসর ও অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইল। নৈসর্গিক অবস্থানের দরুণ আস্কালনের গুরুত্ব খুব বেশী। এক দিকে ইহা মিসর সীমান্তের নিকটে একটী বৃহৎ বন্দর, অন্যদিকে জল ও স্থল পথে দক্ষিণ পালেস্তাইনের একটী শক্তিশালী কর্ম্মকেন্দ্র। সুতরাং ভাবী অমঙ্গল নিবারণার্থ পূর্ব্বাহ্নেই ইহার ধ্বংস সাধন সালাহুদ্দীনের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির উজ্জ্বল প্রমাণ। ভূমিসাৎ করার পরেও ইহার পুনরধিকার লাভের জন্য রিচার্ড যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তাহা হইতেই সোলতানের অনুসৃত নীতির গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হইবে।

আস্কালনের ভূমিসাৎ-বার্ত্তা জাফ্‌ফায় পৌছিবার পূর্ব্বেই রিচার্ড আবার সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। আর্স্‌ফের যুদ্ধের পর এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই তোরণের হাম্ফ্রে এই উদ্দেশ্যে লিদ্দায় অল্‌-আদিলের নিকট প্রেরিত হইলেন। যুদ্ধ বন্ধের জন্য দুই পক্ষই তুল্য ব্যগ্র হইলেও অল্‌-আদিল অধিকতর স্থির-প্রকৃতির রাজনৈতিক পণ্ডিত ছিলেন। যাহাতে অন্ততঃ আস্কালন ভূমিসাৎ করার সময় পাওয়া যায়, তজ্জন্য তিনি কৌশলে কালহরণ করিতে মনস্থ করিলেন। এই সময় সন্ধি-রঙ্গ-মঞ্চে একজন নূতন নায়কের আবির্ভাবে তাঁহার খুবই সুবিধা হইল। ৩সরা অক্টোবর কন্‌রাড পৃথকভাবে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তাঁহাকে সিদন ও বায়রুত ছাড়িয়া দিলে তিনি ক্রুসেডারদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সোলতানকে একর পুনরধিকার করিয়া দিতে

চাহিলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়া রিচার্ড সন্ধি স্থাপনে আরও ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তিনি অল্-আদিলকে 'প্রকৃত বন্ধু ও ভ্রাতা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাড়াতাড়ি বিবাদ মিটাইয়া দেওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি জেরুসালেম, প্রকৃত ক্রুশ কাষ্ঠ ও জর্ডন নদীর অপর তীর পর্য্যন্ত সমগ্র রাজ্য দাবী করায় এবং সালাহুদ্দীন তাহাতে রাজী না হওয়ায় সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হইল না।

সোলতানের দৃঢ়তায় রিচার্ডের সুর নামিয়া আসিল। ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। অল্-আদিল তাঁহার বিধবা ভগিনী সিসিলীর রাণী যোয়ানাকে বিবাহ করিবেন; তিনি জাফ্ফা, আস্কালন ও সমুদ্র তীরস্থ নগরাবলী রিচার্ডের নিকট যৌতুক পাইবেন; সালাহুদ্দীন যে সকল স্থানে ইতঃপূর্ব্বেই জায়গীরদার নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা ছাড়া পালেস্তাইনের অবশিষ্ট অংশ নব-বিবাহিত দম্পতিকে উপহার দিবেন; তাঁহারা জেরুসালেমে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিবেন। এই ব্যবস্থা অল্-আদিলের মনঃপূত হইল। ভাবী শ্যালক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া বিপুল ব্যয়ে তাঁহার উদর তৃপ্তি করিলেন। কিন্তু সালাহুদ্দীনের নিকট ইহা রিচার্ডের দুষ্ট কৌতুক বলিয়া মনে হইল। তথাপি তিনি এক পরামর্শ-সভা ডাকিয়া কনরাডের প্রস্তাবের সহিত ইহাও আমীরদের নিকট পেশ করিলেন। ফ্র্যাঙ্কদের প্রতিজ্ঞায় আস্থা স্থাপন করা অসম্ভব বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে রিচার্ডের সহিত সন্ধি করাই সাব্যস্ত হইল। কাজেই তাঁহার প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বেই শীতকাল উপস্থিত হওয়ায় আলোচনায় বাধা পড়িল।

বৃষ্টিপাত আরম্ভ হওয়া মাত্রই সালাহুদ্দীন তাঁহার সেনাদলকে রমলা ও লিদ্দা হইতে জেরুসালেমে সরাইয়া লইয়া গেলেন। কর্দমের পঙ্কিলতে

তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় দূরবর্ত্তী স্থানের সৈন্যেরা গৃহ-গমনের অনুমতি পাইল। কিন্তু রিচার্ডের তখনও ইহা শিকার বাকী ছিল। ডিসেম্বরে খৃষ্টানেরা জেরুসালেম যাত্রা করিল। এগার মাইল দূরবর্ত্তী রমলায় গিয়া তাহারা ছয় মাস কাল বসিয়া রহিল। এই সময় সালাহুদ্দীনের বহিঃ সেনানিবাস হইতে তাহাদের উপর অবিশ্রান্ত আক্রমণ চলিল। অতঃপর তাহারা সাহস সংগ্রহ করিয়া সাত আট মাইল দূরস্থ বায়তে নুবার দিকে অগ্রসর হইল। ভীষণ বারিপাত ও অস্বাস্থ্যকর আব্ হাওয়ায় তাহাদের বহু অশ্ব ও ভারবাহী পশু মৃত্যু-মুখে পতিত হইল, খাদ্য-দ্রব্য পঁচিয়া গেল, বহুলোক ভগ্নস্বাস্থ্য ও সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। বায়তে নুবায় পৌছিয়া আর অগ্রগমন সঙ্গত নহে মনে করিয়া তাহারা পুনরায় শিলা ও তুষার পাতের মধ্যে রমলার ধ্বংস-স্তূপে ফিরিয়া গেল।

পবিত্র নগর দর্শনের বড় আশায় ছাই পড়ায় ফরাসীরা ক্রুদ্ধ হইয়া জাফ্ফায় চলিয়া গেল; কেহ একরে, কেহ বা টায়ারে প্রস্থান করিল; আবার কেহ কেহ বার্গাণ্ডীর ডিউকের সহিত প্রান্তরের দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। সৈন্যদের উৎসাহ বজায় রাখার জন্য রিচার্ড আস্কালন নগরী পুনর্নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। এক ভুলের সংশোধন করিতে গিয়া তিনি আর এক ভুল করিয়া বসিলেন। তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ না ঘটিলে তিনি বিগত অভিজ্ঞতার পর শীত ঋতুতে এরূপ আহ্মকি করিতে যাইতেন না। ক্রুসেডারেরা ইবেলিনে এক রাত্রি যাপন করিল। পর দিনের শিলা-বৃষ্টিতে তাহাদের মুখে বরফ জমিয়া গেল; অতি কষ্টে কর্দ্দম-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া তাহারা যখন আশ্রয় লাভের আশায় আস্কালনে হাজির হইল, তখন ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংস-স্তূপ ছাড়া আর কিছুই তাহাদের নয়ন-গোচর হইল না।

আস্কালন পুনর্নির্ম্মাণ এবং কনরাড ও ফরাসীদের সহিত গোলমালে পরবর্ত্তী চারিমাস ব্যয়িত হইল; জার্ম্মান ও ফরাসীরা আবার ক্রুসেডার-দিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তদুপরি ইংল্যাণ্ড হইতে সংবাদ আসিল, রাজভ্রাতা জন স্বয়ং রাজমুকুট পরিধানের চেষ্টায় আছেন। এতচ্ছ্রবণে রিচার্ড স্বদেশ যাত্রার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ক্রুসেড চালাইবার জন্য সৈন্যেরা নেতা নির্ব্বাচনে আহূত হইল। নিঃসঙ্কোচে সকলেই কন্‌রাডকে রাজা মনোনীত করিল। গে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাইপ্রাস রাজ্য পাইলেন। এপ্রিল মাসে কন্‌রাডের সহিত সালাহুদ্দীনের এক সন্ধি হইল। কিন্তু অল্প দিন পরেই গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহার রাজলীলা ফুরাইয়া গেল। সর্ব্বসাধারণের আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে ক্যাম্পেনের হেনরী তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হইলেন।

সালাহুদ্দীন শান্তিতে জেরুসালেমে শীত ঋতু অতিবাহিত করিলেন। ফ্র্যাঙ্কদের পক্ষ হইতে এ সময়ও পত্র ব্যবহার বন্ধ হইল না। ফলে অল্‌-আদিলের মধ্যবর্ত্তিতায় মার্চ্চের শেষে রিচার্ডের সহিত এক চুক্তি হইল। ঠিক হইল, রাজ্য উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইবে; খৃষ্টানেরা ক্রুশ কাষ্ঠ ফিরিয়া পাইবে; জেরুসালেমে তীর্থগমন ও পুনরুত্থান-গির্জ্জায় পুরোহিত নিযুক্তিরও তাহাদের অধিকার থাকিবে। কিন্তু সে যুগের ইউরোপীয় খৃষ্টানেরাও পালেস্তাইনবাসীদের ন্যায়ই তুল্য অবিশ্বাসের পাত্র ছিল। সালাহুদ্দীন ও তাঁহার আমীরগণকে অচিরে এই নূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইল। সন্ধির কথাবার্ত্তা সমস্তই ঠিক, শুধু মঞ্জুরীর বাকী। এমতাবস্থায় সোলতানের এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উত্তোলন করিলেন। মোসলমানদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ দেখা দিয়াছে দেখিয়া রিচার্ড সন্ধির উপসংহার-কার্য্য স্থগিত রাখিয়া সালাহুদ্দীনের অধিকারভুক্ত দারুম দুর্গ অবরোধ করিলেন। এখানে খৃষ্টানেরা ভয়াবহরূপে আবার

তাহাদের চিরাচরিত বর্বরতার পরিচয় দিল। 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' লেখকের ভাষায় "যে সকল তুর্ক দুর্গ-প্রাকার রক্ষা করিতেছিল, পরিখা-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত দুর্গের বিভিন্ন অংশে ষাট জন তুর্ক নিহত হইল। অবশিষ্ট লোকদের অনেকে শুক্রবারে আত্ম-সমর্পণ করিল; তাহারা চিরস্থায়ী ক্রীতদাস বলিয়া পরিগণিত হইল। যাহারা বাকী রহিল, শনিবার সন্ধ্যায় ক্রুসেডারেরা তাহাদিগকে নামাইয়া আনিল। রমণী ও বালক-বালিকা ব্যতীত ইহাদের সংখ্যা ৩০০। ইহাদিগকে তাহারা রজ্জু দিয়া এমনভাবে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল যে, হতভাগ্যেরা যন্ত্রণায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে রিচার্ড চারি দিন অবরোধের পর 'সদাশয়তা'র সহিত দারুম অধিকার করিলেন।"

ইহাই মধ্যযুগের খৃষ্টানদের 'সদাশয়তা'র নমুনা। ইহাতে তাহারা এতই উৎসাহিত হইল যে, ইবেলিন (বায়তে জিব্‌রিণ) পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদ লুণ্ঠন করিয়া জুন মাসে আর একবার জেরুসালেম যাত্রা করিল। বায়তে নুবায় উপস্থিত হইলে ফরাসীরা তাহাদের সহিত মিলিত হইল। হেনরীর অপেক্ষায় সমগ্র বাহিনী এক মাস কাল সেখানে বসিয়া রহিল। এদিকে শীত ঋতুর অবসানে সালাহুদ্দীনের সৈন্যেরা গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। সোলতান স্বয়ং খণ্ড-যুদ্ধের জন্য সুবহ অস্ত্রধারী সৈন্যগণকে নগরের বাহিরে লইয়া গেলেন। তাহাতে উভয় পক্ষ তুল্য কৃতকার্য্য হইলেও ২৩শে জুন মিসর হইতে প্রেরিত বিপুল অর্থ, খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র ও ভারবাহী পশু খৃষ্টানদের হস্তে লুণ্ঠিত হইল। নব-বলে বলীয়ান হইয়া শত্রুরা যে এবার জেরুসালেম আক্রমণে অগ্রসর হইবে, সালাহুদ্দীনের

* Chronicles of the Crusades, 287.

মনে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ রহিল না। ব্যস্ত হইয়া তিনি ১লা জুলাই রাত্রে এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করিলেন। সকলেই তাঁহার সাহায্যার্থ প্রাণদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও তুর্ক ও কুর্দ্দদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। আক্রমণ নিরোধের উপায় সম্বন্ধেও সেনাপতিদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। কাজেই সালাহুদ্দীন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শুক্রবারে মসজেদে গেলে তাঁহার দরবিগলিত অশ্রুধারায় গালিচা সিক্ত হইয়া গেল। খোদা ভক্তের দোয়া কবুল করিলেন। সালাহুদ্দীন নিকটবর্ত্তী কূপ ও চৌবাচ্চা-গুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছেন শুনিয়া খৃষ্টান মহলে মত-বিরোধ উপস্থিত হইল। বিবাদ মিটাইবার জন্য তাহারা ২০জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিল। ৪ঠা জুলাই এই হলফান প্রতিনিধি-সভায় জেরুসালেম আক্রমণের পরিবর্ত্তে ২৫০ মাইল দূরবর্ত্তী কায়রো অভিযানের প্রস্তাব গৃহীত হইল। পরদিন খৃষ্টানেরা বাস্তবিকই ফিরিয়া গেল। উপস্থিত বিপদ কাটিয়া যাওয়ায় মোসলমানেরা আনন্দ-নীরে মগ্ন হইল।

আর্সাফে খৃষ্টানদের অগ্রগতি রোধের চেষ্টা ব্যর্থ হইল; তদুপরি বহু তুর্ক সৈন্য মৃত্যু বরণ করিল। এই ভাগ্য-বিবর্তনে সালাহুদ্দীন এতই দুঃখিত হইলেন যে, বাহাউদ্দীনের সান্ত্বনা-বাক্যেও তিনি প্রবোধ পাইলেন না। অশ্বহীন সৈন্যদিগকে নিজের অশ্ব ও আহতদের শুশ্রূষার জন্য স্বীয় শিবির দান করিয়া পরদুঃখকাতর সোলতান একখণ্ড বস্ত্রচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালের মধ্যেই তাঁহার ক্ষণিকের অবসাদ চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে বাহির হইলেন। যথাবিধানে সৈন্য স্থাপন করিয়া সালাহুদ্দীন সারাদিন আর্সাফে বসিয়া রহিলেন; কিন্তু ফ্রাঙ্কেরা কিছুতেই নড়িল না। সোমবারে তিনি তাহাদিগকে পুনরায় যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। ফ্রাঙ্কেরা এবারও অটল রহিল। অবশেষে তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া জাফ্‌ফার প্রাচীরাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে অসমর্থ হইয়া সালাহুদ্দীন জেরুসালেমের পথ দখলে রাখার জন্য তাঁহার সৈন্যগণকে বার মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে রমলায় সরাইয়া লইয়া গেলেন।

'রিচার্ডের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' লেখকের মতে আর্সাফে তুর্কদের ৭০০০ সৈন্য নিহত হয়; কিন্তু খৃষ্টানদের ইহার দশমাংশ, এমন কি শতাংশও হত হয় নাই। যদি তাহাই হইত, তবে তাহারা পরাজিত শত্রুর পুনঃ পুনঃ আহ্বান সত্ত্বেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া একেবারে প্রাচীরের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করিল কেন? উত্তর অতি স্পষ্ট। যুদ্ধে বিপুল লোকক্ষয় হয় বলিয়াই তাহারা কৃতকার্য্যতার অনুসরণ করিতে পারে নাই। কুদ্দ মুসেক ব্যতীত কোন প্রথম শ্রেণীর আমীর গতাসু হন নাই। কিন্তু এভেনুসের নির্ভীক নাইট জেমসের মৃত্যুতে খৃষ্টানেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই আর্সাফের যুদ্ধ একেবারে নিরর্থক হয় নাই; পরাজিত হইলেও শত্রুপক্ষের শক্তিক্ষয় সালাহুদ্দীনের এক বিরাট বিজয়।

## সন্ধির উদ্যোগ

আর্সাফের যুদ্ধের পর খৃষ্টানেরা যে জাফ্‌ফার প্রাচীরের ভিতর আশ্রয় লইল, সালাহুদ্দীনের বারংবার 'যুদ্ধং দেহি' রবেও দুই মাসের মধ্যে তাহারা আর বাহিরে আসিল না। মৃত অশ্ব ভোজনের পর এস্থানের সুমিষ্ট ফল তাহাদের মনে ভারি ক্ষূর্ত্তির সঞ্চার করিল। একর হইতে আগত রমণীরা পাপের উৎস হইল। কেহ কেহ সেখানে ফিরিয়া গিয়া গণিকালয়ে আরামে কাল কাটাইতে লাগিল। জেরুসালেম উদ্ধারের মতলব 'মাঠে মারা' যায় দেখিয়া রিচার্ড রাজা গেকে একরে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে ফল না হওয়ায় তিনি নিজে সেখানে গিয়া এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় লম্পট সৈন্যদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিলেন। এইরূপ যোগাড়-যন্ত্রের ফলে সৈন্য-সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষাও বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু জাফ্‌ফার দৃঢ়তা বর্দ্ধন ও লিড্ডার পথে প্রান্তরে দুই, তিনটী সুরক্ষিত স্থানের সংস্কার সাধন ব্যতীত নভেম্বরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই বিরাট সেনাদল কিছুই করিল না। বরং দুঃসাহসিক কার্য্যের সন্ধানে গিয়া রিচার্ড নিজে প্রাণে মরিতে বসিলেন। শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া তিনি পথিমধ্যে নিদ্রিত হইলে তুর্কেরা তাঁহার ঘাড়ে পড়িল। তাহারা নিশ্চিতই তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত; কেবল উইলিয়াম ডি প্রেয়াক্স নামক এক ব্যক্তির আত্মত্যাগের ফলে সে যাত্রা তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল। এই লোকটী আরবী ভাষায় নিজকে রাজা বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় নিঃসন্দিগ্ধ শত্রুরা রিচার্ডকে ছাড়িয়া তাহাকেই বন্দী করিয়া লইয়া গেল। এই সুযোগে প্রকৃত রাজা তাহাদিগকে রম্ভা দেখাইয়া সরিয়া পড়িলেন।

খৃষ্টানদের এবংবিধ নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ সন্ধি-সূত্রে যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা। আর্সাফের ক্ষতি সত্ত্বেও সালাহুদ্দীনের শক্তি অটুট ছিল; তাঁহার সৈন্যেরা জেরুসালেমের রাস্তা দখল করিয়া রাখিয়াছিল। আত্ম-

রক্ষার অন্যান্য উপায় অবলম্বনেও তিনি শৈথিল্য দেখাইলেন না। খৃষ্টানেরা যাহাতে সুরক্ষিত ও সুসমৃদ্ধ আস্কালন নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে, তজ্জন্য সালাহুদ্দীন রমলায় প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই উহা ভূমিসাৎ করা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সর্ব্বসাধারণের করুণ বিলাপের মধ্যে নগর ধ্বংস করিতে এক মাস লাগিল। নিরাশ্রয় অধিবাসীরা মিসর ও অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইল। নৈসর্গিক অবস্থানের দরুণ আস্কালনের গুরুত্ব খুব বেশী। এক দিকে ইহা মিসর সীমান্তের নিকটে একটী বৃহৎ বন্দর, অন্যদিকে জল ও স্থল পথে দক্ষিণ পালেস্তাইনের একটী শক্তিশালী কর্ম্মকেন্দ্র। সুতরাং ভাবী অমঙ্গল নিবারণার্থ পূর্ব্বাহ্নেই ইহার ধ্বংস সাধন সালাহুদ্দীনের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির উজ্জ্বল প্রমাণ। ভূমিসাৎ করার পরেও ইহার পুনরধিকার লাভের জন্য রিচার্ড যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তাহা হইতেই সোলতানের অনুসৃত নীতির গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হইবে।

আস্কালনের ভূমিসাৎ-বার্ত্তা জাফ্‌ফায় পৌছিবার পূর্ব্বেই রিচার্ড আবার সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। আর্সাফের যুদ্ধের পর এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই তোরণের হাম্ফ্রে এই উদ্দেশ্যে লিড্ডায় অল্‌-আদিলের নিকট প্রেরিত হইলেন। যুদ্ধ বন্ধের জন্য দুই পক্ষই তুল্য ব্যগ্র হইলেও অল্‌-আদিল অধিকতর স্থির-প্রকৃতির রাজনৈতিক পণ্ডিত ছিলেন। যাহাতে অন্ততঃ আস্কালন ভূমিসাৎ করার সময় পাওয়া যায়, তজ্জন্য তিনি কৌশলে কালহরণ করিতে মনস্থ করিলেন। এই সময় সন্ধি-রঙ্গ-মঞ্চে একজন নূতন নায়কের আবির্ভাবে তাঁহার খুবই সুবিধা হইল। ওসরা অক্টোবর কন্‌রাড পৃথকভাবে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তাঁহাকে সিদন ও বায়রুত ছাড়িয়া দিলে তিনি ক্রুসেডারদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সোলতানকে একর পুনরধিকার করিয়া দিতে

চাহিলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়া রিচার্ড সন্ধি স্থাপনে আরও ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তিনি অল্-আদিলকে 'প্রকৃত বন্ধু ও ভ্রাতা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাড়াতাড়ি বিবাদ মিটাইয়া দেওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি জেরুসালেম, প্রকৃত ক্রুশ কাষ্ঠ ও জর্ডন নদীর অপর তীর পর্যন্ত সমগ্র রাজ্য দাবী করায় এবং সালাহুদ্দীন তাহাতে রাজী না হওয়ায় সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগ পর্যন্ত কিছুই স্থির হইল না।

সোলতানের দৃঢ়তায় রিচার্ডের সুর নামিয়া আসিল। ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। অল্-আদিল তাঁহার বিধবা ভগিনী সিসিলীর রাণী যোয়ানকে বিবাহ করিবেন; তিনি জাফ্ফা, আস্কালন ও সমুদ্র তীরস্থ নগরাবলী রিচার্ডের নিকট যৌতুক পাইবেন; সালাহুদ্দীন যে সকল স্থানে ইতঃপূর্বেই জায়গীরদার নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা ছাড়া প্যালেস্তাইনের অবশিষ্ট অংশ নব-বিবাহিত দম্পতিকে উপহার দিবেন; তাঁহারা জেরুসালেমে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিবেন। এই ব্যবস্থা অল্-আদিলের মনঃপূত হইল। ভাবী শ্যালক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া বিপুল ব্যয়ে তাঁহার উদর তৃপ্তি করিলেন। কিন্তু সালাহুদ্দীনের নিকট ইহা রিচার্ডের দুষ্ট কৌতুক বলিয়া মনে হইল। তথাপি তিনি এক পরামর্শ-সভা ডাকিয়া কনরাডের প্রস্তাবের সহিত ইহাও আমীরদের নিকট পেশ করিলেন। ফ্র্যাঙ্কদের প্রতিজ্ঞায় আস্থা স্থাপন করা অসম্ভব বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে রিচার্ডের সহিত সন্ধি করাই সাব্যস্ত হইল। কাজেই তাঁহার প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া সন্ধির কথাবার্তা চলিতে লাগিল। কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বেই শীতকাল উপস্থিত হওয়ায় আলোচনায় বাধা পড়িল।

বৃষ্টিপাত আরম্ভ হওয়া মাত্রই সালাহুদ্দীন তাঁহার সেনাদলকে রমলা ও লিদ্যা হইতে জেরুসালেমে সরাইয়া লইয়া গেলেন। কর্দমের শক্তিতে

তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় দূরবর্তী স্থানের সৈন্যেরা গৃহ-গমনের অনুমতি পাইল। কিন্তু রিচার্ডের তখনও ইহা শিক্ষার বাকী ছিল। ডিসেম্বরে খৃষ্টানেরা জেরুসালেম যাত্রা করিল। এগার মাইল দূরবর্তী রমলায় গিয়া তাহারা দেড় মাস কাল বসিয়া রহিল। এই সময় সালাহুদ্দীনের বহিঃ সেনানিবাস হইতে তাহাদের উপর অবিশ্রান্ত আক্রমণ চলিল। অতঃপর তাহারা সাহস সংগ্রহ করিয়া সাত আট মাইল দূরস্থ বায়তে নুবার দিকে অগ্রসর হইল। ভীষণ বারিপাত ও অস্বাস্থ্যকর আব্‌হাওয়ায় তাহাদের বহু অশ্ব ও ভারবাহী পশু মৃত্যু-মুখে পতিত হইল, খাদ্য-দ্রব্য পঁচিয়া গেল, বহুলোক ভগ্নস্বাস্থ্য ও সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। বায়তে নুবায় পৌঁছিয়া আর অগ্রগমন সঙ্গত নহে মনে করিয়া তাহারা পুনরায় শিলা ও তুষার পাতের মধ্যে রমলায় ধ্বংস-স্তূপে ফিরিয়া গেল।

পবিত্র নগর দর্শনের বড় আশায় ছাই পড়ায় ফরাসীরা ক্রুদ্ধ হইয়া জাফ্‌ফায় চলিয়া গেল; কেহ একরে, কেহ বা টায়ারে প্রস্থান করিল; আবার কেহ কেহ বার্গাণ্ডীর ডিউকের সহিত প্রান্তরের দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। সৈন্যদের উৎসাহ বজায় রাখার জন্য রিচার্ড আস্কালন নগরী পুনর্নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। এক ভুলের সংশোধন করিতে গিয়া তিনি আর এক ভুল করিয়া বসিলেন। তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ না ঘটিলে তিনি বিগত অভিজ্ঞতার পর শীত ঋতুতে এরূপ আহ্‌মকি করিতে যাইতেন না। ক্রুসেডারেরা ইবেলিনে এক রাত্রি যাপন করিল। পর দিনের শিলা-বৃষ্টিতে তাহাদের মুখে বরফ জমিয়া গেল; অতি কষ্টে কর্দ্দম-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া তাহারা যখন আশ্রয় লাভের আশায় আস্কালনে হাজির হইল, তখন ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংস-স্তূপ ছাড়া আর কিছুই তাহাদের নয়ন-গোচর হইল না।

আস্কালন পুনর্নির্ম্মাণ এবং কনরাড ও ফরাসীদের সহিত গোলমালে পরবর্ত্তী চারিমাস ব্যয়িত হইল; জার্ম্মান ও ফরাসীরা আবার ক্রুসেডার-দিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তদুপরি ইংল্যাণ্ড হইতে সংবাদ আসিল, রাজভ্রাতা জন স্বয়ং রাজমুকুট পরিধানের চেষ্টায় আছেন। এতচ্ছ্রবণে রিচার্ড স্বদেশ যাত্রার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ক্রুসেড চালাইবার জন্য সৈন্যেরা নেতা নির্ব্বাচনে আহূত হইল। নিঃসঙ্কোচে সকলেই কনরাডকে রাজা মনোনীত করিল। গে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাইপ্রাস রাজ্য পাইলেন। এপ্রিল মাসে কনরাডের সহিত সালাহুদ্দীনের এক সন্ধি হইল। কিন্তু অল্প দিন পরেই গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহার রাজলীলা ফুরাইয়া গেল। সর্ব্বসাধারণের আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে ক্যাম্পেনের হেনরী তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হইলেন।

সালাহুদ্দীন শান্তিতে জেরুসালেমে শীত ঋতু অতিবাহিত করিলেন। ফ্র্যাঙ্কদের পক্ষ হইতে এ সময়ও পত্র ব্যবহার বন্ধ হইল না। ফলে অল্-আদিলের মধ্যবর্ত্তিতায় মার্চ্চের শেষে রিচার্ডের সহিত এক চুক্তি হইল। ঠিক হইল, রাজ্য উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইবে; খৃষ্টানেরা ক্রুশ কাষ্ঠ ফিরিয়া পাইবে; জেরুসালেমে তীর্থগমন ও পুনরুত্থান-গির্জ্জায় পুরোহিত নিযুক্তিরও তাহাদের অধিকার থাকিবে। কিন্তু সে যুগের ইউরোপীয় খৃষ্টানেরাও পালেস্তাইনবাসীদের ন্যায়ই তুল্য অবিশ্বাসের পাত্র ছিল। সালাহুদ্দীন ও তাঁহার আমীরগণকে অচিরে এই নূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইল। সন্ধির কথাবার্ত্তা সমস্তই ঠিক, শুধু মঞ্জুরীর বাকী। এমতাবস্থায় সোলতানের এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উত্তোলন করিলেন। মোসলমানদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ দেখা দিয়াছে দেখিয়া রিচার্ড সন্ধির উপসংহার-কার্য্য স্থগিত রাখিয়া সালাহুদ্দীনের অধিকারভুক্ত দারুম দুর্গ অবরোধ করিলেন। এখানে খৃষ্টানেরা ভয়াবহরূপে আবার

তাহাদের চিরাচরিত বর্ব্বরতার পরিচয় দিল। 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' লেখকের ভাষায় "যে সকল তুর্ক দুর্গ-প্রাকার রক্ষা করিতেছিল, পরিখা-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত দুর্গের বিভিন্ন অংশে যাট জন তুর্ক নিহত হইল। অবশিষ্ট লোকদের অনেকে শুক্রবারে আত্ম-সমর্পণ করিল; তাহারা চিরস্থায়ী ক্রীতদাস বলিয়া পরিগণিত হইল। যাহারা বাকী রহিল, শনিবার সন্ধ্যায় ক্রুসেডারেরা তাহাদিগকে নামাইয়া আনিল। রমণী ও বালক-বালিকা ব্যতীত ইহাদের সংখ্যা ৩০০। ইহাদিগকে তাহারা রজ্জু দিয়া এমনভাবে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল যে, হতভাগ্যেরা যন্ত্রণায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে রিচার্ড চারি দিন অবরোধের পর 'সদাশয়তা'র সহিত দারুম অধিকার করিলেন।"

ইহাই মধ্যযুগের খৃষ্টানদের 'সদাশয়তা'র নমুনা। ইহাতে তাহারা এতই উৎসাহিত হইল যে, ইবেলিন (বায়তে জিব্‌রিণ) পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদ লুণ্ঠন করিয়া জুন মাসে আর একবার জেরুসালেম যাত্রা করিল। বায়তে নুবায় উপস্থিত হইলে ফরাসীরা তাহাদের সহিত মিলিত হইল। হেনরীর অপেক্ষায় সমগ্র বাহিনী এক মাস কাল সেখানে বসিয়া রহিল। এদিকে শীত ঋতুর অবসানে সালাহুদ্দীনের সৈন্যেরা গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। সোলতান স্বয়ং খণ্ড-যুদ্ধের জন্য সুবহু অস্ত্রধারী সৈন্যগণকে নগরের বাহিরে লইয়া গেলেন। তাহাতে উভয় পক্ষ তুল্য কৃতকার্য্য হইলেও ২৩শে জুন মিসর হইতে প্রেরিত বিপুল অর্থ, খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র ও ভারবাহী পশু খৃষ্টানদের হস্তে লুণ্ঠিত হইল। নব-বলে বলীয়ান হইয়া শত্রুরা যে এবার জেরুসালেম আক্রমণে অগ্রসর হইবে, সালাহুদ্দীনের

---

* Chronicles of the Crusades, 287.

মনে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ রহিল না। ব্যস্ত হইয়া তিনি ১লা জুলাই রাত্রে এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করিলেন। সকলেই তাঁহার সাহায্যার্থ প্রাণদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও তুর্ক ও কুর্দ্দদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না; আক্রমণ নিরোধের উপায় সম্বন্ধেও সেনাপতিদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। কাজেই সালাহুদ্দীন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শুক্রবারে মস্জেদে গেলে তাঁহার দরবিগলিত অশ্রুধারায় গালিচা সিক্ত হইয়া গেল। খোদা ভক্তের দোয়া কবুল করিলেন। সালাহুদ্দীন নিকটবর্ত্তী কূপ ও চৌবাচ্চা-গুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছেন শুনিয়া খৃষ্টান মহলে মত-বিরোধ উপস্থিত হইল। বিবাদ মিটাইবার জন্য তাহারা ২০জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিল। ৪ঠা জুলাই এই হলকান প্রতিনিধি-সভায় জেরুসালেম আক্রমণের পরিবর্ত্তে ২৫০ মাইল দূরবর্ত্তী কায়রো অভিযানের প্রস্তাব গৃহীত হইল! পরদিন খৃষ্টানেরা বাস্তবিকই ফিরিয়া গেল। উপস্থিত বিপদ কাটিয়া যাওয়ার মোসলমানেরা আনন্দ-নীরে মগ্ন হইল।

---

## জাফ্‌ফার যুদ্ধে

ক্রুসেডারেরা প্রস্থান করিতে না করিতেই 'জেরুসালেম-রাজ' হেনরী এক দূত পাঠাইয়া সালাহুদ্দীনের নিকট আরজ করিলেন, "রিচার্ড আমাকে উপকূলের বিজিত জনপদ ছাড়িয়া দিয়াছেন; 'পুত্র' জ্ঞানে আপনিও আমায় অন্যান্য স্থান দান করুন।" নির্লজ্জ পলায়নের পর এরূপ প্রস্তাবে সোলতানের পক্ষে হস্ত সংযত রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া তিনি ৬ই জুলাই উত্তর দিলেন, হেনরী যখন কন্‌রাডের ওয়ারিস, তখন তিনি তাঁহার চুক্তি মানিয়া চলিতে বাধ্য। তিন দিন পরে তাঁহার ভাগিনেয়কে অনুগৃহীত করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া খোদ রিচার্ডের নিকট হইতে একজন দূত আসিল। মন্ত্রণা-সভার সকলেই শান্তির জন্য ব্যগ্র ছিলেন বলিয়া সালাহুদ্দীন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত জওয়াব দিলেন, তিনি হেনরীকে পুত্রের ন্যায় দেখিবেন, খৃষ্টানেরা পুনরুত্থান-গির্জ্জা ফিরিয়া পাইবে; রাজ্যের যে স্থান তখন যে পক্ষের অধিকারে, তাহা সেরূপই থাকিবে; কিন্তু কেহই আস্কালন দখলে রাখিতে পারিবে না, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। এবার আস্কালন লইয়া কথা কাটাকাটি আরম্ভ হইল। কয়েক দিন পরেই তৃতীয়, এমন কি চতুর্থ দূত পর্য্যন্ত কয়েকটী শ্যেন পাখী উপহার লইয়া সালাহুদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি বিনিময়ে লিড্ডা দানের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু রিচার্ড আস্কালনের একখানা প্রস্তরও ভূমিসাৎ করিতে দিতে অস্বীকার করায় এবারও সন্ধির কথাবার্ত্তা ফাঁসিয়া গেল।

রিচার্ড আকস্মিক আক্রমণে বায়রুত জয় করিয়া সেখান হইতে অর্ণবযান যোগে স্বদেশ গমনের সঙ্কল্প করিলেন। পালেস্তাইন ত্যাগের খবর অপেক্ষা বায়রুত আক্রমণের কথাই বিশেষভাবে সালাহুদ্দীনের কানে উঠিল। প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তিনি জাফ্‌ফা অধিকার করিতে মনস্থ

করিলেন। ২৭শে জুলাই জেরুসালেম ত্যাগ করিয়া তিনি সেদিনই জাফ্‌ফার প্রাচীর-নিম্নে হাজির হইলেন। কিন্তু নাগরিকেরা তাঁহাকে আশাতীত বাধা প্রদান করিল। তিন দিন পর্য্যন্ত কষ্টকর সুড়ঙ্গ খনন এবং প্রস্তর ও অনলবর্ষণের ফলে অবশেষে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। মোসলমানেরা ভগ্নস্থান দিয়া ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দলে দলে ছুটিয়া আসিল; তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব দেখিয়া নাগরিকেরা আত্ম-সমর্পণে প্রস্তুত হইল। কিন্তু সৈন্যেরা অসংযত হইয়া পড়ায় সোলতান অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণকে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করার আদেশ দান করিলেন।

বরাবরের ন্যায় এই সদাশয়তাই সালাহুদ্দীনের কাল হইল। প্রধান প্রধান শত্রু-নগরের নিকট প্রহরী রাখা তাঁহার চিরন্তন নীতি। এসময় একরের প্রহরী-নিবাস হইতে সংবাদ আসিল, রিচার্ড জাফ্‌ফার উদ্ধারে যাত্রা করিয়াছেন। দুর্গ হাতে না থাকিলে নগর অধিকারে রাখা সম্ভবপর ছিল না। কাজেই সৈন্যগণকে একত্র করিয়া দুর্গ অধিকার করা আশু প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সৈন্যেরা তখন লুণ্ঠনের জন্য নগরের সর্ব্বাংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সালাহুদ্দীন অধিক রাত্র পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও একদল লোক একত্র করিতে পারিলেন না। উৎকণ্ঠায় রাত্রে তাঁহার ঘুম হইল না। পরদিন প্রাতে সমুদ্রে রিচার্ডের ঢক্কা-নাদ শ্রুত হইল। সোলতান তাঁহার অবতরণে বাধা দানের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। বৃদ্ধ আমীর জুর্দিকের উপর রক্ষী-সৈন্যদিগকে দুর্গের বাহিরে আনার ভার পড়িল। লোকটী নেহাৎ স্থূল-বুদ্ধি ছিলেন। সমবেত মোসলমানদের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে খৃষ্টানদের উপর জুলুম হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি জনতার পিঠে বেত চালাইয়া পথ খালী করার চেষ্টা করিলেন। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া আসিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে মাত্র ৪৯ জন রক্ষী-সৈন্যকে সস্ত্রীক দুর্গের বাহিরে আনা

সম্ভবপর হইল। তাহারা যখন নগর ত্যাগে উদ্যত তখন সহসা রিচার্ডের নৌ-বহর দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুর্গ-প্রাচীরে আবার প্রহরী বসিল; রক্ষী সৈন্যদের আক্রমণে মোসলমানেরা শহরের বাহিরে বিতাড়িত হইয়া অসময়ে অপাত্রে সদাশয়তা প্রদর্শনের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা ফিরিয়া আসিয়া এত প্রচণ্ডবেগে দুর্গ আক্রমণ করিল যে, রক্ষী-সৈন্যেরা হতাশ হইয়া পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত শর্ত্তে আত্ম-সমর্পণের আবেদন জানাইয়া সোলতানের নিকট লোক পাঠাইল। এমন সময় তাহাদের সৌভাগ্যবশতঃ নিয়তির গতি বদলিয়া গেল।

দুর্গ-শিরে মোস্লেম-পতাকা উড্ডীয়মান দেখিয়া রিচার্ড উপকূলের কিছু দূরে জাহাজ রাখিলেন। উহা খৃষ্টানদের হস্তচ্যুত হইয়া থাকিলে শত্রু বাহিনীর সম্মুখে তীরে অবতরণ করা এমন কি তাঁহার নিকটও নির্ব্বোধোচিত দুঃসাহসিকতা বলিয়া মনে হইল। সহসা একটী লোক নৌ-বহর দেখিয়া সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িল। তাহার নিকট প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া রিচার্ড অবতরণের আদেশ দান করিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্ক্রিয় থাকায় সালাহুদ্দীনের বিশ্বাস হইল, তীরে নামিতে শত্রুদের সাহস হইতেছে না। তজ্জন্য তিনি বাধা-দানকারী সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে শৈথিল্য দেখাইলেন। তদুপরি সঙ্কট-কালে আত্ম-সমর্পণের শর্ত্ত আলোচনার জন্য তিনি অন্যত্র আহূত হইলেন। এই সুযোগে রিচার্ড বাধাদানকারী সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিয়া দুর্গ-প্রাচীরে ক্রুশ-পতাকা উড়াইয়া দিলেন। তখন অবরুদ্ধ সৈন্যেরা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজপথগুলি মোসলমান-শূন্য হইয়া গেল। যে লুণ্ঠিত দ্রব্যের লোভে তাহারা প্রভুর আদেশে কর্ণপাত করে নাই, অবশেষে তাহাদিগকে তাহার মায়া ত্যাগ করিতে হইল। রিচার্ডের

সঙ্গে ৫০ খানা জাহাজ দেখিয়া তাহাতে অসংখ্য সৈন্য আছে মনে করিয়া বৃহৎ বৃহৎ বস্তা ফেলিয়া রাখিয়া সেই ভীরুর দল ভয়ে জাজুরে গায়েব হইয়া গেল। একদল সুবহ অস্ত্রধারী সৈন্য মাত্র সালাহুদ্দীনের নিকট রহিল।

পলায়ন সম্পূর্ণ হইলেও যুদ্ধ বাকী ছিল। রিচার্ড ইহা খুব ভাল জানিতেন। কাজেই সেরাত্রে দেওয়ান আবু বকর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি আবার শান্তির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। সালাহুদ্দীন এবার আলোচ্য স্থানের সীমা টায়ার ও সিজারিয়ার মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিলেন। নগর ত্যাগে বাধ্য হইলেও তিনি যে তখনও পরাজয় স্বীকার করেন নাই, এই উত্তর রিচার্ডকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিল। তিনি সংবাদ পাঠাইলেন, সোলতান তাঁহাকে জাফ্ফা ও আস্কালন জায়গীর দিলে তিনি তাঁহার 'লোক' হইয়া সসৈন্যে তাঁহার সেবা করিবেন। সালাহুদ্দীন জাফ্ফা ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু আস্কালন ত্যাগে রাজী হইলেন না। রিচার্ডও কিছুতেই আস্কালনের দাবী ছাড়িতে প্রস্তুত না হওয়ায় এবারও সন্ধির কথাবার্ত্তা ভাঙ্গিয়া গেল।

প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় এই আলোচনারও উদ্দেশ্য ছিল কিছু সময় লাভ। রাজার সঙ্গে যে সৈন্য ছিল, তাহা যুদ্ধের জন্য আদৌ পর্য্যাপ্ত ছিল না। সোমবারে সংবাদ আসিল, ফ্র্যাঙ্কেরা তাঁহার সাহায্যার্থ একর ত্যাগ করিয়াছে। এভাবে প্রতারিত হইয়া সালাহুদ্দীন রসদপত্রাদি পাহাড়ে পাঠাইয়া দিয়া কেবল নিজস্ব অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়াই ৫ই আগষ্ট বুধবার এই নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলেন। রাজার অধীনে ৫৪ জন নাইট ও ৩০০০ দৃঢ়কায় সৈন্য ছিল। ক্যাম্পেনের আর্ল, লিসেষ্টারের আর্ল প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা যোদ্ধাও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাহারা সম্মুখে সূক্ষ্মাগ্র, দীর্ঘ শিবির-বন্ধন-দণ্ড ও তৎপশ্চাতে বর্ষার হাতল পুতিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হইল।

৭০০০ মোসলমান অশ্বারোহী সাত দলে বিভক্ত হইয়া প্রত্যূষে খৃষ্টানদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল; কিন্তু বর্শা-প্রাচীরে গতিরুদ্ধ হওয়ায় তাহারা কিয়ৎকাল পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় বসিয়া রহিল। অতঃপর তাহারা চক্রাকারে ঘুরিয়া মন্থর গতিতে দূরে সরিয়া গেল। এইরূপে ক্রমাগত পাঁচ, ছয়বার আক্রমণ চলিল। এই ব্যর্থ চেষ্টার ফলে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে অপরাহ্ন তিনটার সময় রিচার্ড সদলবলে তাহাদের উপর আপতিত হইলেন। ঘোর যুদ্ধের সময় তাঁহার অশ্ব মারা পড়িল। মহামতি সালাহুদ্দীন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দুইটী উৎকৃষ্ট আরবীয় অশ্ব পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত এই সময়োপযোগী অমূল্য উপহার গ্রহণ করিয়া পুনরায় নবীন উৎসাহে মোস্‌লেম দলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মোসলমানেরা একবার পশ্চাদ্দিক হইতে শহর অধিকারের প্রয়াস পাইল। রিচার্ডের নাবিকেরা আকস্মিক ভয়ে জাহাজে পলাইয়া গেল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া মোসলমানদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। বস্তুতঃ সেদিন রিচার্ডের বীরত্ব প্রকাশের দিন। তাঁহার পরাক্রমে মোসলমানেরা সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হইল। জাফ্ফার রক্ষী-সৈন্যদের প্রতি অসময়ে অহেতুক সদাশয়তা প্রদর্শনই তাহাদের এই অকৃতকার্য্যতার জন্য দায়ী। কেহ কেহ এমন কি সালাহুদ্দীনকে মুখের উপর 'ইস্‌লাম-ধ্বংসকারী' বলিয়া ভর্ৎসনা করিল। তিনি তাহাদিগকে পুনরায় আক্রমণে অগ্রসর হইতে হুকুম করিলে তাহারা স্পষ্ট উত্তর দিল, 'জাফ্ফা জয়ের দিন আপনার যে সকল ভৃত্য আমাদিগকে বেত্রাঘাতে বিতাড়িত করিয়াছিল তাহাদিগকেই আজ যুদ্ধে পাঠাইয়া দিন।' কিছুতেই সৈন্যগণকে আর যুদ্ধে পাঠাইতে না পারিয়া সালাহুদ্দীন প্রচণ্ড ক্রোধে জেরুসালেমে চলিয়া গেলেন। রিচার্ড জাফ্ফার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভু হইলেন।

---

## রমলার সন্ধি

যাহাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান প্রবল, ক্রোধ কখনই তাহাদের উপর স্থায়ী প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। শুক্রবারে জেরুসালেমে পৌঁছিয়া সালাহুদ্দীন নগরের দৃঢ়তা সাধনের আদেশ দান করিলেন। নিজের বিরাট দায়িত্বের কথা স্মরণ হওয়ায় এক রাত্রেই তাঁহার ক্রোধ জল হইয়া গেল। পরদিনই তিনি রমলার শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। যে সকল সৈন্য একে একে দুইবার তাঁহাকে লজ্জিত করিয়াছিল, তিনি আর তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। নূতন সৈন্যের জন্য চারিদিকে দূত ছুটিল। যথাসময়ে মিসর, সিরিয়া ও মোসেল হইতে সাহায্য আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু এই নব সেনাদল কোনই কাজে লাগিল না। রিচার্ড সাঙ্ঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ইংল্যাণ্ডে পূর্ব্ব হইতেই গোলযোগ চলিতেছিল। অন্যান্য ক্রুসেডারও স্বদেশ গমনের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের পালেস্তাইন ত্যাগের প্রস্তাব শুনিয়া ফ্র্যাঙ্কেরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এতাবস্থায় সন্ধি স্থাপন করা ভিন্ন রিচার্ডের আর কোন উপায় রহিল না। দুইবার পরাজিত হওয়ায় নবীন ও সবল বাহিনী থাকা সত্ত্বেও সালাহুদ্দীনও আর যুদ্ধ চালাইতে উৎসুক ছিলেন না। অল্-আদিল শান্তির অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। রাজার অসুখে সোলতানের মনও নরম হইল। ভীষণ জ্বরে পড়িয়া রিচার্ড ঠাণ্ডা ফলের জন্য সানুনয় প্রার্থনা জানাইলেন। প্রত্যুত্তরে সদাশয় সোলতান তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে অবিরত সেব, নাসপাতি ও সুশীতল বরফ প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

অল্-আদিল তখন রোগ-শয্যায় শায়িত। তথাপি রিচার্ডকে তাঁহার শরণ লইতে হইল। সন্ধি-শর্ত্ত স্থির করার জন্য তিনি দেওয়ান আবু বকরের মারফতে তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে কোন কাজই অসিদ্ধ থাকে না। কাজেই সন্ধির

পথ সুগম হইয়া আসিল। রিচার্ড এবারও আস্কালনের জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। কিন্তু বিধির বিধি অন্যরূপ। ২৮শে আগষ্ট শুক্রবার হইতে পরবর্ত্তী বুধবার পর্য্যন্ত দূতেরা অল্-আদিল এবং রিচার্ড ও সালাহুদ্দীনের শিবিরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিল। ২সরা সেপ্টেম্বর পরবর্ত্তী ইষ্টার হইতে তিন বৎসরের জন্য উভয় পক্ষে এক সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। ইহার ফলে একর হইতে জাফ্ফা পর্য্যন্ত সমগ্র বিজিত উপকূল রিচার্ডের দখলে রহিল, খৃষ্টানেরা অবাধে জেরুসালেমে তীর্থ-যাত্রার অধিকার পাইল; কিন্তু আস্কালন ভূমিসাৎ করা সাব্যস্ত হইল। এই সংবাদে রণ-ক্লান্ত সৈনিক মহলে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

৯ই অক্টোবর রিচার্ড একরে জাহাজে উঠিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি তিন বৎসর পরে পুনরায় আসিয়া জেরুসালেম উদ্ধার করিবেন বলিয়া সালাহুদ্দীনকে ধমকাইয়া গেলেন। সোলতান উত্তর পাঠাইলেন, যদি তাঁহাকে রাজ্য হারাইতেই হয়, তবে অপর কোন লোক অপেক্ষা রিচার্ডের হাতে হারানই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন। এইরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই জন বিভিন্ন-প্রকৃতি বীর-পুরুষের বিদায়-পর্ব্ব সমাপ্ত হইল। ক্রুসেডারেরা প্রস্থান করায় দীর্ঘকাল পরে পশ্চিম এসিয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল।

ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। হিংস্র ও পশু-প্রকৃতি * রিচার্ড পালেস্তাইনে যে দুর্ব্ব্যবহারের বীজ বপন করেন, শীঘ্রই তাঁহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইল। আদ্রিয়াতিক সাগরে প্রবল ঝটিকায় পড়িয়া তাঁহার জাহাজ ভগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া গেল। তিনি ছদ্মবেশে পদব্রজে

---

* "...if heroism be confined to brutal and ferocious valour, Richard Plantagenet will stand high atmong the heroes of the age."—Gibbon, vi, 380.

স্বদেশ যাত্রা করিলেন। পালেস্তাইনে অষ্ট্রিয়ার লিওপোল্ডের সহিত তাঁহার কলহ হয়। নিজের পতাকার পার্শ্বে অষ্ট্রিয়ার পতাকা উড়িতে দেখিয়া তিনি উহা অবজ্ঞাভরে ভাঙ্গিয়া ফেলেন। অপমানিত লিওপোল্ড সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও অষ্ট্রিয়া অতিক্রমের সময় রিচার্ড তাঁহার হাতে ধরা পড়িলেন। তিনি তাঁহাকে জার্ম্মান-সম্রাট ষষ্ঠ হেনরীর নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। রিচার্ডের দুর্ব্ব্যবহারে হেনরীও তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। চারি মাস পরে ইংরেজেরা বিপুল অর্থ নিষ্ক্রয় দিয়া তাঁহার মুক্তি সাধন করিল। দেশে আসিয়াই তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব মিত্র ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন; কিন্তু চেলুজ অবরোধ-কালে তাঁহার মৃত্যু হইল। পালেস্তাইনে গিয়া পুনরায় সাহস ও বর্ব্বরতা প্রদর্শনের আশার এভাবে সমাধি ঘটিল।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পর ধর্ম্মযুদ্ধ শেষ হইল। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের পূর্ব্বে জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরে এক ইঞ্চি ভূমিও মোসলমানদের হাতে ছিল না। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে রমলার সন্ধির পরে টায়ার হইতে জাফ্‌ফা পর্য্যন্ত সমুদ্রতটস্থ এক সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড ব্যতীত সমগ্র দেশ তাহাদেরই দখলে আসিল। কাজেই সন্ধি সম্বন্ধে সালাহুদ্দীনের লজ্জিত হইবার কোনই কারণ ছিল না। বিজিত জনপদের অধিকাংশই ফ্র্যাঙ্কদের দখলে রহিল বটে, কিন্তু ক্ষতির তুলনায় এই লাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। একমাত্র একর জয় করিতেই তিনলক্ষ খৃষ্টান মৃত্যুমুখে পতিত হয়। * পোপের আবেদনে নিখিল খৃষ্টান জগত সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করে; সমগ্র ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিশাল

* "The capture of Acre alone was said to have cost 300,000 of men."—Ground-work of British History, 97.

ভূভাগের প্রত্যেকটী লোকের সম্পত্তির দশমাংশ 'সালাদিন-কর'রূপে গৃহীত হয়। রিচার্ড তাঁহার যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি, তালুক-জমা, মণিমাণিক্যাদি, এমন কি দুর্গ ও বিচারকের পদ প্রভৃতি পর্য্যন্ত বিক্রয় করেন; উপযুক্ত ক্রেতা পাইলে তিনি লণ্ডন বেচিতেও রাজী ছিলেন। জার্ম্মানীর সম্রাট, অষ্ট্রিয়ার লিওপোল্ড, বার্গাণ্ডীর ডিউক, ইংলাণ্ড, ফান্স ও সিসিলীর রাজন্যবৃন্দ, ফ্লাণ্ডার্স ও ক্যাম্পেনের কাউন্ট এবং যাবতীয় খৃষ্টান জাতির শতসহস্র বিখ্যাত ব্যারণ ও নাইট সালাহুদ্দীনের হস্ত হইতে জেরুসালেম পুনরুদ্ধারের জন্য প্যালেস্তাইনের রাজা ও প্রিন্সগণ এবং টেম্পলার ও হস্পিটালার সম্প্রদায়ের অদম্য বীরদের সঙ্গে যোগদান করেন। কিন্তু এত রক্তপাত, এত অর্থব্যয় সবই নিরর্থক হইল। সম্রাট সপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, লিওপোল্ড ও অন্যান্য নরপতি পণ্ডশ্রমের পর দেশে ফিরিয়া গেলেন, তাঁহাদের অসংখ্য শ্রেষ্ঠ বীর-পুরুষের দেহাস্থি এসিয়ার বালুকণার সহিত মিশিয়া গেল; কিন্তু জেরুসালেম সালাহুদ্দীনেরই দখলে রহিল; উহার নামকা-ওয়াস্তে রাজা একরে এক সামান্য ভূখণ্ডে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাজেই তৃতীয় ক্রুসেডকে প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। *

তৃতীয় ক্রুসেডে নিখিল খৃষ্টান বিশ্বের সমবেত শক্তিও সালাহুদ্দীনের ক্ষমতা কাঁপাইয়া তুলিতে পারে নাই। § বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কঠিন ও বিপদ্-সঙ্কুল অভিযানে যোগদান করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার সৈন্যেরা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারে; তাঁহার অবিশ্রান্ত আদেশে সুদূর তাইগ্রীস নদীর উপত্যকায় তাঁহার জায়গীরদারদের মধ্যে

* Stevension, Crusades in the East, 289.

§ "All the strength of Christendom concentrated in the Third Crusade had not shaken Saladin's "power." – Lane-poole, 359.

আর্ত্তনাদের রোল উঠিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহার ডাকে জীবন উৎসর্গ করিতে তাঁহাদের কেহই কখনও অস্বীকার করেন নাই। জেহাদের সময় তিনি মিসর, মেসোপতেমিয়া এবং উত্তর ও মধ্য সিরিয়ার সৈন্যদলের সহায়তার উপর বরাবরই নির্ভর করিতে পারিতেন। তাঁহার হুকুমে কুর্দ্দ, তুর্ক, আরব, মিসরীয় সকলেই তাঁহার খেদমতে হাজির হইত। তাহাদের বর্ণগত পার্থক্য, জাতিগত বিদ্বেষ ও বংশগত অহঙ্কার সত্ত্বেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত পূর্ব্বাপর তাহাদের ঐক্য বজায় রাখিতে সমর্থ হন। তিনি তাহাদিগকে যেভাবে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন, তাহাতে যে কোন রাজভক্ত ও ঈমানদার লোকের ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া যাওয়ার কথা; ইহা দানবের শক্তিকেও ক্লিষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তথাপি একজন আমীর বা জায়গীরদারও বিদ্রোহী হন নাই, একটী প্রদেশও তাঁহার হস্তচ্যুত হয় নাই; মেসোপতেমিয়ায় তাঁহারই স্ববংশজাত জনৈক যুবক একবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন সত্য, কিন্তু কেহই সেই নেমকহারামের সাহায্য করে নাই। জন-সাধারণের উপর তাঁহার প্রভাব কত অটুট ছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার পরেও তিনি তাইগ্রীস নদী হইতে আফ্রিকার ত্রিপোলী ও ভারত মহাসাগর হইতে আর্ম্মেনিয়ার পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রাজত্ব করিতেছিলেন।* এই সকল সীমান্তেরও বহু দূরে জর্জ্জিয়ার রাজা, আর্ম্মেনিয়ার ক্যাথলিক ভূপতি, কুনিয়ার সোলতান ও কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আহ্বান করিতে ব্যগ্র ছিলেন; এমন কি সুদূর জার্ম্মানীর সম্রাটও তাঁহার মিত্রতায় নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন।

---

* "... his empire was spread from the African Tripoli to the Tigris, and from the Indian Ocean to the mountains of Armenia."—Gibbon, vi' 369.

মহাপ্রস্থান

ফ্র্যাঙ্কেরা দেশের অভ্যন্তরভাগ হইতে সমুদ্র-তটে বিতাড়িত এবং খৃষ্টান ও মোসলমানের পবিত্র স্থানগুলি আবার সালাহুদ্দীনের হস্তগত হইলে দীর্ঘকাল পরে তিনি বিশ্রামের অবকাশ পাইলেন। কিন্তু আপাততঃ তিনি আরাম করিতে পারিলেন না। সৈন্যগণকে গৃহগমনের জন্য বিদায় দান করিয়াই তিনি জেরুসালেম-যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বিধানে মনোযোগী হইলেন। একরে তাহাদের জ্ঞাতি-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বহু মোসলমান উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু ন্যায়বান জুর্দিকের সদয় শাসন ও প্রহরীবৃন্দের সতর্কতার ফলে কেহই তীর্থযাত্রীদের কোন ক্ষতি করিতে পারিল না, বরং তাঁহারা খুব উদার ব্যবহার পাইলেন।* সেপ্টেম্বরে সেলিসবারীর বিশপ হিউবার্ট ওয়াল্টার জেরুসালেমে আসিলে সোলতান তাঁহাকে বহু মূল্যবান উপহার দিলেন। খৃষ্টের সমাধি-সেবায় ত্রুটি হইতেছে দেখিয়া তিনি জেরুসালেম, বেথেলহাম ও নাজারেসে দুইজন লাটিন পুরোহিত ও বিকন বা নিম্নপদস্থ যাজক নিয়োগের অনুমতি চাহিলে সদাশয় সোলতান তাহাও মঞ্জুর করিলেন। অথচ চারি মাস পূর্ব্বে গ্রীক সম্রাট গোঁড়া খৃষ্টান সমাজের পক্ষ হইতে পুরোহিত নিয়োগের জন্য অনুরূপ প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থকাম হন। যে সকল বাজে ওজর দেখাইয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এই পুরোহিত স্থাপনের দাবী উহার অন্যতম। সুদূর দ্বাদশ শতাব্দীতেও পবিত্র স্থানের যাজকতা লইয়া উনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে দেখিয়া বাস্তবিকই কৌতূহল জন্মে।

ক্রুসেডারদের তীর্থযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেলে সালাহুদ্দীন নব-বিজিত রাজ্য পর্যটনে বাহির হইলেন। প্রধান নগর ও দুর্গগুলি

* "The pilgrims were treated generously."---Archer & kingsford, 347.

পরিদর্শন করিয়া তিনি প্রয়োজনানুযায়ী উহাদের দৃঢ়তা সাধন ও প্রত্যেকটী স্থানে নূতন সৈন্য স্থাপন করার ব্যবস্থা করিলেন। এন্টিয়কের প্রিন্স্ তোতলা বহেমণ্ড রমলার সন্ধিতে অংশ গ্রহণ করেন। ১লা নভেম্বর তাঁহাকে বায়রুতে অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা হইল। এই উপলক্ষ্যে প্রিন্স্ এন্টিয়কের প্রান্তরে ১৫০০০ স্বর্ণমুদ্রা আয়ের ভূমি উপহার পাইলেন। কাউকাবে (বেলভয়ের) পুরাতন ভৃত্য কারাকুশের সহিত সোলতানের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার বিনানুমতিতে শত্রুহস্তে একর সমর্পণ করিলেও তিনি তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও তিরস্কার না করিয়া পুরাতন ও পরীক্ষিত ভক্তের উপযোগী সমাদর করিলেন। সর্ব্ব-সাধারণের উচ্চ আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে ৪ঠা নভেম্বর তিনি দীর্ঘ চার বৎসর কাল পরে দেমাশ্‌কে ফিরিয়া আসিলেন।

এবার সালাহুদ্দীন সত্যই বিশ্রামের অবসর পাইলেন। কিন্তু কে জানিত এ বিশ্রাম এত শীঘ্র চির-বিশ্রামে পরিণত হইবে? প্রজাবর্গের সুখশান্তি অব্যাহত রাখার জন্য সন্ধিশেষে তিনি ইউরোপে গিয়া খৃষ্টানদের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে তাঁহার সে আকাঙ্খা পূর্ণ হইল না। ক্রুসেডের সময় তিনি অসুস্থ শরীরেও শীতগ্রীষ্মনির্ব্বিশেষে যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতেন তাহা তদপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ লোকেরও স্বাস্থ্যভঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। একর অবরোধের সময় কেহ এ বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলে তিনি একটী আরবী প্রবচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন,'আমার সহিত আমরকেও মারিয়া ফেল।' বস্তুতঃ ফ্র্যাঙ্কেরা মরিলে সালাহুদ্দীনও মরিতে রাজী ছিলেন। তাহাদের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটায় তাঁহার আর বাঁচিবার প্রয়োজনীয়তা রহিল না। হজ্ব করার জন্য তিনি ভারি উৎসুক ছিলেন; কিন্তু তখন হাজীরা মক্কা-মদীনা হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। ২০শে

ফেব্রুয়ারী তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য নগরের বাহিরে গমন করিলেন। কিছু দিন হইতে তিনি আবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন; দুই মাস কাজা রোজা রাখায় তাঁহার শরীরও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল; অবিশ্রান্ত বারিপাতে রাজপথে জলস্রোত বহিতেছিল; অথচ অসাবধানতাবশতঃ সেদিন অঙ্গরাখা পরিধান করার কথা তাঁহার স্মরণ ছিল না। ফলে ঠাণ্ডা লাগিয়া সে রাত্রেই তাঁহার জ্বর হইল। পরদিন তিনি বন্ধুদের সহিত মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগদান করিতে পারিলেন না; পিতার আসনে পুত্রকে দেখিয়া অনেকের পক্ষেই অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল।

দিন দিন সোলতানের অবস্থা খারাব হইতে লাগিল। মাথা-বেদনা ও মানসিক অশান্তিতে তিনি ছটফট্ করিতে লাগিলেন। চতুর্থ দিনে চিকিৎসকেরা তাঁহার রক্তপাত করাইলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার অবস্থা আরও খারাব হইল; তাঁহার চর্ম্ম শুকাইয়া গেল; তিনি দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িলেন। নবম দিনে তিনি প্রলাপ বকিতে লাগিলেন; তাঁহার মানসিক চৈতন্য লুপ্ত হইয়া গেল; তিনি আর পথ্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। প্রতি রাত্রে তাঁহার কাতেব বাহাউদ্দীন ও প্রধান বিচারপতি কাজী অল্-ফাজিল তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। প্রাসাদের বাহিরে আসিলে তাঁহাদের গণ্ড বাহিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রুরাশি পড়িতে থাকিত। উদ্বিগ্ন জনতার নিকট হইতে প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখার জন্য তাঁহারা বৃথাই অশ্রুরোধের চেষ্টা করিতেন।

রবিবারে ( দশম দিনে ) রোগের কিছু উপশম হইল। রোগী যথেষ্ট পরিমাণ বার্লি ও জল পান করিলেন। দর্শকদের বিষণ্ণ হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের আকস্মিক প্রজ্জ্বলন মাত্র। মঙ্গলবার রাত্রে বিশ্বস্ত কাতেব ও প্রধান কাজী দুর্গে

আহূত হইলেন ; সোলতান দ্রুত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। জনৈক আলেম তাঁহার নিকটে বসিয়া কলেমা ( ধর্ম্ম-বিশ্বাসের স্বীকৃতি ) ও কোরান পাঠ করিতেছিলেন। তিনি যখন পড়িলেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই ; তিনি প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ সবই জ্ঞাত আছেন ; তিনি দয়ালু ও দাতা", সালাহুদ্দীন অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'সত্য।' অতঃপর তিনি পড়িলেন, 'আমি তাহাতেই বিশ্বাস করি।' এবার রোগী মৃদু হাস্য করিলেন ; সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রভুর নিকট স্বীয় আত্মা ফিরাইয়া দিলেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ বুধবার মহামতি সোলতান সালাহুদ্দীন এক কন্যা ও সতরটী পুত্র-সন্তান রাখিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া বেহেশ্‌তে চলিয়া গেলেন।

মৃত্যুকালে সালাহুদ্দীনের বয়স মাত্র ৫৫ বৎসর ছিল। জনতা সে দিনই আসর নামাজের সময় তাঁহার শব সমাহিত করিল। যে তরবারি লইয়া তিনি ধর্ম্মযুদ্ধে যাইতেন, তাহা তাঁহার পার্শ্বে রক্ষিত হইল। তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব পরোপকারিতায় ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল ; শব সমাধিস্থ করার অর্থ, এমন কি কবর গাঁথিবার ইট প্রস্তুত করার খড় পর্য্যন্ত ধার করিতে হইল। * একখানা সামান্য ডোরাদার বস্ত্রে শব-যান আচ্ছাদিত করিয়া নিতান্ত দরিদ্র লোকের ন্যায় তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কোন কবিই শোক-সঙ্গীত গাহিবার বা কোন বক্তাই প্রকাশ্যে বক্তৃতা করার অনুমতি পাইলেন না। দলে দলে লোক তোরণের পার্শ্বদেশ জনাকীর্ণ করিয়া ফেলিল। শবযান দেখিয়া তাহাদের মধ্যে বুক-ফাটা ক্রন্দনের রোল উঠিল। সেদিন যেন দ্বিতীয় রোজ-কেয়ামত। প্রত্যেকের চক্ষুই অশ্রুসিক্ত হইল।

---

* "He had given away everything, and the money for the burial had to be borrowed, even the straw for the bricks that made the grave."---Lane-poole, 366.

উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে নাই, এমন কেহ ছিল না বলিলেই হয়। লোকে এত বিকল-চিত্ত হইল যে, জানাজার নামাজ ভাল করিয়া পড়িতে পারিল না। শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়া মাত্র তাহারা গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল। পরদিন তাহারা বিলাপ করিয়া, নামাজ ও কোরান পড়িয়া এবং মৃতের আত্মার জন্য খোদাতা'লার নিকট দোয়া চাহিয়া কবরস্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

বর্ত্তমান সময় পর্য্যটকেরা মহামতি সোলতানের যে কবর জেয়ারত করিয়া থাকেন, উহা তাঁহার মূল সমাধি নহে। প্রথমে তাঁহাকে যেখানে কবর দেওয়া হয়, তুই বৎসর পরে তাঁহার এক পিতৃ-বৎসল পুত্র ঐ স্থান হইতে তাঁহার দেহাবশেষ উঠাইয়া নিয়া বিরাট উমায়্যা মসজেদের পার্শ্ববর্ত্তী কেল্লাসার উত্তর দিকস্থ ভজনালয়ে সমাহিত করেন। ইহাই এক্ষণে সালাহুদ্দীনের সমাধি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার বিশ্বস্ত কাজীও শীঘ্রই প্রভুর অনুগমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সোলতানের সমাধির উপর লিখিয়া যান, "খোদা, এই আত্মা গ্রহণ করিয়া তিনি যে সর্ব্বশেষ বিজয়ের প্রত্যাশী ছিলেন, সেই স্বর্গ-দ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিউন।" এই দোয়া কবুল হউক, আমাদেরও তাহাই আন্তরিক কামনা। আমীন।

---

# রাজর্ষি সালাহুদ্দীন

"In his virtue and in those of his patron they admitted the singular union of the hero and the saint; for both Noureddin and Saladin are ranked among the Mahometan saints."—Gibbon.

'প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর অধীন': সালাহুদ্দীনও মরিলেন। কিন্তু মৃত্যুতেই কি সেই ইউরোপ-ত্রাস মহাবীরের সব শেষ হইয়া গেল? তাজমহল শাহ্জাহানকে অমর করিয়া রাখিয়াছে, পিরামিড নিখিল বিশ্বে প্রাচীন মিসরীয়দের কীর্তিকলাপ বিঘোষিত করিতেছে। সালাহুদ্দীন ইহার কিছুই রাখিয়া যান নাই। বরং তাঁহার উপেক্ষার ফলে ফাতেমিয়া খলীফাদের চমৎকার প্রাসাদগুলি বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু প্রস্তর-স্তূপ রাখিয়া না গেলেও অনুপম চরিত্র তাঁহাকে মরজগতে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। তাঁহার পীড়িত অবস্থায়, বিশেষতঃ দেহত্যাগের দিন লোকে যেরূপ শোক-বিহ্বল হয়, জগতে তাহার তুলনা কোথায়? বিখ্যাত চিকিৎসক আবদুল লতীফের মতে কখনও অপর কোন রাজার মৃত্যুতে প্রজারা এরূপ আন্তরিক শোক প্রকাশ করে নাই। বস্তুতঃ প্রজা-প্রীতিতেই সালাহুদ্দীনের ক্ষমতার রহস্য নিহিত। অন্যে যাহা ভয় ও কঠোরতার দ্বারা লাভ করার চেষ্টা পাইতেন, তিনি দয়া দেখাইয়াই তাহা সম্পন্ন করিতেন। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে শাহ্জাদা অজ্-জহীরকে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে নিয়োগকালে তিনি উপদেশ দেন, "রক্তপাতে বিরত থাকিও, তাহাতে বিশ্বাস করিও না. ভূ-পতিত রক্ত কখনও নিদ্রা যায় না। তোমার প্রজা, উজীর, আমীর ও সম্ভ্রান্ত লোকদের চিত্তজয়ের চেষ্টা করিও; প্রজাদের সমৃদ্ধি সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিও।...দয়া ও বিনয় দ্বারা লোকের চিত্তজয় করিয়াই আমি এরূপ শক্তিশালী হইয়াছি।"

বিনয় তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। আড়ম্বর প্রদর্শন বা আচারানুষ্ঠানাদি বিষয়ে কঠোর নিয়ম প্রতিপালন দূরের কথা, কখনও কোন নরপতি তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক ও সহজগম্য ছিলেন না।* সুচতুর কথকেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত; তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া তিনি অনাবিল আনন্দভোগ করিতেন। আরবদের যাবতীয় কিংবদন্তী, বীরপুরুষদের জীবনী ও বিখ্যাত ঘোটকীর বংশ-বিবরণ তাঁহার জানা ছিল। তিনি লোকের কথাবার্তা বলার স্বাধীনতা খর্ব করা পছন্দ করিতেন না। ফলে তাঁহার দরবারে একটা অরাজোচিত 'ভ্যানভ্যানানি' পরিদৃষ্ট হইত। কিন্তু ইহারও সীমা ছিল; তাঁহার সম্মুখে কেহই বাচালতা করিতে সাহস পাইত না। তিনি নিজে কখনও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিতেন না, অন্যকেও করিতে দিতেন না; এমন কি অত্যধিক উত্তেজনার সময়ও তাঁহার জিহ্বা ও কলম সংযত থাকিত। তিনি কখনও কাহাকে একটা কটু কথা লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

সালাহুদ্দীন সরল, শ্রমশীল ও ঘোর আত্মসংযমী ছিলেন। তিনি মোটা পশমী কাপড় পরিধান করিতেন। জলই ছিল তাঁহার একমাত্র পানীয়। একবার দেমাশ্‌কে তাঁহার জন্য একটী চমৎকার শিবির নির্ম্মিত হয়। তিনি উহার দিকে ভালরূপে দৃক্‌পাত না করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'যিনি মৃত্যুর প্রত্যাশী, ইহা তাঁহার জন্য নহে।' নিজের বিলাসিতার জন্য তিনি একটী উদ্যান বা প্রাসাদও প্রস্তুত করেন নাই। মিসরের সোলতানৎ তাঁহার হাতে আসিলে তিনি সেনাপতিগণকে মহাড়ম্বরপূর্ণ পূর্ব্ব প্রাসাদ ও অল্‌-আদিলকে পশ্চিম প্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং উজীরের

* "No sovereign was ever more genial or easy of approach." —Lane-poole, 368.

প্রাসাদে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ফাতেমিয়া খলীফাদের বিপুল ধন-ভাণ্ডারের কপর্দ্দকমাত্রও তিনি নিজে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাকে ন্যায়তঃ রাজর্ষি বলা হয়। কিন্তু সর্ব্ব-সাধারণের পূর্ত্তকার্য্যের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সিরিয়া, মিসর ও আরবে তিনি অসংখ্য কলেজ, মসজেদ ও হাসপাতাল নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার আমলে কায়রোতে তরবারি-নির্ম্মাতাদের দোকানের ন্যায় কলেজ নির্ম্মিত হয়; একমাত্র দেমাশ্‌কেই বিশটী কলেজ, দুইটী হাসপাতাল ও দরবেশদের বহু আস্তানা ছিল। বিলাসিতা ও আত্ম-তুষ্টিকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার এক পুত্রকে কোন দাসকন্যার প্রতি আসক্ত দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন।

ইতিহাস সালাহুদ্দীনের সদ্‌গুণের দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি যেরূপ মহাপ্রাণ তেমনি শিষ্টাচারী ছিলেন। এক বৃষ্টির দিনে তিনি বাহাউদ্দীনের সঙ্গে জেরুসালেমের রাস্তা দিয়া পাশাপাশি গমন করিতেছিলেন। সহসা কাতেবের অশ্বতর সোলতানের দেহে কর্দ্দম নিক্ষেপ করিল। বাহাউদ্দীন আতঙ্কে পশ্চাতে সরিয়া গেলেন; কিন্তু মহাপ্রাণ সম্রাট মৃদু হাস্য করিয়া লজ্জিত সেক্রেটারীকে পাশে টানিয়া আনিলেন। আর একবার তাঁহার এক ভৃত্য জুতা ছুড়িয়া মারিল; উহা প্রায় সোলতানের গায়ে লাগিল। কিন্তু তিনি যেন তাহা লক্ষ্য করেন নাই, এভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নিলেন। একদা তিনি অত্যন্ত শ্রান্তক্লান্ত হইয়া আসিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধ মাম্‌লূক একখানা দরখাস্ত লইয়া হাজির হইল। সালাহুদ্দীন বিন্দু মাত্রও বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া স্বয়ং দোয়াত-কলম আনিয়া তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। প্রত্যহ বহু লোক তাঁহার নিকট দরখাস্ত লইয়া আসিত। তাহারা তাঁহার গালিচা পর্য্যন্ত মাড়াইয়া ফেলিত। কিন্তু তিনি বরাবরই নিজ হাতে তাহাদের

আবেদন-পত্র গ্রহণ করিয়া অনুযোগের প্রতীকার করিতেন। কখনও কেহ তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই।

সালাহুদ্দীনের ন্যায়-বিচারের তুলনা বিরল। সোম ও বুধ বারে তিনি কাজী ও ফকীহ্দের সহিত আদালতে বসিতেন। তিনি নিজে কোন সুবিধা চাহিতেন না, অন্যকেও গ্রহণ করিতে দিতেন না। যে কোন দীনহীন লোক উজীর, এমন কি খোদ সোলতানের বিরুদ্ধেও মোকদ্দমা আনিতে পারিত। * সে সময় তাঁহাদিগকেও সাধারণ আসামীর ন্যায় আদালতে হাজির হইতে হইত। বিচারে সোলতানের জয় হইলে তিনি সম্মানজনক পোষাক পরাইয়া ও খরচ-পত্র দিয়া বাদীকে আনন্দিত ও বিস্মিত করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। এরূপ বিচারকের নিকট কেহ কঠোর ব্যবহারের আশঙ্কা করিতে পারিত না। তাঁহার মুখ দেখিলেই লোকে দয়ার পরিচয় পাইত। ভৃত্যগণকে প্রহার করা তখন আবশ্যক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সালাহুদ্দীনের ভৃত্যেরা তাঁহার অর্থাদি চুরি করিলে তিনি তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, কখনও কোড়া মারিতেন না।

শিশুদের প্রতি স্নেহ সালাহুদ্দীনের চরিত্রের এক মনোরম অঙ্গ। প্রত্যেক এতীম (পিতৃহীন বা পিতৃমাতৃহীন) বালক-বালিকার রক্ষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল বলিয়া তিনি মনে করিতেন। পুত্রকন্যাদের সংসর্গে তিনি খুব আনন্দ পাইতেন। তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি নিজেই তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহারা যাহাতে যুদ্ধ-কার্য্য দর্শন করিতে না পান, সে দিকে তাঁহার কড়া নজর ছিল। তিনি বলিতেন, 'শিশুরা প্রাণ বধে আনন্দ লাভ করুক, ইহা আমার ইচ্ছা

* Gibbon, vi, 370-1.

নহে।' তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ছিল। একদা ফ্র্যাঙ্কদের নিকট হইতে কয়েক জন দূত আসিল। তাঁহাদের মুণ্ডিত চিবুক, কর্ত্তিত কেশ ও অদ্ভুত পোষাক দেখিয়া বালক আবুবকর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল পিতা শুধু সন্তানের কথা মনে করিয়া এমন কি সংবাদ জ্ঞাপনের পূর্ব্বেই দূতগণকে কোন ওজরে বিদায় করিয়া দিলেন।

সর্ব্বোপরি সালাহুদ্দীন একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ মোসলমান ছিলেন। ইস্‌লাম সরলতা ও কঠোর আত্মত্যাগের ধর্ম্ম; সালাহুদ্দীনের ধর্ম্ম-বিশ্বাসও অত্যন্ত দৃঢ়, সরল ও অকপট ছিল। দার্শনিক ও জড়বাদীদিগকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। কেবল এখানেই তাঁহার বাড়াবাড়ি দেখা যাইত। প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া তিনি গূঢ় দার্শনিক অস্‌-সাহ্‌রাওয়ার্দ্দির প্রাণদণ্ড বিধান করেন। যুদ্ধের বাহিরে ইহাই তাঁহার একমাত্র নির্দ্দয়তার কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তিনি যে রীতিমত ধর্ম্ম-কার্য্য করিতেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কেবল যুদ্ধের সময় বাধ্য হইয়া তিনি দুই মাস রোজা রাখিতে পারেন নাই। চিকিৎসকগণের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া দুর্ব্বল শরীরে কাজা আদায় করার চেষ্টাই সম্ভবতঃ তাঁহার অকালমৃত্যুর অন্যতম কারণ। তাঁহার ন্যায় আর কেহই এত নিয়মিতভাবে নামাজ পড়িত না। ভীষণ অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি জোর করিয়া দাঁড়াইয়া জুম্মা নামাজ আদায় করিতেন। কোরান পাঠ শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত, সঙ্গে সঙ্গে গণ্ড বাহিয়া চক্ষুজল পড়িতে থাকিত। বড়ই দুঃখের বিষয়, ক্রুসেডে ব্যস্ত থাকার দরুণ তিনি হজ্ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি হাজীদের পরম বন্ধু ছিলেন। শত শত বৎসর ধরিয়া তাঁহাদিগকে এক দুর্ব্বহ শুল্ক দিতে হইত। রাজত্বের প্রথমেই তিনি উহা রহিত করিয়া দেন। গোঁড়া হেজাজ সরকার এখন ইহা বর্দ্ধিত হারে আদায় করেন।

আইন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্ব চর্চ্চায় সালাহুদ্দীন অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। তাঁহার আলোচনায় উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহার আকুল আগ্রহ ছিল; তাঁহার আমলে দেমাশ্‌ক, আলেপ্পো বা-আলবেক, এমেসা, মোসেল, বাগদাদ, কায়রো ও অন্যান্য নগর শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁহার দরবারে অনেক বিদ্বান্‌ ব্যক্তির সমাবেশ হয়। অল্‌-আওয়াদ যেমন উজীর, সুশিক্ষিত কাজী অল্‌-ফাজিলও তেমনি সালাহুদ্দীনের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময় প্রায়ই তাঁহার হস্তে মিসরের শাসন-ভার ন্যস্ত করিয়া যাইতেন। বিখ্যাত ফকীহ্‌ (আইনজ্ঞ) আল্‌-হক্কারী সালাহুদ্দীনের দরবারের অন্যতম উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। কথিত আছে, সোলতান কখনও তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিতেন না।

বাহাউদ্দীনের সাহায্য না পাইলে সালাহুদ্দীনের শেষ জীবনের এক মুহূর্ত্তও চলিত না। বাগদাদের বিখ্যাত নিজামিয়া কলেজে তদানীন্তন যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের নিকট তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এ সকল অধ্যাপক মধ্যযুগের ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ন্যায় কলেজ হইতে কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া বেড়াইতেন। বাহাউদ্দীন প্রথমে মোসেলে অধ্যাপকের পদে কাজ করেন, পরে মোসেল-রাজের দূত নিযুক্ত হন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ১১৮৮ খৃষ্টাব্দে সালাহুদ্দীন তাঁহাকে কাতেবের পদ প্রদান করেন। ইহার পর হইতে তিনি প্রত্যেকটী অভিযানে সোলতানের সঙ্গে থাকিয়া শত্রু দলন করিতেন। প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি আলেপ্পোর বিচারকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি তাঁহার সঞ্চিত অর্থ কলেজ স্থাপনে ও ফকীহ্‌দিগকে আইন-শিক্ষা দানে উজাড় করিয়া দেন। যখন বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার উত্থান-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তখনও তিনি ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানে

বিরত হইতেন না। সালাহুদ্দীনের স্বর্গ গমনের ৪০ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইমাদুদ্দীন সোলতানের দরবারের অন্যতম জ্যোতিষ্ক। তিনি একাধারে কবি, ফকীহ্, জ্যোতির্বিদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তর্কচূড়ামণি ছিলেন। তাঁহার স্বনামে প্রতিষ্ঠিত দেমাশকের ইমাদিয়া কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া তিনি রাজসভার সভাপতি ও সিরিয়া রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। অন্যান্য বিদ্বান্ ব্যক্তির মধ্যে সালাহুদ্দীনের কৈশোর ও শেষ জীবনের সঙ্গী আরব-কবি ওসামার নাম উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত পারসিক সূফী অস্-সাহ্‌রাওয়ার্দি ও হাদিস শাস্ত্রাভিজ্ঞ ইব্‌নে-আসাকির তাঁহারই আমলে আবির্ভূত হন। ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে ইব্‌নে-আসাকির স্বর্গগমন করিলে সালাহুদ্দীন স্বয়ং তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন। ঐ বৎসর বিখ্যাত স্পেনীয় কবি ইব্‌নে-ফের্ক্ কায়রোতে উপস্থিত হইলে কাজী অল্-ফাজিল তাঁহাকে স্বগৃহে বরণ করিয়া লন। সুশিক্ষিত সোলতান যেমন বিদ্বানের সমাদর করিতেন, তেমনি সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরে কলেজ স্থাপন করিয়া শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারেরও বিশেষ সহায়তা করেন। সেলজুক সভ্যতা তাঁহারই হস্তে পূর্ণতা লাভ করে।

---

## মহামতি সালাহুদ্দীন

সমগ্র ইউরোপ যখন জেরুসালেম পুনরুদ্ধারের অজুহাতে মোসলমানদের হাত হইতে নিকট-প্রাচ্য কাড়িয়া নেওয়ার জন্য এসিয়ায় আপতিত হয়, ইস্লামের সেই মহাসঙ্কটকালে সালাহুদ্দীন স্বধর্ম্ম ও স্বজাতি রক্ষার জন্য নিজের ধনপ্রাণ উৎসর্গ করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের ঐতিহাসিক বিশেষত্ব। জেহাদের ন্যায় আর কিছুতেই তিনি এত অদম্য উৎসাহ দেখান নাই। স্বভাবতঃ তিনি শান্তি-প্রিয় ও রক্তপাতে পরাঙ্মুখ ছিলেন; কিন্তু খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তাঁহার প্রকৃতি একেবারে বদলিয়া যাইত। শত্রুপক্ষের সংখ্যা ও শক্তি লইয়া কখনও তিনি মাথা ঘামাইতেন না। অনেক সময় তাঁহাকে একটীমাত্র বালক-ভৃত্য লইয়া উভয় দলের সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে ভ্রমণ করিতে দেখা যাইত। সময় সময় তিনি এরূপ বিপজ্জনক স্থানে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া নির্ব্বিকারে হাদীস পাঠ শ্রবণ করিতেন। তাঁহার মস্তকের চতুর্দ্দিক দিয়া শর-রাজি 'শন শন' করিয়া চলিয়া যাইত; তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না !! খোদার যুদ্ধে তিনি দেহমন ঢালিয়া দেন; জীবনের সর্ব্বপ্রকার আনন্দ, আরাম ও পারিবারিক সুখ, সবই তিনি এ উদ্দেশ্যে বিসর্জ্জন করেন। শেষ কয় বৎসরে তাঁহার অন্য চিন্তার সময় হয় নাই বলিলেই হয়। ধর্ম্মের জন্য এমন কি তিনি বৃহত্তর যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন। ফ্র্যাঙ্কেরা পালেস্তাইনের বাহিরে বিতাড়িত হইলে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া পৃথিবী খৃষ্টানশূন্য করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। দুরন্ত কাল তাঁহাকে এই সঙ্কল্প সিদ্ধির চেষ্টা করিতে দেয় নাই। দিলে মোসলমান ও প্রাচ্যের জন্য তাহা অশেষ মঙ্গলের কারণ হইত।

একবার তিনি এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের মৃত্যু কি?' বন্ধু উত্তর দিলেন, 'খোদার পথে মৃত্যু।' সালাহুদ্দীন

বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি তাহারই জন্য চেষ্টা করিতেছি।' একর অবরোধের সময় তিনি কঠোর রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন: তাঁহার ভোজনাগারে গমন-শক্তি রহিত হইয়া যায়। তথাপি তিনি শত্রুদের সম্মুখে সারাদিন অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া থাকিতেন। লোকে তাঁহার মনোবল দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, "অশ্বের উপর থাকিলে রোগ-যন্ত্রণা আমাকে ত্যাগ করিয়া যায়; মাটীতে নামিলেই উহা ফিরিয়া আসে।" বস্তুতঃ যতক্ষণ তিনি খোদার কাজে রত থাকিতেন, ততক্ষণ তাঁহার কোন কষ্ট বোধ হইত না: কিন্তু নিষ্ক্রিয়তা তাঁহাকে যন্ত্রণা দান করিত। জেরুসালেমের দৃঢ়তা সাধনের সময় (১১৯১-২) তিনি নিজে শ্রমিকদের কার্য্য পরিদর্শন করিতে যাইতেন: অনেক সময় তিনি স্বয়ং প্রস্তর কাঁধে করিয়া নিতেন! ধনী, দরিদ্র সকলেই তাঁহার এই মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়। সরকারী কর্ম্মচারীরা এখন তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিতেছেন।

ধর্ম্ম-যুদ্ধে তিনি তাঁহার শক্তি, স্বাস্থ্য, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেন। এজন্য তিনি তাঁহার রাজকোষ শূন্য করেন। অবশ্য দান করা তাঁহার স্বভাব-ধর্ম্ম ছিল। ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই তিনি অবাধে, অকাতরে ও মুক্তহস্তে অর্থ দান করিতেন। পার্থিব ঐশ্বর্য্যকে তিনি তুচ্ছ ধূলিকণার সঙ্গে তুলনা করিতেন; কাজেই কেহ অর্থ যাচ্ঞা করিলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা তাঁহার নিকট লজ্জাজনক বলিয়া মনে হইত। লোকে তাঁহার নিকট আশাতিরিক্ত দান পাইত; বারংবার প্রার্থনা করিলেও কখনও কাহাকে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইতে হইত না। 'লোকটা পূর্ব্বে একবার ভিক্ষা নিয়াছে' একথা কখনও কেহ তাঁহার মুখে শুনিতে পায় নাই। বস্তুতঃ অর্থ-গৃধ্নু ভিক্ষুকের দল তাঁহাকে দস্তুরমত লুণ্ঠন করিত। মোসলমানের ন্যায় য়িহুদী-খৃষ্টানও তাঁহার দানের

ফলভাগী হইত।* যে সকল দরখাস্ত বাহাউদ্দীনের হাত হইয়া যাইত, সেগুলির যাজ্ঞার বহর দেখিয়া তাঁহার লজ্জা পাইত। যুদ্ধের সময় তাঁহার সৈন্যেরা গ্রামবাসীদের নিকট হইতে বিনামূল্যে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিত না। কাজেই দান-বিভাগের পরিচালনা-ভার কেবল সোলতানের হাতে থাকিলে একমাত্র অর্থাভাবেই তাঁহার অবিশ্রান্ত অভিযান অচল হইয়া যাইত। তাঁহার কোষাধ্যক্ষেরা গুরুতর প্রয়োজনের জন্য গোপনে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত রাখিতেন বলিয়াই জেহাদ বন্ধ হইয়া যায় নাই।

অবশ্য নগদ টাকার অভাবেই সালাহুদ্দীনের দান বন্ধ থাকিত না। কোন প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করা অপেক্ষা নিজের শেষ জমিটুকু বিক্রয় করাও তাঁহার নিকট ভাল বলিয়া মনে হইত। একমাত্র একর অবরোধের সময়ই তিনি সৈন্যদের মধ্যে ১২০০০ অশ্ব বিতরণ করেন। অপরিমিত দানের ফলে তাঁহার কোষাগার খালী হইয়া যায়; মৃত্যুর পর তাহাতে একটী মোহর ও সাতচল্লিশটী দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় নাই! তিনি গৃহ, ভূমি, তৈজসপত্র বা ভূসম্পত্তি—কিছুই রাখিয়া যান নাই। সেই অমিত বিক্রম সোলতান প্রায় কপর্দ্দকহীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। এতদপেক্ষা নিঃস্বার্থপর, মহদুদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ও সম্পূর্ণ ভক্তিভাজন প্রকৃতির কল্পনা করা কঠিন।§ কঠোরতর উপাদানে গঠিত বা সতর্ক অর্থনীতি ও স্বার্থপর কূট-রাজনীতিতে আরও সুদক্ষ হইলে হয়ত তিনি অধিকতর স্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু কিছুতেই উদার বীরত্বের আদর্শ ('the type of generous Chivalry') মহামতি সালাহুদ্দীন হইতে পারিতেন না।

* "The Orientals .... seem ignorant of the equal distribution of his alms among the three religions."... Gibbon, vi, 383.

§ "It would be hard to imagine a nature more unselfish, devoted to higher aims or more wholly loveable."—Lane-poole, 375.

কর্ত্তব্যের অনুরোধে সময় সময় তাঁহাকে শত্রুদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিতে হইত। কিন্তু তাহা এত সামান্য ও উপেক্ষণীয় যে খৃষ্টানদের দুর্ব্ব্যবহারের তুলনায় তাঁহাকে ফেরেশ্‌তা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। প্রায়ই তিনি শত্রুদের প্রতি আশাতীত সদয় ব্যবহার করিতেন; অপরিণামদর্শীর ন্যায় অপাত্রে করুণা বর্ষণের ফলে তাঁহাকে বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ হইতে হয়। তথাপি শত্রুর প্রতি এই সদাশয়তা প্রদর্শনের দরুণই তিনি মোসলমানের ন্যায় খৃষ্টানদেরও সশ্রদ্ধ প্রশংসা লাভ করিয়া গিয়াছেন। * প্রধানতঃ এজন্যই ইউরোপীয়েরা তাঁহাকে the Great বা মহামতি উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন. তাঁহার অতুল শিভালরীর দরুণই আজ তিনি বহু রোমান্সের নায়ক।

ইতিহাস ও নবন্যাস শত্রুর প্রতি সালাহুদ্দীনের দয়ার দৃষ্টান্তে ভরপূর হইয়া রহিয়াছে। একবার এক ফ্র্যাঙ্ক বন্দী তাঁহার নিকট আনীত হইল। তাঁহাকে দেখিয়াই লোকটা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "তাঁহার মুখ দর্শনের পূর্ব্বে আমার ভয়ের সীমা ছিল না; এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছি যে তিনি আমার কোন ক্ষতি করিবেন না।" তাহার অনুমান ব্যর্থ হইল না। সদাশয় সোলতান বাস্তবিকই তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। আর একবার একটী অল্প-বয়স্ক শিশুকে মোসলমানেরা ক্রুসেডারদের শিবির হইতে লইয়া গেল। তাহার মাতার করুণ ক্রন্দনে পরদুঃখকাতর সোলতানের চক্ষে জল আসিল। তিনি অবিলম্বে শিশুটীর উদ্ধার সাধন করিয়া তাহাকে তাহার মাতার সহিত শত্রুশিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। দুশ্‌মনের প্রতি এরূপ সদাশয়তার দৃষ্টান্ত নিতান্ত দুর্ল্লভ।

* "Saladin had won the respectful admiration of Christian and Moslem alike."---Archer & Kingsford, 367.

# ইতিহাসে সালাহুদ্দীন

"In a fanatic age...,the genuine virtues of Saladin commanded the esteem of the Christians."--Gibbon.

প্রাচ্যের যে অত্যল্প-সংখ্যক ক্ষণজন্মা পুরুষের পরিচয় দান পাঠক-পাঠিকাদের নিকট নিষ্প্রয়োজন, সোলতান সালাহুদ্দীন তাঁহাদের অন্যতম। স্যার ওয়াল্‌টার স্কট তাঁহাকে ইংরেজী-শিক্ষিত মহলে সুপরিচিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উপন্যাস কখনও ইতিহাস হইতে পারে না। কাজেই টেলিসম্যানের রহস্যময় নায়কের ইতিবৃত্ত ও দুঃসাহসিক কার্য্যাবলী সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাকে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, সত্তর বৎসরের মধ্যে 'সিংহ-প্রাণ' রিচার্ডের স্বনামখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বীর কোন জীবন-চরিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত হয় নাই। পরলোকগত বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ লেনপুল এম-এ, লিট্-ডি প্রথমে এই পুণ্যকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার 'সালাহুদ্দীন ও জেরুসালেম রাজ্যের পতন' চমৎকার বই। প্রাচীনতর যে কোন জীবনী অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট।

সালাহুদ্দীনের ইতিহাসের উপকরণ পর্য্যাপ্ত, এমন কি ক্লান্তিকর। বাহাউদ্দীন-লিখিত সালাহুদ্দীনের জীবন-চরিত অন্-নাওয়াদির অস্-সোলতানিয়া অল্-মাহাসেন অল্-ইউসুফিয়া ও 'ঐতিহাসিকদের জনক' ইব্‌নুল আসীর প্রণীত মোসেলের আতাবেগদের ইতিহাস 'অল্-বাহের' প্রামাণ্য পুস্তক। সমসাময়িক বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সত্য নির্ণয়ের চমৎকার সুযোগ ছিল। তদুপরি তাঁহারা দুইজনেই সুশিক্ষিত ও উন্নত চরিত্রের লোক। কাজেই তাঁহাদের বর্ণনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। সত্য বটে, বাহাউদ্দীন স্তুতিকারক; কিন্তু তিনি এত সরল ও শঠতাবর্জ্জিত যে, তাঁহার লেখা 'রিচার্ডের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে'র ন্যায় বীর-পূজায় পর্য্যবসিত হয় নাই। বাহাউদ্দীনের ন্যায় ইব্‌নুল আসীরের বহিও স্তুতি-গাঁথা; কিন্তু সে

স্তুতি তাঁহার শত্রুদের। ইব্‌নুল আসীরের পিতা ও ভ্রাতা জঙ্গীবংশের অধীনে উচ্চপদে কাজ করিতেন। কাজেই তাঁহাদিগকে জায়গীরদারে পরিণত করার অপরাধ ক্ষমা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে কয়েকটী গুরুতর অভিযোগ ইহারই পরিণতি। কিন্তু মোসলমান, অ-মোসলমান কেহই তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা এগুলিকে 'অসম্ভব ধারণা' ('improbable suggestion') বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও বাহাউদ্দীন সাধারণতঃ অসাধু নহেন। তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থ 'অল্‌-কামেল ফিত্তারিখ' বা 'ইতিহাসের পূর্ণতা'য় তিনি অধিকতর নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

সালাহুদ্দীনের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার জন্য ইস্পাহানের ইমাদুদ্দীন ও আরব-কবি ওসামার নাম উল্লেখযোগ্য। ইমাদুদ্দীন একর অবরোধে উপস্থিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার 'অল্‌-ফাত্‌হ অল্‌-কুদ্সী'র একাংশ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। ওসামার আত্ম-চরিত 'কেতাবুল এ'তেবার' সে যুগের এক জীবন্ত চিত্র। তিনি (১০৯৫-১১৮৮) ক্রুসেডের এক বৃহত্তর অংশের প্রত্যক্ষদর্শী। বৃদ্ধ বয়সের কয়েক বৎসর তিনি প্রায়ই সালাহুদ্দীনের সংশ্রবে অতিবাহিত করেন। কিন্তু এই অহঙ্কারী আরবের গ্রন্থে অন্যের কীর্ত্তিকলাপ অপেক্ষা আত্ম-প্রশংসার ভাগই বেশী। 'ওফাতুল আয়ান' (বিখ্যাত ব্যক্তিদের চরিতাভিধান) প্রণেতা ইব্‌নে-খাল্লিকান ও 'কেতাবুর রওজাতায়ন' (বাগান-দ্বয়) লেখক আবু শামা কেহই সালাহুদ্দীনের সমসাময়িক নহেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা উভয়েই তাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কাজেই তাঁহারা প্রকৃত ঘটনা অবগত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হন।

এই সকল আরবী গ্রন্থ দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত থাকার পর জার্ম্মান ও

ফরাসীদের অনুগ্রহে মুদ্রিত হইয়াছে। বাহাউদ্দীন-কৃত সালাহুদ্দীনের জীবন-চরিত ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে স্কালটেন্সের সম্পাদকতায় সর্ব্বপ্রথম লীডেন হইতে প্রকাশিত হয়; তৎপরে ইহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে 'পালেস্তাইন পিলগ্রিম্স্ টেক্স্ট্ সোসাইটী'র তত্ত্বাবধানে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। অপর সমস্ত গ্রন্থই উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে প্রকাশিত হয়; কোন কোন পুস্তকের অনুবাদও বাহির হইয়াছে। ইব্নুল আসীরের অল্-বাহের ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে ও অল্-কামেল ১৮৬৬-৭৬ খৃষ্টাব্দে টুনবার্গের সম্পাদকত্বে চতুর্দ্দশ খণ্ডে লীডেনে ও ১৮৭২-৮৭ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে প্রকাশিত হয়। ইব্নে-খাল্লিকানের চরিতাভিধান ১৮৪৩-৭১ খৃষ্টাব্দে ডি স্লেইন কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষায় অনুদিত হইয়া চারি খণ্ডে ও ওসামার আত্মচরিত এচ, ডারেণবার্গ কর্ত্তৃক অনুদিত হইয়া দুইখণ্ডে ১৮৮৬-৯৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে মুদ্রিত হয়। ইমাদুদ্দীনের পুস্তকের একাংশ ল্যাণ্ড্বার্গের সম্পাদকতায় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লীডেনে ও আবুশামা-কৃত নূরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীনের জীবনী ১৮৭০-১ খৃষ্টাব্দে দুই খণ্ডে কায়রোতে প্রকাশিত হয়। এই মহৎ কার্য্যের জন্য জগতের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ মোসলমান মাত্রই ফরাসী ও জার্ম্মান মনীষীদের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবেন।

সেই ধর্ম্মান্ধতার যুগে সালাহুদ্দীনের প্রকৃত গুণ খৃষ্টানদেরও ভক্তি আকর্ষণ করে। প্রত্যক্ষদর্শী ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে টায়ারের আর্চ্চবিশপ উইলিয়াম ও ইবেলিনের বেলিয়ানের স্কোয়ার (পার্শ্বচর) আর্ণুলের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। আর্চ্চবিশপ সে যুগের লাটিন ও আরবী ইতিহাস ভাল জানিতেন; তাঁহার 'হিস্টোরিয়া' ও আর্ণুলের 'ক্রনিকল' ব্যক্তিগত জ্ঞানের ফল। আর্ণুল সালাহুদ্দীনের দয়া, দাক্ষিণ্য, সদাশয়তা ও প্রতিজ্ঞাপালন এবং খৃষ্টানদের খলতা, নিষ্ঠুরতা ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা যেরূপ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সে যুগের আর কোন খৃষ্টান

লেখকই সেরূপ সত্যনিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ 'ইটিনেরারিয়াম রেজিস রিচার্ডি'র অজ্ঞাতনামা লেখকের রিচার্ড-পূজার আতিশয্য দমনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই ইতিহাসগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের রচনা। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে প্রথম দুই খানা প্যারিস ও শেষোক্ত খানা লণ্ডন হইতে যথাক্রমে ১৮৪৪, ১৮৭১ ও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। আরবী ইতিহাসের ন্যায় এগুলিও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে আরও অনেক ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মেরিনেব 'সিরিয়া ও মিসরের সোলতান সালাহুদ্দীনের ইতিহাস' ( Hist ire de Saladin, Sultan de Egypt et de Syria ) দুই খণ্ডে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে প্রকাশিত হয়। মূল উপকরণ ব্যবহার করিলেও প্রায়ই তিনি 'ঐতিহাসিক কল্পনা'র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে তাঁহার গ্রন্থ অনেকটা বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' বা 'আনন্দ মঠ' ও দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাস' বা 'শাজাহান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপীয়দের লিখিত অন্যান্য ইতিহাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও ন্যূনতর পক্ষপাতদুষ্ট। ইহার মধ্যে টি এ আর্চ্চারের 'প্রথম রিচার্ডের ধর্ম্মযুদ্ধ' (Crasade of Richard I) গে লি ষ্ট্রেঞ্জের 'মোস্‌লেম শাসনে প্যালেস্টাইন' ( Palestine under the Moslems ), লেফটেনাণ্ট কর্ণেল সি আর, সাণ্ডারের—'জেরুসালেমের লাটিন রাজ্য' ( Latin Kingdom of Jerusalem ), আর্চ্চার ও কিংসফোর্ডের 'ক্রুসেড', স্যার জি, ডব্লিও, কক্স, বার্টের 'ক্রুসেড,' ষ্টিভেন্‌সনের 'প্রাচ্যে ক্রুসেড' এবং লেনপুলের 'সালাদিন' ও 'কায়রো' উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, 'সালাদিন'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সালাহুদ্দীনের অসাধারণ গুণাবলী শত্রুমিত্র সকলেরই হৃদয় জয় করে, সকলেই তাঁহার গুণকীর্ত্তনের জন্য লেখনী ধারণ করেন। তাঁহার

প্রধান শত্রু ইংরেজ, জার্ম্মান ও ফরাসীরাই ইহাতে অধিক আগ্রহের পরিচয় দেয়। তাঁহাদের কেহ কেহ এমন কি সালাহুদ্দীনকে খৃষ্টান প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করিতেও ত্রুটী করেন নাই। বস্তুতঃ প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের আর কোন নরপতিই শত্রু মহলে এত জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ জগতের আর কোন রাজার সম্বন্ধেই এত অধিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সালাহুদ্দীন কেবল মোস্লেম প্রাচ্য বা নিকট-প্রাচ্যের নহে, সমগ্র এসিয়ার রক্ষাকর্ত্তা। জেরুসালেম পুনরুদ্ধার করিয়াই ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সর্ব্ব-গ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্ত হইত, পূর্ব্বাপর কোন ঘটনা হইতেই তাহা মনে করা যায় না। মহাবীর সালাহুদ্দীন তিলে তিলে নিজের দেহক্ষয় করিয়া তাহাদের অগ্রগতি রোধ না করিলে এই অভিযান-তরঙ্গ কোথায় যাইয়া প্রতিহত হইত, কে জানে? বস্তুতঃ আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ও প্রথম ক্রুসেডের পর অ-শ্বেত জাতি ও তাহাদের সভ্যতার এমন গুরুতর বিপদ আর উপস্থিত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, যাঁহার অনুপম আত্মত্যাগের ফলে এই মহাসঙ্কট কাটিয়া যায়, আরব ঐতিহাসিকগণ ব্যতীত প্রাচ্যের আর কোন জাতিই তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনে বিশেষভাবে অগ্রসর হয় নাই, অধঃপতিত বাঙ্গালী মোসলমানের ত কথাই নাই। যে দেশে ইউরোপীয় বীরপুরুষের জীবনী লেখার ও বৈদেশিক উপন্যাসের ভূরি ভূরি অনুবাদ করার মত লোকের অভাব হয় না, সে দেশেই যে আদর্শ মানব সালাহুদ্দীন প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ ও এ দীনহীন লেখকের পূর্ব্বে আর কাহারও মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হন নাই, এতদপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

---

# রোমান্সে সালাহুদ্দীন

"The character of the great Sultan appeals more strongly to Europeans than to Moslems, who admire his chivalry less than his warlike triumphs. To us it is the generosity of the Character, rather than the success of the career that makes Saladin a true, as well as a romantic hero."— Lane-poole.

মহাসোলতান সালাহুদ্দীনের দিগ্বিজয় অপেক্ষা তাঁহার আদর্শ চরিত্র প্রাচ্যবাসীদের চেয়েও ইউরোপীয়দের হৃদয়-রাজ্যে অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ; জীবনের সফলতা অপেক্ষা চরিত্রের মহত্ত্বের দরুণই তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় নবন্যাসের নায়কেও পরিণত হইয়াছেন। 'রিচার্ড কুয়ার ডি লায়নের রোমান্স'ই এ বিষয়ে মধ্যযুগের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ইংরেজী রোমান্স। একরের সম্মুখে রোগাক্রান্ত রিচার্ডের শূকর মাংসের অভাবে সারাসেন-মাংস ভোজন, সালাহুদ্দীনের দূতেরা কয়েক জন বন্দীর নিষ্ক্রয় দান করিতে আসিলে তাঁহাদিগকে ঐ সকল বন্দীর সিদ্ধ মুণ্ড পরিবেশন, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে সালাহুদ্দীনের পুনঃ পুনঃ পরাজয়, ঐন্দ্রজালিক অশ্ব পাঠাইয়া রিচার্ডকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা, ফেরেশ্‌তা দ্বারা সতর্ক হইয়া ক্রুদ্ধ রাজা কর্ত্তৃক সালাহুদ্দীনের দুই পুত্র নিধন—ইহাই এই ভয়ঙ্কর কবিতা-পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে সালাহুদ্দীন কখনও রিচার্ডের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই ; তিনি ছিলেন সেনাপতি। সৈন্যের ন্যায় স্বয়ং যুদ্ধ করার জন্য বরং তিনি রিচার্ডের নিন্দা করিতেন। তাঁহার কোন পুত্র কখনও যুদ্ধে নিহত হন নাই ; রিচার্ডকে সদাশয়তা দেখাইয়া জাফ্‌ফার যুদ্ধে তিনি যে অশ্ব উপহার দেন, তাহাই উপন্যাসের কল্যাণে ষড়যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে ! রিচার্ডের পাশবিকতা, সালাহুদ্দীনের অভগ্ন

উৎসাহ ও মধ্যযুগের খৃষ্টানদের যাদুবিদ্যা ও অপদেবতায় বিশ্বাস, শুধু এই কয়টী বিষয়েই বইখানিতে সত্যের ছাপ আছে। মোসলমানেরা তখন কর্ডোভা, গ্রাণাডা, টলেডো, সালামাঙ্কা প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিত; ইহাই সেকালের মূর্খ ইউরোপীয়দের নিকট ইন্দ্রজাল-বিদ্যা বলিয়া বিবেচিত হইত।

ফরাসী রোমান্সগুলিতে সালাহুদ্দীনের প্রতি অনেকটা সুবিচার করা হইয়াছে। গল্পগুলি প্রায়ই কাল্পনিক হইলেও তাহাতে সত্যের ছাপ আছে। দৃষ্টান্তস্থলে এম, এন্, ডি ওয়ালী প্রকাশিত (প্যারিস ১৮৭৬) 'রিমসের জনৈক চারণের গল্পমালা'র কয়েকটী কাহিনী উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফ্রান্সের রাণী ইলিনর পর-পুরুষে আসক্ত হওয়ায় তাঁহার স্বামী লুই লি জিউন তাঁহাকে তালাক দেন। পরে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় হেনরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। 'সিংহ-প্রাণ' রিচার্ড এই মিলনের ফল। এই সত্য ঘটনাকে চারণ সালাহুদ্দীনের প্রতি ইলিনরের আসক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে স্বামীরূপে গ্রহণ ও এমন কি নিজের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করায় সোলতান তাঁহার জন্য একখানা দ্রুতগামী জাহাজ প্রেরণ করেন। সৌভাগ্যবশতঃ রাণী যখন জাহাজে উঠিতে উদ্যত, তখন রাজা আসিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হন। কিন্তু এই অভিসারের তারিখে (১১৪৮-৯) সালাহুদ্দীন একাদশ বৎসরের বালক মাত্র! এমন চমৎকার প্রেম-কাহিনী এভাবে অসম্ভব হইয়া পড়ায় বাস্তবিকই দুঃখ হয়। তবে চারণ সালাহুদ্দীন অল্-জাগিসিয়ানি নামক জঙ্গীর জনৈক বিখ্যাত সেনাপতিকে সোলতান সালাহুদ্দীন বলিয়া ভুল করিয়া থাকিতে পারেন। লুইর ক্রুসেডের সময় তিনি জীবিত ছিলেন কিনা সন্দেহ; থাকিলেও তখন তিনি নিশ্চিতই অতি-বৃদ্ধ। কাজেই এক্ষেত্রেও এই প্রেমালাপ সম্ভবপর হইয়া উঠে না। তবে উপন্যাস

ইতিহাসের ধার ধারে না, কাব্যের স্থায় উহার গতিও চিরদিনই নিরঙ্কুশ।

স্থান-কাল-সম্বন্ধে চারণের কোন মাত্রা-জ্ঞান নাই। রেমণ্ডের বিশ্বাস-ঘাতকতা বর্ণনার জন্য এক লাফে ১১৪৮ হইতে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে হাজির হইতে তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করিতে দেখা যায় না। ত্রিপোলিসের কাউন্টের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিলে হিত্তিনের যুদ্ধে খৃষ্টানদের পরাজয় ঘটিত না, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু চারণ তাঁহার কাল্পনিক বিশ্বাস-ঘাতকতাকেই রাজা গে ও অন্যান্য খৃষ্টান নেতার বন্দী-দশার জন্য দায়ী করিয়াছেন। তবে অস্থানে অসময়ে হইলেও সালাহুদ্দীনের সদাশয়তা ইতিহাসের স্থায় রোমান্সেও যথাযথভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চারণের মতে তিনি রাজার দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে বিশ জন নাইটসহ মুক্তি দান করেন এবং অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সিরিয়ার উপকূলে তাঁহাদের বন্ধুদের নিকট পাঠাইয়া দেন।

সালাহুদ্দীন একরের হাসপাতালগুলিতে অর্থ-সাহায্য পাঠাইতেন, এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া চারণ এক চমৎকার গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। সোলতানের এক কাল্পনিক খুল্লতাত তাঁহার প্রামাণ্য ব্যক্তি। একরের হাসপাতালের সেবাশুশ্রূষার কথা শ্রবণ করিয়া সালাহুদ্দীন এক শ্রান্তকান্ত তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে সেখানে ভর্ত্তি হইলেন ; কিন্তু তিন দিনের মধ্যেও কোন খাদ্য গ্রহণ করিলেন না। অধ্যক্ষের অনেক অনুরোধে অবশেষে তিনি তাঁহার অশ্বের সম্মুখ পদের মাংস ভক্ষণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। সেবকেরা যখন বাস্তবিকই সেই মূল্যবান অশ্বটীর পদ কর্ত্তনে উদ্যত হইল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার আর অশ্ব-মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা নাই, এখন মেষ-মাংস হইলেই চলিবে।" চারি দিন পরে তিনি অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ দিয়া দেশে চলিয়া গেলেন এবং প্রতি বৎসর একরের হাসপাতালে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণের নির্দ্দেশ দিয়া এক

দান-পত্র প্রস্তুত করিলেন। মিসরের রাজস্ব হইতে ঐ টাকা নাকি অদ্যাপি রীতিমত পাওয়া যায়।

ভিন্‌সেণ্ট ডি বিউভায়েস ও পিপিনের লিখিত একটী প্রাচীন উপাখ্যান আছে। মরণোন্মুখ সোলতানের আদেশে তাঁহার পতাকা-বাহক বর্শাগ্রে এক খণ্ড ক্ষৌমবস্ত্র বাঁধিয়া দেমাশ্‌কের রাজপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘোষণা করে, "দেখ, প্রাচ্য-রাজ এই বস্ত্রটুকু ব্যতীত আর কিছুই সঙ্গে নিতে পারিবেন না।" চারণও গল্পটী জানেন। তিনি কিন্তু সোলতানের ভৃত্যকে এত সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহার মতে সে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক নগরে গিয়া প্রতি রাজপথের কোণে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিল, "সালাহুদ্দীন তাঁহার রাজ্য ও অর্থ-সম্পত্তির মধ্যে শবাচ্ছাদনের জন্য এই ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি ক্ষৌমবস্ত্র মাত্র সঙ্গে লইয়া যাইবেন।" সোলতানের ধর্ম্মপ্রাণতা, বিনীত স্বভাব ও দীনহীন অবস্থায় মৃত্যুর সহিত গল্পটীর কি চমৎকার সাদৃশ্য।

মধ্যযুগের এই সকল গল্প ও সহজ-প্রাপ্য ইতিহাস অবলম্বন করিয়া দুই জন শ্রেষ্ঠ লেখক যে সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা সালাহুদ্দীনকে ইউরোপ—তথা সর্ব্বজগতে সুপরিচিত করিয়াছে। স্কটের 'টেলিস্‌ম্যান' বা কবচ বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের কল্যাণে বাঙ্গালায় অনুদিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থখানা এতই চিত্তাকর্ষক যে, যিনি অন্ততঃ একবার ইহা পড়িয়া দেখেন নাই, তাঁহার জীবন বাস্তবিকই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কেনেথ ও শের্কুহ্‌ বা ছদ্মবেশী সালাহুদ্দীনের তর্ক-বিতর্ক, কেনেথের ক্রোধ, ঔদ্ধত্য ও মোস্‌লেম-বিদ্বেষ, শের্কুর জ্ঞান, যুক্তি, ধৈর্য্য ও পরমত-সহিষ্ণুতা, রিচার্ডের পীড়ার কথা শুনিয়া হাকিমের ছদ্মবেশে সালাহুদ্দীনের খৃষ্টান-শিবিরে গমন, শত্রু-প্রেরিত চিকিৎসকের ঔষধ সেবন না করার জন্য সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, রিচার্ডের দৃঢ় ঘোষণা-বাণী— সালাহুদ্দীনকে

অবিশ্বাস করা পাপ',* হাকিমের চিকিৎসায় রিচার্ড, কেনেথ ( স্কটল্যাণ্ডের ছদ্মবেশী যুবরাজ ডেভিড ) ও তাঁহার আহত কুকুরের রোগমুক্তি, পুরস্কার দানের প্রস্তাবে হাকিমের সদম্ভ উক্তি—'আমি খোদাদত্ত জ্ঞান বিক্রয় করি না', মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত কেনেথের জন্য রিচার্ডের নিকট তাঁহার প্রাণ-ভিক্ষা, 'মরুর হীরা'য় দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় রাণী ও সভাসদেরা মোসলমান আক্রমণের আশঙ্কা প্রকাশ করিলে রিচার্ডের দৃঢ় প্রতিবাদ—'সদাশয় সোলতানের সদ্-বিশ্বাসে সন্দেহ করা অকৃতজ্ঞতার চেয়েও গুরুতর অন্যায়',§ দ্বৈরথ যুদ্ধের প্রস্তাবে সালাহুদ্দীনের মন্তব্য—'প্রভু মেষপালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই প্রহরী নিযুক্ত করেন, মেষ-পালকের নিজের জন্য নহে', ইত্যাদি এক একটী দৃশ্য মহামতি সোলতানের আদর্শ চরিত্রের এক একটী দিক্ পাঠকের মনে উজ্জ্বলভাবে জাগাইয়া তোলে। অবশ্য তিনি যে সময় সময় কল্পনার আশ্রয় লইয়া সালাহুদ্দীনকে লোক-চক্ষে হেয় করেন নাই, এমন নহে। রিচার্ডের আত্মীয়ার সহিত সায়ফুদ্দীনের পরিবর্তে স্বয়ং সোলতানের বিবাহ হইলে ইংরেজ জাতির গৌরব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তিনি কলমের এক খোঁচায় জোয়ান ও তাঁহার প্রস্তাবিত স্বামীকে উড়াইয়া দিয়া কাল্পনিক এডিথের আমদানী করিয়াছেন। সালাহুদ্দীনের প্রেম-পত্র পদ-দলিত না করিয়াও তিনি বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাইতে পারিতেন। মহামতি সোলতানের এই না-হক্ অপমান ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু ঔপন্যাসিকের এরূপ অন্যান্য নিরঙ্কুশতা বা'দ দিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, স্কট তাঁহার ব্যবহৃত অসম্পূর্ণ দলীল-দস্তাবেজের মধ্য দিয়া অসাধারণ নির্ভুলতার সহিত সালাহুদ্দীনের প্রকৃত চরিত্র দর্শন ও অঙ্কন

---

* "...It were sin to doubt his good faith."—Talisman, 107.

§ "It were worse than ingratitude", he said, "to doubt the good faith of the generous Soldan."—Talisman, 351.

করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে ইতিহাসের সহিত চালাকি করিয়া থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থ মহাপ্রাণ সোলতানের দয়া, বিনয়, মহত্ত্ব, সদাশয়তা, শিষ্টাচার, সত্যবাদিতা, ন্যায়-বিচার, দানশীলতা, সেনাপতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ গুণের এক জ্বলন্ত চিত্র।

জার্মান লেখক লেসিং-এর 'নাথান দার ওয়াইজ' ( Nathan der Weise ) নাটক টেলিসম্যানের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের রচনা। স্কটের ন্যায় তিনিও প্রস্তাবিত বিবাহের কথা গ্রহণের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া রিচার্ডের ভ্রাতাকে ( সম্ভবতঃ জারজ উইলিয়াম লং-সোর্ড ) নায়কে ও সোলতানের ভগিনী সেভাহ্‌কে ( প্রকৃতপক্ষে 'সেত্তুশ্ শাম' বা 'সিরিয়ার দেবী' ) নায়িকায় পরিণত করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার চিত্রে সত্যের যথেষ্ট আভাস আছে; তিনি সোলতানের সদাশয়তা, অর্থের প্রতি বিতৃষ্ণা ও আত্মীয়-প্রীতি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সালাহুদ্দীন বড় বেশী ইউরোপীয়, স্কটের সালাহুদ্দীনের ন্যায় খাটী প্রাচ্য-মোসলমান নহেন। তিনি তাঁহাকে সাধু মোসলমান ও পরমত-সহিষ্ণুতার আদর্শরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। সালাহুদ্দীন সাধু মোসলমান ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত; কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে মানসিক উদারতা তাঁহার গুণ নহে। কার্য্যক্ষেত্রেই তাঁহার দয়া ও শৌর্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইত, চিন্তা-রাজ্যে নহে। খৃষ্টানদের প্রতি তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য বীরের বীরত্ব ও ভদ্রলোকের ভদ্রতা; কিন্তু তাহারা যে পথভ্রষ্ট, সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোনই সন্দেহ ছিল না। তিনি বরং অন্যান্য ধর্ম্মের স্পষ্ট প্রতিকূলাচরণ সহ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু নিজ ধর্ম্মের ভিতর বিরুদ্ধ মত বরদাস্‌ত করিতে পারিতেন না। সূফী অস্-সাহ্‌রাওয়ার্দ্দির প্রাণদণ্ড এই নীতিরই ফল। সালাহুদ্দীন ছিলেন পবিত্রতম শ্রেণীর প্রকৃত

মোসলমানের আদর্শ ;* লেসিং তাঁহার প্রতি যে ধর্ম্মীয় উদারতার আরোপ করিয়াছেন, জীবিত থাকিলে তিনি ঘৃণা ও রোষে সে সম্মান প্রত্যাখ্যান করিতেন।

সালাহুদ্দীনের কাহিনী ছায়া-চিত্রেও স্থান পাইয়াছে। কিছুদিন হইতে 'ক্রুসেড' ও 'গাজী সালাউদ্দীন' নামে যে দুইটী সুন্দর চলচ্ছিত্র প্রদর্শিত হইতেছে, তাহাতে মহামতি সোলতানের অপূর্ব্ব শৌর্য্য ও উদারতা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিনা নিষ্ক্রয়ে বন্দী রিচার্ডকে মুক্তিদান ও বন্দিনী বলিয়া রাণীকে ইস্‌লামে দীক্ষা দানে অস্বীকারের দৃশ্য বাস্তবিকই অতি চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, সালাহুদ্দীনের জন্মভূমি—অসংখ্য উপকথার জননী প্রাচ্যের উপন্যাসে তিনি প্রায় চির-উপেক্ষিত। আরব্য উপন্যাসে ক্রুসেডের কাহিনী একেবারে অনাদৃত হয় নাই ; অথচ তাহাতে সালাহুদ্দীনের নাম-গন্ধও নাই ! বইখানা তাঁহারই লীলাভূমি কায়রোতে শেষ আকার প্রাপ্ত হয় ; সেখানে তিনি আজিও পূর্ব্বের ন্যায় জন-প্রিয়। কাজেই এই উপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। অবশ্য মিসরের বাজার, কফিখানা ও গল্পের আড্ডায় তাঁহার সম্বন্ধে নিত্য বহু কাহিনী আলোচিত হইয়া থাকে ; কিন্তু সেগুলি মুদ্রিত হয় নাই। বাস্তবিকই এরূপ একখানা হস্ত-লিখিত আরবী রোমান্স পাওয়া গিয়াছে ; জর্জ্জেন্‌স কর্ত্তৃক ইহা জার্ম্মান ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পুস্তকখানা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। রিচার্ডের ভগিনী রুমিলা বন্দীকৃতা হইলে সায়ফুদ্দীন তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। রুমিলা প্রথমে মোসলমান হইতে স্বীকার করেন ; কিন্তু পরে পলাইয়া যান। ইতোমধ্যে

* "He is a type of a true Muslim of the purest breed."—Lane poole, 899.

সায়ফুদ্দীন শত্রুহস্তে বন্দী হন। কিছুদিন পরে রুমিলা পুরুষের বেশে যুদ্ধ করিতে আসিলে সালাহুদ্দীন আবার তাঁহাকে ধরিয়া আনেন। এবার সায়ফুদ্দীনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বস্তুতঃ সালাহুদ্দীন সম্বন্ধীয় পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিতে অল্-আদিল ও প্রথম রিচার্ডের কোন আত্মীয়ার বিবাহই প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই রোমান্সখানা তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে মাত্র।

সালাহুদ্দীন সম্পর্কে যে কোন ভাল আরবী রোমান্স লিখিত হয় নাই, ইহা বাস্তবিকই ঘোর পরিতাপের বিষয়। প্রাচ্যের অন্যান্য ভাষা তাঁহার আরও অনাদর করিয়াছে। যতদূর জানি, তুর্কি, ফার্সী, পোস্ত, উর্দ্দ বাংলা, প্রভৃতি কোন ভাষায়ই সালাহুদ্দীন সম্বন্ধে কোন নাটক, উপন্যাস বা নবন্যাস লিখিত হয় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাসে একেবারে নির্ব্বাসিত না হইলেও উপন্যাসে তিনি তুল্য অনাদৃত, কাব্য-জগতে তিনি চির-উপেক্ষিত। ইউরোপীয়েরা যাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বাংলার কোন কবি তাঁহার সম্বন্ধে দু'টী ছত্র কবিতা রচনা করাও দরকার মনে করেন নাই। 'বাংলার আজীজ' পর্য্যন্ত 'বিদ্রোহী কবি'র দৃষ্টি এড়ায় নাই; দেশবন্ধুকে তিনি 'পয়গম্বর"সাজাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই; কিন্তু শতকোটী "আজীজ" যাঁহার পদ-সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, যাঁহার ন্যায় আদর্শ মানব, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক জগতে দুর্ল্লভ, তিনি আজও তাঁহার নজরে পড়িলেন না! বাঙ্গালার কোন সাংবাদিক ও গ্রন্থকারের হজ্-যাত্রায় মোস্লেম-বঙ্গের 'জাতীয় কবি' 'বাঙ্গালা অন্ধকার' দেখিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালার কাব্য-জগতে নেতার নেতা সালাহুদ্দীনের চির-অনুপস্থিতি দর্শনে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার গৃহ-কোণও অন্ধকার দেখেন নাই! এই দুর্ভাগ্য দেশে গুণের প্রকৃত আদর কবে হইবে, কে জানে?

---

## দীক্ষা-রহস্য

অল্-আদিলের সহিত রিচার্ডের কোন আত্মীয়ার বিবাহ যেমন ইউরোপীয় উপন্যাসগুলির প্রধান বিষয়-বস্তু, সালাহুদ্দীনের খৃষ্টান বা নাইট হওয়া সম্পর্কেও মধ্যযুগের খৃষ্টান-লিখিত ইতিহাস ও উপন্যাস সমূহ একমত। রিম্‌সের চারণের মতে মরণোন্মুখ সোলতান বামহস্তে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া চারিটী বিপরীত স্থানে উহার প্রান্ত লাগাইয়া দক্ষিণ হস্তে জলের উপর ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত করেন। তৎপর ঐ জল দেহ ও মস্তকে ঢালিয়া দিয়া তিনটী ফরাসী শব্দ উচ্চারণ করেন; মনে হইল যেন তিনি নিজে নিজে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই উপাখ্যান সম্ভবতঃ সালাহুদ্দীনের নাইটত্বে দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপক-গল্প হইতে উদ্ভূত। 'রিচার্ডের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' লেখক বলেন, "সালাহুদ্দীন বয়ঃপ্রাপ্ত ও অস্ত্র ধারণের উপযুক্ত হইলে তোরণের হাম্ফ্রের নিকট গিয়া ফ্র্যাঙ্কদের রীত্যনুসারে নাইটের কটিবন্ধ গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি সায়ফুদ্দীনের পুত্রকেও দীক্ষা গ্রহণের জন্য রিচার্ডের নিকট পাঠাইয়া দেন।" প্রাচীন ছান্দসিক রোমান্স "লা' অর্ডেন ডি শিভালরী"তে এই বিস্ময়কর অনুষ্ঠানের সূক্ষ্মতম বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে দীক্ষাদাতা রেমণ্ডের পুত্র হাগ। কিরূপে নাইট করা হয়, সালাহুদ্দীনের অনুরোধে তিনি তাঁহাকে তাহা (তরবারি দ্বারা স্পর্শ করা ব্যতীত) সম্পন্ন করিয়া দেখান এবং নাইটের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। প্রথমে শুধু কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও ক্রমে তিনি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।

সালাহুদ্দীন নাইট বা খৃষ্টান হন, ইহা শুধু মধ্য-যুগের খৃষ্টান ইতিহাস ও উপন্যাসের কথা। আরবী ইতিহাসে এ সম্বন্ধে একটী কথাও নাই। তিনি বাস্তবিকই এরূপ ধর্ম্ম-বিরোধী কার্য্য করিলে তাহা লইয়া নিশ্চিতই

কানাকানি হইত এবং ইহা অবশ্যই শাখা-পল্লবিত হইয়া ইব্‌নুল-আসীরের কানে উঠিত। বিজাতীয় লেখকেরাও সালাহুদ্দীনকে যে দোষে দোষী করিতে সাহসী হন্ নাই, সে সকল কাল্পনিক অভিযোগ তাঁহার ঘাড়ে চাপাইতেও যিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই, এহেন ঐতিহাসিক যে তাঁহার প্রভু-বংশের শত্রুর এত বড় অপরাধ নীরবে চাপিয়া যাইবেন, কিছুতেই তাহা সম্ভবপর নহে। ব্যক্তিগতভাবে খৃষ্টানদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিলেও তিনি কখনও কোন খৃষ্টান প্রতিষ্ঠান বা ধর্ম্ম-প্রচার-সঙ্ঘে এক কপর্দ্দকও দান করেন নাই। খৃষ্টান-ধর্ম্ম তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া থাকিলে তাহাদিগকে উৎসন্ন করার জন্য তিনি জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর অবিশ্রান্ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতেন না; বরং স্বেচ্ছায় খৃষ্টানদের হস্তে জেরুসালেম ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন হইতেন। খৃষ্টান হইলে গির্জ্জায় না গিয়া কিছুতেই তিনি অশক্ত অবস্থায় মস্‌জেদে যাইতেন না, বাইবেলের পরিবর্ত্তে কোরানের বানী শুনিয়া মৃত্যুকালে কখনও তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিত না। বস্তুতঃ জীবনে তিনি কখনও এমন কোন কাজ করেন নাই, যদ্দ্বারা ইস্‌লামের প্রতি তাঁহার বীতশ্রদ্ধা ও খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও অনুরাগ প্রকাশ পাইতে পারে। বরং তিনি আদ্যোপান্ত আদর্শ মোসলমানের ন্যায় জীবন যাপন করেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার প্রত্যেকটী কার্য্যের সঙ্গে ধর্ম্মের নিবিড় সংশ্রব ছিল। নিছক ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যিনি নিজের ধনপ্রাণ উৎসর্গ করেন, তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবেন, এ ধারণা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য; ইহাকে নিছক গাঁজাখোরী গল্প ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।

অতি-বিখ্যাত লোককে লইয়া এরূপ কাড়াকাড়ি দুনিয়ার চিরন্তন ব্যাপার। সালাহুদ্দীনকে নিয়া পাশ্চাত্য জগত যেরূপ টানাটানি করিতেছে,

মহাবীর নেপোলিয়ানকে লইয়াও প্রাচ্যে সম্প্রতি সেরূপ কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ মার্ম্মাডিউক পিকথল এই আন্দোলনের স্রষ্টা। মিসরে নেপোলিয়ান মস্‌জেদে যাইতেন, মোসলমানী পোষাক পরিতেন। এমন কি তিনি প্রকাশ্যে নিজকে 'প্রকৃত মোসলমান' বলিয়া ঘোষণা করিয়া এক ফরমান পর্য্যন্ত জারি করেন।* তাঁহার সৈন্যেরা খৃষ্টান-মঠ অপেক্ষা মস্‌জেদকেই বেশী সম্মান করিয়া চলিত।§ কাজেই ইহার মূলে সত্য থাকিতেও পারে ; কিংবা হয়ত ইহা নিছক রাজনৈতিক চালবাজি মাত্র। কিন্তু সালাহুদ্দীন তাঁহার খৃষ্টান প্রজাদের ভক্তি লাভের জন্য কখনও এরূপ উক্তি করিয়াছেন বা কোন খৃষ্টান রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছেন, ইতিহাসে এমন কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর্ণুলের বইতে দেখা যায়, সালাহুদ্দীন ভাল নাইটকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। বীর বীরকে ভালবাসিবে, ইহা স্বাভাবিক। কাজেই ইহা দ্বারাও তাঁহার খৃষ্টান-ধর্ম্ম-প্রীতি প্রমাণিত হয় না। নেপোলিয়ানের শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে ইস্‌লাম গ্রহণের মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সালাহুদ্দীনেরও ত স্বজাতীয় শত্রুর অভাব ছিল না। তাঁহারা এ বিষয়ে নির্ব্বাক কেন?

সালাহুদ্দীনের খৃষ্টান হওয়ার কাহিনীগুলির সহিত এ শ্রেণীর অন্যান্য ব্যাপার ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই এই প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। জগতের বড় বড় লোককে নিয়া বরাবরই এভাবে কাড়াকাড়ি হইয়াছে, হইতেছে, হইবেও। কবির ও নানকের মৃতদেহ নিয়া হিন্দু-

* "Cadis, Sheikhs and Imams ! tell the people that we too are true Mussalmans."—Archibald J. Dunn, Rise and decay of the Rule of Islam, 169.

§ "Bonaparte's soldiers respected mosques more than monasteries."—Historians' History of the World, vol. xxiv, 448.

মোসলমানের বিবাদের কথা সর্ব্বজনবিদিত। কেবল প্রাচ্যে নহে, প্রতীচ্যেও এরূপ বিবাদ বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে। গ্রীসের সাতটী স্থান হোমারের জন্মভূমি বলিয়া দাবী করিয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়ারকে লইয়া ইউরোপের কয়েকটী দেশ আজিও টানাটানি করিতেছে। ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে জগত ইংল্যাণ্ডকে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিলেও কিছুতেই তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া মানিয়া লইবে না, কালে ইতালীর দাবীই অগ্রগণ্য হইবে। নানক ও কবিরের চরিত্র হিন্দু-মোসলমানকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না করিলে, হোমার, শেক্‌স্‌পীয়ার ও নেপোলিয়ান যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার ও দিগ্বিজয়ী না হইলে কেহই তাঁহাদিগকে নিয়া এভাবে মাথা ঘামাইত না। সালাহুদ্দীন কেবল স্বীয় যুগের নহে, যে কোন যুগের সর্ব্বাপেক্ষা মহামতি দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ। তাঁহার সদ্‌গুণরাজি মোসলমান অপেক্ষাও খৃষ্টানদের হৃদয়ে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া এবং তাঁহাকে 'সালাদিন' এই গার্হস্থ্য নাম দিয়াও ইউরোপের তৃপ্তি মিটে নাই ; উহা একেবারে তাঁহাকে স্বধর্ম্মাবলম্বী বা নিজের মানুষ বলিয়া দাবী করিয়া বসিয়াছে। বস্তুতঃ ইউরোপীয়দের লিখিত সালাহুদ্দীনের নাইটত্বে দীক্ষা-গ্রহণ-কাহিনী তাঁহার খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রহণের ইতিহাস নহে, ইউরোপ তাঁহাকে কত গভীর শ্রদ্ধা করে, তাহারই জলন্ত প্রমাণ।